চাকরির
নানা খবর
দুয়ের পাতায়

৫৯ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

সারা বাংলা জুড়ে

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী
৭ এর পাতায়

কলকাতা ঃ ৫৯ বর্ষ, ৩০ সংখ্যা, ৯ জ্যৈষ্ঠ – ১৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২ ঃ ২৪ মে – ৩০ মে, ২০২৫

Kolkata : 59 year : Vol No.: 59, Issue No. 30, 24 May - 30 May, 2025 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : সুপ্রিম কোর্টে ১৭ বার লাট খাওয়ার পর ১৮ বারের

শুনানিতে কিছুটা হলেও প্রতিষ্ঠা পেল রাজ্য সরকারি কর্মীদের ডিএর দাবি। চূড়ান্ত শুনানির দিন আগামী আগস্ট মাসে স্থির হলেও ৬ সপ্তাহের মধ্যে রাজ্য সরকারকে বকেয়ার অন্ততঃ ২৫ শতাংশ দেবার নির্দেশ দিল শীর্ষ আদালত।

রবিবার : পাকিস্তানের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে ৩৩

বছর বয়সি ট্রাভেল ব্লগার জ্যোতি মালহোত্রকে গ্রেপ্তার করল হরিয়ানা পুলিশ। একই অভিযোগে পাটিয়ালা কলেজের ছাত্র দেবেন্দ্র সিংহ ঢিল্লো সহ আরও ৫ জনকে ধরেছে হরিয়ানা ও পঞ্জাব পুলিশ।

সোমবার : অভিযোগ ওঠে সম্প্রতি দেওয়া আইএমএফএর

১০০ কোটি টাকার ঋণ জঙ্গি উন্নয়নে খরচ করবে পাকিস্তান। ভারতের আক্রমণে ধ্বংস হয়ে যাওয়া জঙ্গী পরিকাঠামো তৈরি হবে এই টাকায়। এই অভিযোগের ভিত্তিতে ঋণ খরচে ১১ টি শর্ত চাপালো আইএমএফ।

মঙ্গলবার : একটি মামলার শুনানি চলাকালীন এলাহাবাদ

হাইকোর্টের বিচারপতি বিনোদ দিবাকর এক পর্যবেক্ষণে জানান, ধর্মাচরণ ও ধর্ম প্রচারের স্বাধীনতা দিলেও জোর করে বা প্রতারণার মাধ্যমে ধর্মান্তকরণ সমর্থন করে না ভারতের সংবিধান।

বুধবার : রাজ্যে জল-জীবন মিশনের বরাদ্দ খরচেও দুর্নীতি!

Har Ghar Jal
Jal Jeevan Mission

খতিয়ে দেখতে দক্ষিণ ২৪ পরগণা, হাওড়া, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মালদা, নদীয়ার একাধিক জল প্রকল্প খতিয়ে দেখতে রাজ্যে আসছে কেন্দ্রীয় সরকারের ৪টি দল।

বৃহস্পতিবার : দাগি বলে চিহ্নিতরা ছাড়া চাকরিহারা শিক্ষকদের

পরীক্ষা দেবার পালা আসন্ন প্রায়। কারা পরীক্ষা দিতে পারবে তার স্পষ্ট ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছিল। সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দিল ব্যাঙ্ক জাম্পিং করে যারা চাকরি পেয়েছিল তারাও দাগি।

শুক্রবার : আদালতে রাজ্যের বাস মালিকদের দাবি ছিল বাস

বাতিলের ক্ষেত্রে ১৫ বছর বয়স নয়, স্বাস্থ্যকে মাপকাঠি করা হোক। জল মাপতে মাপতে কিছুতেই নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করছিল না রাজ্য সরকার। অবশেষে নীরবতা ভেঙে মালিকদের পক্ষেই দাঁড়ালো সরকার।

সবজান্তা খবরওয়ালা

জঙ্গীমুক্তি কি শুধুই কল্পনা

ওঙ্কার মিত্র

বিদেশ নীতিতে ভারত চিরকালই রাজনৈতিক ভাবে ঐক্যবদ্ধ। কিন্তু পাকিস্তান নীতিতে কি এক? প্রশ্নটা উঠছে, কারণ ভারত পাকিস্তান মুখোমুখি হলেই ভারতবাসীর মধ্যে অনৈক্যের ছাপটা কেন জানিনা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ১৯৮৯ সাল থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক মুম্বাই থেকে উরি, পুঞ্চ, পুলওয়ামা, বালাকোট, পাহেলগাঁও কোনোটাই এর ব্যতিক্রম নয়। এমনকি এবারের অপারেশন সিঁদুরের পরও তেমন কিছু ব্যতিক্রম দেখা যায়নি। প্রত্যাঘাতের ভালো মন্দ নিয়ে শাসক–বিরোধী চাপানউতোর চলছেই। দেশের তাবড় রাজনৈতিক নেতা নেত্রীরা ওপারেশনের সাফল্য নিয়েই সন্দেহ প্রকাশ করছেন। এদেশের নাগরিকদের একাংশও কম যান কিসে, সোশ্যাল মিডিয়া ভরিয়ে দিচ্ছেন পাকিস্তান প্রেমে।

এই পরিস্থিতিতে বিদেশে পাকিস্তানের মুখোশ খুলতে সর্বদলীয় দল পাঠানোর অভিনব উদ্যোগ কিছুটা ঐক্যের বার্তা দিলেও তারা মুখে যে বক্তব্য বলতে গেছেন তার প্রতি তাদের আস্থা মনেও অটুট কিনা সে প্রশ্ন রয়েই যায়। এই সন্দেহের কারণ, গান্ধীজি ও কংগ্রেস ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে লাহোরে গৃহীত মুসলিম লীগের পাকিস্তান প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেও, ইংল্যান্ডের চার্চিল মন্ত্রীসভা কর্তৃক প্রেরিত ক্রিপসের

ভারত ভাগের প্রস্তাব কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি বাতিল করে দিলেও ভারত ভাগ হয়েছিল। ১৯৪০ সালের ডিসেম্বর মাসে রুশ তাত্ত্বিক দিয়াকভ ও বুসেচিভ এক প্রবন্ধে মুসলিম লীগকে 'Politically bankrupt and reactionary' অর্থাৎ রাজনৈতিক ভাবে দেউলিয়া প্রতিক্রিয়াশীল বলে বর্ণনা করলেও কমিউনিস্টরা মুসলিম লিগের দেশভাগের দাবীকেই সমর্থন করেছিল। দ্বিজাতিতত্ত্বেই দুটুকরো হয়েছিল ভারতবর্ষ। আজও নিশ্চই তার ব্যতিক্রম ঘটে নি। তাইতো আজও পাকিস্তান নামের মোহ কাজ করে ভারতে। ভারতীয়রা আক্রান্ত হলে চুপ করে থাকে কিছু ভারতীয়। মানবাধিকার, বাঁচার অধিকারের ধুয়ো তুলে এদেশের একাংশ নাগরিক দাঁড়াতে চায় জঙ্গীদের পাশে। খাটো করে দিয়ে চায় সেনাবাহিনীর আত্মবলিদান।এখন ভেবে দেখা দরকার পাকিস্তানের কুকীর্তি বোঝাতে ৭টা রাজনৈতিক দল গড়ে সরকারি পয়সা দিয়ে বিদেশে পাঠাতে হল কেন। কারণ, বিশ্বের অধিকাংশ দেশ প্রমাণ করেছে এখনও তারা পাকিস্তানকে পুরোদস্তুর জঙ্গী দেশ বলে মনে করে না। যদি মনে করতো তাহলে বিশ্বকে জঙ্গীদের কবল থেকে মুক্তি দিতে সরাসরি ভারতের পাশে দাঁড়িয়ে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিত। কিন্তু তা হয়নি। বোঝা যাচ্ছে এখনও সকলের কাছে এটা ভারত পাকিস্তানের দ্বৈত সমস্যা বলেই চিহ্নিত। বিশ্বের সুপার পাওয়ার বলে পরিচিত চিন পাকিস্তানের পক্ষে দাঁড়িয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে ভারত জঙ্গিপনায় বিদ্ধ হলেও নানা টোপ দিয়ে পাকিস্তানকে লুটে খাওয়াই তার পক্ষে বেশি প্রয়োজনীয়। ভারতের শান্তির চেয়ে চিনের কাছে পাকিস্তানের দখলদারি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আর এক পাওয়ার আমেরিকা জানে এই সুযোগে ব্যবসা কি করে করতে হয়। কি করে ভিক্ষা দিয়ে দখল করতে হবে পাকিস্তানের সম্পদ, বন্দর, বিমানঘাঁটি। ক্রমশঃ অর্থনীতিতে স্বনির্ভর হয়ে ওঠা ভারতকে নজরে রাখতে পাকিস্তানের মাটিই তো সবচেয়ে লোভনীয়।

এরপর পাঁচের পাতায়

বাংলার আকাশ কতটা সুরক্ষিত?

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত ২০ মে গভীর রাতে মহেশতলা ও বেহালার দিক থেকে আকাশে ৫ টি আলোক বিন্দু চোখে পড়ে। অনেকেরই অনুমান এগুলি ড্রোন থেকে আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। মহেশতলা ও বেহালার দিক থেকে যে ৫ টি ড্রোন দেখা গিয়েছিল সেগুলি প্রথমে হেস্টিংসয়ের কাছে ফোর্ট উইলিয়ামের কাছে এবং ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ও হাওড়ার দ্বিতীয় হুগলী সেতুর ওপরে উড়তে দেখা যায়। তারপর ধীরে ধীরে সেগুলি পার্ক সার্কাসের দিকে মিলিয়ে যায়। বর্তমানে ভারত ও পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের মধ্যে একটা যে যুদ্ধ যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে সেখানে এই গভীর রাতে কলকাতার আকাশে ড্রোন বা ড্রোন নয়, যে কোনও আলোক বিন্দু দেখে মানুষের মনে আতঙ্ক ছড়ায়। অনেকে তা আবার মোবাইলে ছবি ছবি হিসেবে ধরে রাখে। ঘটনার পরই কলকাতা পুলিশ এবং সেনাবাহিনী যৌথভাবে এই ঘটনার খোঁজখবর শুরু করে। এই ঘটনার

উজ্জ্বল আলোক চোখে পড়ে। এই ঘটনায় ওই সব এলাকাতেও আতঙ্ক ছড়ায়। খবর দেওয়া হয় সুন্দরবন পুলিশ জেলাকে। সুন্দরবন পুলিশ জেলা সূত্রে জানা যায়, তারা এরকম কিছু ঘটনা শুনেছেন বা দেখেছেন। খবর যায় উপকূল রক্ষী বাহিনী এবং নৌবাহিনীর কাছেও। যদিও পরবর্তী সময়ে সুন্দরবন পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ওই দিন গভীর রাতে ঝড়বৃষ্টির কারণে দমদমে একসঙ্গে অনেকগুলো বিমান অবতরণের কথা ছিল কিন্তু সেই সময় এয়ার ট্রাফিক সিগন্যাল বিকল

এরপর পাঁচের পাতায়

বর্ষার আগেই দুর্যোগের আশঙ্কা

সুন্দরবনে নদীবাঁধ সংস্কারে কতটা তৎপর প্রশাসন

কুনাল মালিক

বাংলায় এখনও বর্ষা ঢোকেনি, তার আগেই আবহাওয়া দপ্তর বাংলায় দুর্যোগের আশঙ্কা করছে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে আগামী ২৭ মে উত্তর বঙ্গোপোসাগরে একটি নিম্নচাপ জন্ম নিতে চলেছে। যেটি ২৮ মে ঘনীভূত হবে গভীর নিম্নচাপে। তার জেরে টানা এক সপ্তাহ ধরে বাংলায় ভারী বর্ষণের সম্ভাবনা আছে। সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসও দেখা দিতে পারে উপকূলবর্তী এলাকায়। সেই সঙ্গে আগামী ২৬ মে অমাবস্যার ভরা কোটালেরও সময় থাকছে। তাই সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস হলে সুন্দরবন এলাকার দুর্বল নদী বাঁধে তার কতটা প্রভাব পড়বে সে নিয়ে গভীর উদ্বেগে জেলা তথা রাজ্য প্রশাসন। সুন্দরবন এলাকার নদী বাঁধ সংস্কারের জন্য

এবছর রাজ্য বাজেটে সেচ দপ্তর ইতিমধ্যেই ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। যদিও তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। বর্তমানে সুন্দরবনের নদী বাঁধের কি হাল হকিকৎ জানার

এরপর পাঁচের পাতায়

ভূমি দপ্তরে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভূমি সংক্রান্ত যে কোনো কাজ করতে গেলেই ভূমি সংস্কার দপ্তরের দালালকে দিতে হচ্ছে মোটা অঙ্কের টাকা। সরাসরি কোনো পরিষেবা নিতে গেলে অযথা হয়রান করছে ভূমি সংস্কার দপ্তরের কর্মী ও আধিকারিকরা। এরই প্রতিবাদ জানিয়ে বাঁকুড়ার

খাতড়া

খাতড়া বিএলআরও দপ্তরে ভূমি সংস্কার দপ্তরে তালা ঝুলিয়ে প্রবল বিক্ষোভে ফেটে পড়ল আদিবাসীরা। বাঁকুড়ার খাতড়া ব্লক ভূমি সংস্কার দপ্তরের কর্মী আধিকারিকদের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরেই দুর্নীতির অভিযোগ উঠছিল। এবার সেই অভিযোগকে সামনে রেখে আন্দোলনে নামলো আদিবাসীদের সামাজিক

এরপর পাঁচের পাতায়

অবৈধ বিদেশি তাড়াতে বাংলা এখনও নিষ্ক্রিয়

নিজস্ব প্রতিনিধি : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক ইতিমধ্যেই সমস্ত রাজ্য তথা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে একটি সার্কুলেশন জারি করেছে, যেখানে বলা হয়েছে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে ভারতে থাকা অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশি এবং রোহিঙ্গাদের চিহ্নিত করে তাদের ডিটেকশন ক্যাম্পে রাখতে হবে এবং তাদেরকে ভারত সরকার বাংলাদেশ এবং মায়ানমারে 'ডিপোর্ট' করবে। অর্থাৎ অবৈধ বাংলাদেশি এবং রোহিঙ্গাদের তাদের নিজেদের দেশে ফেরত পাঠাবার ব্যবস্থা করবে ভারত সরকার। ইতিমধ্যেই এ ব্যাপারে বিএসএফ এবং অসম রাইফেলসের ডিজিদের চিঠি দিয়ে দিয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। সেই সঙ্গে সমস্ত রাজ্যের যারা উচ্চপদস্থ

ডেট লাইন ৩০ দিন

আধিকারিক আছেন তাদেরকেও যথেষ্ট ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এই সমস্ত অবৈধ বাংলাদেশি এবং রোহিঙ্গাদের চিহ্নিত করার জন্য। প্রতিটি রাজ্যের জেলা স্তরও পর্যাপ্ত ডিটেকশন ক্যাম্প করার জন্য বলা হয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের পক্ষ থেকে। প্রসঙ্গত, ভারতের স্বাধীনতার ৭৮ বছর পরে এমন কোন কড়া পদক্ষেপ নিতে দেখা গেল ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে। ইতিমধ্যেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দিল্লি, উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র, আসাম, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট, রাজস্থানে এই অবৈধ বাংলাদেশি এবং রোহিঙ্গাদের চিহ্নিতকরণ শুরু করে ডিটেকশন ক্যাম্পে রাখা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই ভারতের বিএসএফ এবং আসাম রাইফেলস প্লেনে করে এই সমস্ত অবৈধ বাংলাদেশিদের এবং রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশের কোন দ্বীপে কিংবা মায়ানমারের জলের মধ্যেই ছেড়ে দিয়ে এসেছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে বন্ধ ডিম, বিডিওকে স্মারকলিপি

নিজস্ব প্রতিনিধি: দুবরাজপুর ব্লকের চিনপাই গ্রামপঞ্চায়েতের নারায়ণপুর মুসলিমপাড়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে (কোড নং– ১৯৩৩৪০২০৪১২) ২৮ এপ্রিল থেকে প্রসূতি ও বাচ্চাদের খাবারে ডিম দেওয়া হচ্ছে না এবং সঠিক মানের খাবার দেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ উঠে। ঘটনার প্রতিবাদে ২১ মে তিন দফা দাবিতে দুবরাজপুর ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিককে স্মারকলিপি দিল ছাত্র সংগঠন ডিওয়াইএফআই। তাদের দাবি, বরাদ্দ প্রোটিন সমৃদ্ধ ডিম বন্ধ তার কারণ প্রকাশ্যে আনতে হবে, সংশ্লিষ্ট অধিকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং পরবর্তীতে এরকম ঘটনা যেন না ঘটে তার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ২০ মে সকালে ডিওয়াইএফআই বক্রেশ্বর লোকাল কমিটির সদস্য শেখ বুরহানের নেতৃত্বে পাড়ার মানুষজন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে যায়। বুরহান বলে, 'দীর্ঘদিন ধরে বাচ্চাদের ডিম দেওয়া হচ্ছে না। দুইমাস ধরে ব্লক থেকে কোনও টাকা পাঠানো হয়নি সেটা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মী জ্যোৎসনা বাউড়ী লিখিতভাবে আমাদের জানিয়েছে।' জ্যোৎসনা বাউড়ীকে ফোন করা হলে তার ছেলে শ্রীকৃষ্ণ বাউড়ী ফোন ধরে বলে, 'তিনমাস ধরে টাকা পাইনি। দোকানদার ধারে জিনিস দিতে চাইছে না।' তিনমাস ধরে টাকা পাওয়ার কথা খারিজ করে দিয়ে দুবরাজপুর ব্লকের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিশু উন্নয়ন প্রকল্প আধিকারিক(সিডিপিও) সঞ্জীবন বিশ্বাস বলেন, 'তিনমাস ধরে বাচ্চারা ডিম পাচ্ছে না সেটা আমাকে কেউ জানায়নি পর্যন্ত।' কর্মীর লিখিত দেওয়ার বিষয়ে তিনি বলেন, 'এটা অত্যন্ত অন্যায়। উনার কোনো সমস্যা থাকলে আমাকে জানাতে পারতেন।' তাদের দাবিগুলো খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক। নারায়পুর মুসলিমপাড়া অঙ্গনাওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মী এবং হেল্পারকে শোকজ করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

জালিয়াতির ফলে প্রকৃত পুনর্বাসন অধরা: অভিযোগ

অবৈধ দখলদার ও প্রাচীন গাছ যশোর রোড সম্প্রসারণে অন্তরায়

কল্যাণ রায়চৌধুরী

রাজ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি বেড়েছে যানবাহন। তুলনামূলকভাবে সড়ক ব্যবস্থার আজও উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন হয়ে ওঠেনি। এরই মধ্যে রাজ্য জুড়েই শুরু হয়েছে রাস্তা সম্প্রসারণের কাজ। উত্তর ২৪ পরগণার ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক অর্থাৎ কৃষ্ণনগর রোড, ৩৫ নম্বর জাতীয় সড়ক(যশোর রোড), টাকি রোড, ব্যারাকপুর রোডগুলিও রয়েছে সম্প্রসারণের তালিকায়।

তবে অন্যান্য রাস্তাগুলিতে সম্প্রসারণের কাজ থমকে রয়েছে। তার প্রধান কারণ এই রাস্তার দুপাশ জুড়ে রয়েছে বিশাল বিশাল বহু পুরনো গাছ। যশোর রোড একটি আন্তর্জাতিক সড়ক। বাংলাদেশের যশোর থেকে একেবারে কলকাতা পর্যন্ত বিস্তৃত জাতীয় সড়কটি। এই রাস্তাটি পেট্রাপোল স্থল বন্দর দিয়ে চলে গিয়েছে বাংলাদেশে। ১৯৭০–এর ভারত–পাকিস্থান যুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনী সড়কপথ হিসেবে মূলত: এই রাস্তাকেই ব্যবহার করে। বর্তমানে এই রাস্তা সম্প্রসারণের জন্য কেন্দ্রিয় অনুমোদন পেলেও পরিবেশ প্রেমীদের বাধায় তা ব্যাহত হয়।

এরপর পাঁচের পাতায়

পূর্বাঞ্চলীয় বিদ্যুতে ৪ হাজার কোটি বিনিয়োগ ব্রিটেনের

সুবীর পাল

২০২১ সালের নভেম্বর মাস। স্কটল্যান্ডের গ্লাসগোতে বসেছে আন্তর্জাতিক স্তরে আবহাওয়া পরিবর্তনজনিত সিওপি ২৬ সামিট। জি২০ পরিচালিত এই সম্মেলনে হাজির হয়েছিলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেখান থেকে তিনি বিশ্ববাসীকে তখন কথা দিয়েছিলেন, বর্তমান পরিস্থিতি থেকে শিল্পজাত কার্বণ ডাইঅক্সাইড নির্গমনের পরিমাণ ৪৫% কমিয়ে আনা হবে আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে। সেই বছর ভারতের কার্বন ডাইঅক্সাইড নির্গমনের পরিমাণ ছিল ১.৭৯ মেট্রিক টন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হল শেষ এক বছরের মাথায় এই পরিমাণ কমা তো দূর অস্ত, উল্টে বেড়ে গিয়েছে অতিরিক্ত ২%। এমন ভয়াবহ হতাশাজনক তথ্যটি দিয়েছেন সিইএসসি'র প্রাক্তন এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর (জেনারেশন) সুদীপ্ত মুখোপাধ্যায়।

এই বিপজ্জনক পরিসংখ্যানকে সমর্থন করে সিইএসসির ম্যানেজিং ডিরেক্টর (জেনারেশন) ব্রজেশ সিংহ বলেন, 'বছরের পর বছর ধরে পৃথিবীতে বৈশ্বিক উষ্ণতা বেড়েই চলেছে। এর আংশিক দায় ভারত এড়াতে পারে না। ৯০–এর দশক পর্যন্ত কয়লাজাত ভারি বিদ্যুৎ প্রকল্প ভারতে একছত্রভাবে গড়ে উঠেছে। আগামী ২০ বছর পর্যন্ত জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলিও হয়তো টিকে থাকবে। কিন্তু পরিবেশে এর একটা বিপদ সূচক নেতিবাচক প্রভাব রয়ে

গিয়েছে কার্বন ডাইঅক্সাইড নির্গমনের কাঠগড়ায়। ফলে পরিবেশকে বাঁচাতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য আশু আবশ্যক প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের সঙ্গে অত্যাধুনিক বিপণনের প্রণয়ন। সুতারাং সৌরবিদ্যুৎ, বায়ুবিদ্যুৎ, ভূ–তাপীয় বিদ্যুৎ, বায়োমাস বিদ্যুৎ, প্রাকৃতিক গ্যাসবিদ্যুৎ, পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রমূখ আজকের দিনে শিল্পক্ষেত্রের এক বৃহত্তর এজেন্ডা হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

ভারতের বিদ্যুৎ উৎপাদনের আশঙ্কা ও সম্ভাবনার এমন হাল হকিকৎ নিয়ে ২১ মে কলকাতায় এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সভার আয়োজন করেছিল স্থানীয় একটি বণিকসভা। সেই আসরে হাজির হয়েছিলেন কলকাতায় নিযুক্ত ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত অ্যানড্রিউ ফ্লেমিংও। তিনি অবশ্য এই আলোচনায় অংশ নিয়ে শোনালেন ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলে বিদ্যুৎ শিল্পের ক্ষেত্রে বিপুল পরিমাণ ব্রিটিশ বিনিয়োগের কথা। তিনি বলেন, 'ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলে অপ্রচলিত শক্তির উৎসজাত বিভিন্ন বিদ্যুৎ প্রকল্প গড়ার জন্য ব্রিটেন ৪০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে বলে মনস্থির করেছে। আমরা মেঘালয়, নাগাল্যান্ড ও অরুণাচল প্রদেশে একাধিক কমিউনিটি এনার্জি প্রোজেক্ট গড়ে তুলবো। তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গ সহ উত্তর পূর্বাঞ্চলের সমস্ত রাজ্যে ক্লিন মোবিলিটি সেন্টার এবং এনার্জি এক্সপোর্ট প্রজেক্ট দ্রুত নির্মাণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। ওড়িশায় একটি বৃহৎ মাপের বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পে ব্রিটিশ সরকার সরাসরি আর্থিক বিনিয়োগ করবে।' বিদ্যুৎ উৎপাদনে ভারতের ৭টি পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যে এমন ঢালাও পুঁজি নিবেশের প্রতিশ্রুতি দিতে গিয়ে ইংল্যান্ডের এই কূটনৈতিক আধিকারিক মন্তব্য করেন, 'ভারত হল ব্রিটেনের আদি ও অকৃত্রিম বন্ধু।

এরপর পাঁচের পাতায়

অর্থনীতি

শেয়ার বাজার বড় রেঞ্জের মধ্যে

সঞ্জয় দত্ত
শেয়ার বাজার বিশেষজ্ঞ ও
মিউচুয়াল ফান্ড ডিস্ট্রিবিউটর

গত সপ্তাহে শেয়ারবাজারে সূচক নিফটি সম্পর্কে আমরা বলেছিলাম ২৫২০০ থেকে ২৪০০০ এই রেঞ্জের মধ্যে বাজার থাকতে পারে এবং আমাদের নির্দেশনা অনুযায়ী এখনো পর্যন্ত বাজার সেই লেভেলের মধ্যে অবস্থান করছে। এই লেখা যখন লিখছি তখন বাজার ২৪৭৬০ এর কাছাকাছি এবং একটা বড় ঝড়ের পরে চারদিকে যেমন শান্ত হয়ে যায় ঠিক তেমনি বাজার একটা বড় রেঞ্জের মধ্যে অবস্থান করছে। ইদানিং নতুন করে কোভিড আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনার কথা বাজারে খুব জোরালো ভাবে এসেছে। যদিও তা এখনও বড় প্রভাব ফেলতে পারেনি তথাপি এই মারণ ব্যাধির ভয়ানক স্মৃতি থেকে মানুষ আজও মুক্ত হতে পারেনি। আর এর সাথে যুক্ত হয়েছে ইসরাইলের বিভিন্ন বক্তব্য যেগুলো ইরানের নিউক্লিয়ার ঘাঁটিগুলোর উপর আক্রমণ সংক্রান্ত। তাই বাজার বার বার উপরে যাওয়ার চেষ্টা করলেও সেটা দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে না। এই প্রেক্ষিতে আগামীদিনে ২৫২০০ এর উপর বন্ধ হওয়া একটা চ্যালেঞ্জের মতো মনে হচ্ছে যদিও অন্তত দুদিন যদি ২৫২০০ লেভেলের উপর বন্ধ হতে পারে তবে ২৫৮০০ পর্যন্ত চলে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রায় এক সপ্তাহের উপর গোল্ড এবং সিলভার ক্রমাগত নিচে আসার পর আবার উপরের দিকে যাত্রা শুরু করেছে। এই অনিশ্চয়তা কাঁচা তেলের ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে। সেখানেও দাম বাড়ার ইঙ্গিত। এমতাবস্থায় আগামী সপ্তাহে বাজারের সম্ভাব্য রেঞ্জ ২৫৪০০ থেকে ২৪২০০; বিভিন্ন কোম্পানিগুলোর রেজাল্ট প্রকাশ হচ্ছে তার উপর ভিত্তি করে কোম্পানি ভিত্তিক আলাদা আলাদা স্টকের দাম লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কোভিডের পরিস্থিতিকে মাথায় রেখে হেলথ কেয়ার কোম্পানিগুলোর স্টকের দামে মোমেন্টাম আসছে। ডিফেন্স স্টকগুলো লাগাতার বৃদ্ধি পাবার পরে এখন প্রফিট বুকিং চলছে। বড় কোন খবর না আসলে যে রেঞ্জ আমরা বলে দিয়েছি বাজার সেই রেঞ্জের মধ্যেই থাকার সম্ভবনা।

জেনে রাখা দরকার

বিখ্যাত প্রথম

মানব ইতিহাসে মানুষ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মাইল–ফলক সৃষ্টি করেছে। একদিকে প্রকৃতির বাধা অতিক্রম করা– তা সে এভারেস্ট শৃঙ্গ জয়ই হোক বা অন্তরীক্ষে উড়ান– অন্যদিকে নানান উদ্ভাবনী ক্ষমতা প্রদর্শনের উদাহরণ রয়েছে বিশ্ব ইতিহাস জুড়ে। এখানে তারই এক ঝলক।

মার্কিন পেটেন্ট

X000001
July 31, 1790
The United States
G Washington
Edm: Randolph

সময়: ১৭৯০
ফিলাডেলফিয়ার বাসিন্দা স্যামুয়েল হপকিন্স মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম পেটেন্টটি পান। তাঁর এই পেটেন্টের ডকুমেন্টে মার্কিন রাষ্ট্রপতি জর্জ ওয়াশিংটন, স্বরাষ্ট্র সচিব টমাস জেফারসন ও অ্যাটর্নি জেনারেল এডমন্ড র‍্যানডল্ফের স্বাক্ষর ছিল। হপকিন্স পটাশ ও পার্ল অ্যাশ তৈরির একটি প্রক্রিয়ার পেটেন্ট পান। পটাশ সার ও ডিটারজেন্ট হিসেবে এবং পার্ল অ্যাশ কাঁচ তৈরিতে ব্যবহৃত হত।

টিকা

সময়: ১৭৯৮
বিশ্বের প্রথম টিকা আবিষ্কারক এডোয়ার্ড জেনার স্মল পক্স বা বসন্ত রোগের টিকা আবিষ্কার করেছিলেন। অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগে যুক্তরাজ্যের প্রায় ১০ শতাংশ মানুষ বসন্ত রোগে মারা যান। এডোয়ার্ড জেনারকে টিকাকরণের জনক আখ্যা দেওয়া হয়। জেনারের আবিষ্কারই পরবর্তীকালে অন্যান্য রোগের টিকা তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। ১৯৭৯ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা হু বিশ্ব থেকে বসন্ত রোগ নির্মূল হয়েছে বলে ঘোষণা করে।

ব্যাটারি

সময়: ১৮০০
ইতালীয় পদার্থবিদ আলেসান্দ্রো ভোল্টা প্রথম সত্যিকারের এমন ব্যাটারি আবিষ্কার করেন যেটি এক নাগাড়ে বিদ্যুৎ সরবরাহে

সক্ষম। দস্তা ও তামা এবং লবণ ব্যবহার করে তিনি এক ভোল্টেইক পাইল নির্মাণ করেন। এই ভোল্টেইক পাইল থেকেই তৈরি হয় তাঁর ব্যাটারি।

ফটোগ্রাফ

সময়: ১৮২৬
ফরাসি ফটোগ্রাফার যোশেফ নিশেফোর নিপসে প্রথম ফটোগ্রাফটি নিয়েছিলেন বলে মনে করা হয়। এটি ছিল একটি জানলা থেকে দেখা দৃশ্যের ফটোগ্রাফ। **(চলবে)**

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃ শাস্ত্রী

২৪ মে – ৩০ মে, ২০২৫

মেষ রাশি : মানসিক অস্থিরতা বৃদ্ধি। চঞ্চলতা বৃদ্ধির দরুন কোন জিনিস কোথায় রাখছেন সে খেয়াল থাকবে না। সম্পত্তি নিয়ে গোলযোগের সম্ভাবনা। সন্তানের স্বাস্থ্য ভালো যাবে না। সন্তানের স্বাস্থ্য ও চাকরি নিয়ে সমস্যা বৃদ্ধি। সর্দি–কাশি বা ঠাণ্ডা লাগা জনিত রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা।
প্রতিকার : মঙ্গলবার, হনুমান দর্শন করুন ও বুঁদি চড়ান।

বৃষ রাশি : শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় সাফল্য। চাকরিতে সমস্যা। স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি। গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধি। নিকট আত্মীয়ের বিয়ের কথাবার্তা হয়ে ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা। সম্পত্তি নিয়ে গোলযোগ থাকলেও তা মিটে যাবে। তীর্থ ভ্রমণে যাওয়ার ইচ্ছা। আয়ভাব শুভ। আয়ের চেয়ে ব্যয় বৃদ্ধি।
প্রতিকার : ঘরের মহিলাদের বস্ত্র দান করুন।

মিথুন রাশি : স্বজনদের ব্যবহারে মানসিক অশান্তি বৃদ্ধি। সঞ্চিত ধন ব্যয় হওয়ার সম্ভাবনা। কিন্তু সন্তানের পড়াশোনায় শুভ ফল লাভে সম্ভাবনা। মান–সম্মান হানির সম্ভাবনা। ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধির সম্ভাবনা। সতর্কতার সঙ্গে রাস্তায় চলুন। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি। অর্জিত আয় পেতে বিলম্ব।
প্রতিকার : ঘরের মা, বোনকে চুরি ভেট দিন।

কর্কট রাশি : দাম্পত্য মনোমালিন্য বৃদ্ধির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার সম্ভাবনা। চাকরি ক্ষেত্রে উন্নতি ও শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। হঠাৎ অন্য কোনো ক্ষেত্র থেকে অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। সন্তান থেকে সুখ। সন্তানের কৃতিত্বে খুশির জোয়ার। ধর্মে–কর্মে ব্রতী ও ঈশ্বরানুরাগী হয়ে উঠবেন। পদোন্নতিতে বাধা, আয়ভাব শুভ।
প্রতিকার : প্রতত্র রাত্রে শোয়ার আগে দুধ পান করুন।

সিংহ রাশি : ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। চাকরি পেলেও তার স্থায়িত্ব নিয়ে চিন্তার কারণ রয়েছে। ব্যবসায় আশানুরূপ ফল পেতে বিলম্ব। বিবাহে বাধা। অন্য কোনো ক্ষেত্র থেকে অর্থপ্রপ্তির সম্ভাবনা। চক্ষু পীড়া, পায়ের সমস্যা, ডায়াবিটিস প্রভৃতি রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা।
প্রতিকার : ভগবান বিষ্ণুর আরাধনা করুন।

কন্যা রাশি : অন্যমনস্কতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বা দ্রব্যাদি হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। চাকরিতে শুভ ফল লাভ। বিবাহে বাধা। সম্পত্তি নিয়ে গোলযৌগের সম্ভাবনা। আয় ভাব শুভ। কর্মোন্নতির সম্ভাবনা। পদোন্নতিতে বাধা এলেও তার সুরাহা হওয়ার সম্ভাবনা। স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা।
প্রতিকার : ঘরে একটি গাছ লাগান।

তুলার রাশি : হঠকারী সিদ্ধান্ত থেকে বিরত থাকুন। ধনাভাব শুভ হওয়ায় আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঞ্চয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। প্রিয়জনদের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। চাকরিতে উন্নতির সুযোগ রয়েছে। বেকারদের চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা। কর্মোন্নতির সুযোগ রয়েছে।
প্রতিকার : শ্রী সুক্তের পাঠ করুন।

বৃশ্চিক রাশি : ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। তবে সন্তান থেকে সুখ পাবেন। আরামপ্রিয় হয়ে উঠবেন। মান–সম্মান বৃদ্ধি। চাকরিতে সমস্যা বৃদ্ধি। উচ্চশিক্ষায় সাফল্যে ও গবেষণায় সাফল্যে বাধা। স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা। পুঁজি বিনিয়োগে ঝুঁকি রয়েছে। পদোন্নতিতে বাধা এলেও তা কাটিয়ে উঠবে। আয়ভাব শুভ।
প্রতিকার : হনুমানকে সিঁদুর চড়ান।

ধনু রাশি : স্বজনের আচরণে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। সঞ্চিত অর্থের অপব্যয় হওয়ার সম্ভাবনা। বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। আর্থিক দিক দিয়ে সমৃদ্ধির সম্ভাবনা। সম্পত্তি ক্রয় হবার সম্ভাবনা। স্বাস্থ্য নিয়ে সমস্যা বৃদ্ধি। পেশাদারি কর্ম বা ব্যবসায় কিন্তু সাফল্য হওয়ার সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে সুনাম বৃদ্ধি। রোগের প্রকোপ। আয়ের সঙ্গে ব্যয় বৃদ্ধি।
প্রতিকার : কোনো পুজারীকে বস্ত্র দান করুন।

মকর রাশি : মানসিক দিক দিয়ে বিপর্যস্ত হওয়ার সম্ভাবনা। সম্পত্তি নিয়ে মামলা–মোকদ্দমা পর্যন্ত হতে পারে। দাম্পত্য মনোমালিন্য বৃদ্ধি। চাকরিতে সাফল্যে বাধা ও ব্যবসায় অগ্রগতিতে বিলম্ব। শরীর স্বাস্থ্য ভালো যাবে না। ভ্রমণ না করাই শ্রেয়। উচ্চ শিক্ষায় সাফল্যে বাধা। পদোন্নতিতে বাধা। আর্থিক কষ্ট থাকলেও ঈশ্বরের আশীর্বাদে সমস্ত কষ্ট থেকে রেহাই পাবেন।
প্রতিকার : ঘর বা অফিসের কর্মচারী বা চাকরদের আর্থিক সাহায্য।

কুম্ভ রাশি : স্বজনের নিকট সব রকম সাহায্য মিলতে পারে। কর্মক্ষেত্রে ষড়যন্ত্রের শিকার হলেও তা থেকে রেহাই পাবেন। কোনো রোগের প্রকোপ বৃদ্ধিতে শয্যাগত হওয়ার সম্ভাবনা। ব্যবসায় প্রসারে বাধা হলেও তা কাটিয়ে উঠবে। সন্তান থেকে সুখ বৃদ্ধি। আর্থিক দিক দিয়ে অনেকটা সাবলম্বী হবেন। পদোন্নতির সম্ভাবনা। গুরুজনদের জন্য স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় হতে পারে।
প্রতিকার : রাধা–কৃষ্ণের আরাধনা করুন।

মীন রাশি : বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে আর্থিক সাহায্য বা দ্রব্যাদি পাওয়ার সম্ভাবনা। প্রিয়জনের মতামত নিয়ে তবে কোনো কার্যে সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রয়োজন। চাকরিতে শুভ ফল লাভের সঙ্গে পদোন্নতির সুযোগ আসতে পারে। ব্যবসার ক্ষেত্রে শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। ভ্রমণের ক্ষেত্রে শুভ ফল লাভ। রোগ হলেও তা থেকে আরোগ্যের সম্ভাবনা। রাস্তাঘাটে সাবধানে চলাফেরা করুন।
প্রতিকার : পাখিদের জন্য খাপে সাতটি আলাদা ধরনের অন্ন দিন।

বিজ্ঞপ্তি

সভা, সাহিত্যসভা, সেমিনার, বই প্রকাশ, সিডি প্রকাশের জন্য
আপনাদের অপেক্ষায়
হিন্দ্ সংঘ
যোগাযোগ
৮৫৮২৯৫৭৩৭০

বিজ্ঞপ্তি

কম খরচে পাত্র–পাত্রী, কর্মখালি, টেন্ডার নোটিশ সহ ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন দিতে যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দপ্তরে। ইমেলেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

প্রতিরক্ষা সংস্থায় ১৩৫ চাকরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ভান্ডারা: ইতার্সি অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি কেমিক্যাল প্রসেস ওয়ার্কার ট্রেডে ১৩৫ জন লোক নিচ্ছে আই.টি.আই. থেকে অ্যাটেন্ড্যান্ট অপারেটর (কেমিক্যাল প্ল্যান্ট) ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশরা কোনও অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরিতে সংশ্লিষ্ট ট্রেডে অ্যাপ্রেন্টিসশিপ করে থাকলে আবেদন করার জন্য যোগ্য। বয়স হতে হবে ৩১–৫–২০২৫"এর হিসাবে ১৮ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি.রা ৩ বছর বয়সে ছাড় পাবেন। বেসিক পে ১৯,৯০০ টাকা। শূন্যপদ: ১৩৫টি (জেনাঃ ৫৮, ও.বি.সি. ১৪, তঃজাঃ ২৩, তঃউঃজাঃ ৩৬, ই.ডব্লু.এস. ৪)। ১ বছরের ট্রেনিং। যা আরো ৪ বছর পর্যন্ত বাড়তে পারে। প্রার্থী বাছাই হবে ট্রেড টেস্ট বা, প্র্যাক্টিক্যাল টেস্ট–এর মাধ্যমে। ট্রেড টেস্টে থাকবে ১০০ নম্বর। মেধা তালিকা তৈরির সময় আই.টি.আই. কোর্সে পাওয়া নম্বর ও প্র্যাক্টিক্যাল টেস্টে পাওয়া নম্বর দেখা হবে। দরখাস্ত করবেন নির্দিষ্ট ফর্মে। দরখাস্তের ফর্ম ডাউনলোড করতে পারবেন এই ওয়েবসাইট থেকে: https://munitionsindia.in/career. দরখাস্তের সঙ্গে দেবেন বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, কাস্ট সার্টিফিকেটের স্ব–প্রত্যয়িত নকল আর নিজের সই করা ২ কপি পাশপোর্ট মাপের ফটো (দরখাস্তের নির্দিষ্ট জায়গায় সেঁটে)। দরখাস্ত–ভরা খামের ওপর লিখবেন Application for the post of Tenure Based CPW Personnel on Contract Basis, দরখাস্ত পৌঁছনো চাই ৩১ মে"র মধ্যে। এই ঠিকানায় : The Chief General Manager, Ordnance Factory, Itarsi, District: Narmdapuram, Madhya Pradesh, Pin–461 122.

শিক্ষাব্যবস্থায় জাতীয় নিরাপত্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের 'জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান' রাষ্ট্রীয় রক্ষা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ২২ মে কলকাতা প্রেস ক্লাবে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিষয়ক শিক্ষাব্যবস্থার কথা জানায় অরুণাচল প্রদেশের পাসিঘাট ক্যাম্পাসের। উদ্দেশ্য হল আদর্শ বহুবিষয়ক শিক্ষা, গবেষণা ও প্রশিক্ষণের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা যার মূল ক্ষেত্রগুলি হল পুলিশ–ব্যবস্থা, ফরেনসিক বিজ্ঞান, সাইবার ক্রাইম তদন্ত, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা এবং সংযুক্ত শাখাসমূহ। বিশ্ববিদ্যালয়ে শুরু হতে চলেছে একাধিক জাতীয় নিরাপত্তা–কেন্দ্রিক পাঠক্রম—যার মধ্যে স্নাতক, স্নাতকোত্তর, ডিপ্লোমা, পিজি ডিপ্লোমা ও পিএইচডি অন্তর্ভুক্ত। বিষয়গুলির মধ্যে সাইবার সিকিউরিটি, ফরেনসিক সায়েন্স, পুলিশ শাসন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এই পাঠক্রমগুলির উদ্দেশ্য দক্ষ পেশাদার গড়ে তোলা যারা বর্তমান ও ভবিষ্যতের নিরাপত্তায় বিঘ্ন মোকাবিলায় পারদর্শী। গবেষণা আধিকারিক ঋদ্ধি ব্যানার্জি পশ্চিমবঙ্গের অপরাধ পরিসংখ্যানের প্রেক্ষিতে ফরেনসিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পেশাদারদের অপরাধ প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো ভাইস–চ্যান্সেলর ড. কলপেশ এইচ. ওয়ান্দ্রা জানান, 'বর্তমানে রাষ্ট্রীয় রক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ে পশ্চিমবঙ্গের ৩৫ জন ছাত্রছাত্রী পড়ছেন।'পাসিঘাট ক্যাম্পাসের ডিরেক্টর ইন–চার্জ অবিনাশ খারেল জানান, 'জাতীয় নিরাপত্তা ও সুরক্ষার লক্ষ্যে তরুণ প্রজন্মকে দক্ষতার সঙ্গে গড়ে তোলা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান উদ্দেশ্য।'

পরম্পরা

বনবিবির মেলায়

সুখেন্দু হীরা

সকাল ৬ টার সময় কলকাতা থেকে রওনা দিলাম। সাত সকালে সোনারপুরের মানিকপুরে বন্ধু অনুপের বাড়িতে হানা। প্রাতরাশ সেরে বেরোলাম সকাল ৮ টা নাগাদ। বন্ধু ও বন্ধুপুত্র সঙ্গ নিল। বারুইপুর বাইপাস, খোদার বাজার, বারুইপুর ফ্লাইওভার, গোচরণ, দক্ষিণ বারাসাত মানে কুলপী রোড বরাবর চললাম। বহড়ু এসে বামদিকে অভিমুখ নিল গাড়ি। কুলপী রোড ছেড়ে দিলাম। এক– জয়নগরের যানজট এড়াব, আর দুই– ময়দা কালীবাড়ির সামনে থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগণার বিখ্যাত গবেষক ও সংগ্রাহক উজ্জ্বল সরদার আমাদের সঙ্গী হবেন। বুড়োর ঘাটে এসে জয়নগর জামতলা রোড ধরলাম।

নিমপীঠ আশ্রম, কানকাটা মোড় হয়ে বকুলতলা নতুনহাটে এসে গাড়ি থমকাল। আদি অনন্তকাল থেকে দেখে আসছি বকুলতলা নতুন হাটের যানজট। যার মধ্যে প্রধান কারণ থাকে অতি বুদ্ধিমান বাঙালি রাস্তার ধারে মোটরসাইকেল রেখে দোকানে বা হাটে সদয় করে। এক্ষুনি তো চলে যাব, তার জন্য সময় নষ্ট করে কেন পার্কিং প্লেসে গাড়ি রাখতে যাই। এর জন্য অনেকটা সময় আমি বাঁচালাম। 'টাইম ইজ মানি'। তাই বেশ কিছু টাকা সাশ্রয় করে ফেললাম। কিন্তু এর জন্য অন্যলোকের সময়রূপ টাকার ক্ষতি হলেও, কোনও অপচয় নেই আমার।

এসব কথা চিন্তা করতে করতে কখন প্রিয়র মোড় পেরিয়ে গেছি খেয়াল করিনি। জামতলার যানজটে চিন্তাজাল ছিন্ন হল। জামতলা পেরোলেই নাকে একটা নোনা গন্ধ লাগে। ঢুকে পড়েছি সুন্দরবনের অন্দরে। পেটকুলচাঁদ ব্রীজ পেরোলে মনে হয় ঢুকে পড়েছি বিখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগারের ডেরায়, দক্ষিণরায়ের রাজত্বে। দক্ষিণরায় হলেন ব্যঘ্রদেবতা। আর বাঘ থেকে রক্ষাকারী দেবী হলেন বনবিবি। আমরা আজ চলেছি বনবিবি মেলায়।

আজ ২৯ বৈশাখ, এই মাসের শেষ মঙ্গলবার। সুন্দরবন জুড়ে এই দিনটা বনবিবির পুজোর দাগা দিন। অনেক জায়গায় বনবিবি পূজা হলেও পূজা ঘিরে উৎসব ও মেলা হয় কুলতলি ব্লকের মৈপীঠ–বৈকুণ্ঠপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে নগেনাবাদ গ্রামে। বাঘমামার নিরন্তর আনাগোনার কারণে মৈপীঠ নামটা বহু লোকের পরিচিত। নগেনাবাদের বোসেরঘেরিতে হয় এই মেলা। আর বনবিবির পূজা হয় বোসেরঘেরির পাশে দিয়ে বয়ে চলা মাকড়ি নদীর ওপারে আজমলমারি ফরেস্টে। আজমলমারি–৩ জঙ্গলের মধ্যে এই বনবিবির মন্দির। যার স্থানীয় নাম বৈঠাভাঙ্গা জঙ্গল।

গুগল ম্যাপে দেখছিলাম এই মাকড়ি নদীটা বেরিয়েছে পশ্চিমে ঠাকুরাণ নদী থেকে, তারপর পেটকুলচাঁদ ব্রিজের তলা দিয়ে এসে চিতুরি ফরেস্ট অফিসের কাছে মাতলার এক শাখার সঙ্গে মিশেছে। তারপর মাতলা ও ঠাকুরাণের মাঝখানের ভূমি চিরে একে বেঁকে নেমে গেছে দক্ষিণে, ওপারে সব জায়গায় এর নাম মাকড়ি নেই। কোথাও চিতুরি কোথাও হাতামারি। তারপর নগেনাবাদের বনবিবি মন্দিরের পাশে এসে একটি শাখা মাতলায় গিয়ে মিশেছে। আর একটা শাখা আরও দক্ষিণে গিয়ে ঠাকুরাণে মিশেছে। নগেনাবাদের কাছে নদীর বাঁকটা অনেকটা কানের মাকড়ির মত। এইজন্যই কি নদীটার নাম এখানে মাকড়ি?

মধুসূদনপুর, সানকিজাহান ছাড়িয়ে পেটকুলচাঁদ ব্রিজ পেরিয়ে মধ্য গুরগুড়িয়া, ভুবনেশ্বরী বাজার ছাড়িয়া শনিবারের বাজার। এখানেই গাড়ি থামাতে হবে বনবিবির মেলা দেখতে হলে। এখান থেকে ৪ কিমি পূর্বে নাগেনাবাদ গ্রামের বোসেরঘেরি পাড়া। সেখান থেকে নৌকায় পেরোতে হবে মাকড়ি নদী। বোসেরঘেরি যাওয়ার জন্য আছে টোটো, অটো ও ভ্যানো অর্থাৎ মেকানাইজড ভ্যান। চাইলে লাট অঞ্চলের বাদাবনের গ্রাম দেখতে দেখতে হেঁটে যাওয়া যেতে পারে।

বোসেরঘেরিতে কোনও ঘাট নেই। তাই কাদা মেখে, নোনা জলে ভিজে ফেরি নৌকায় উঠতে হয়। শুধু আজকের দিনের জন্য ফেরির অনুমতি আছে। ফেরির পারানি নেই। মেলা কর্তৃপক্ষ এই নৌকার আয়োজন করে থাকেন।

ওপারে বৈঠাভাঙ্গা জঙ্গলেও ঘাট নেই। সেখানেও জঙ্গলের কাদা–মাটির মধ্যে নামতে হবে। তারপর ম্যানোগ্রোভ জঙ্গলের মধ্যে লবণাম্বু উদ্ভিদের উত্তুঙ্গ শিকড়ের খোঁচা খেতে খেতে এগিয়ে যেতে হবে বনবিবি মায়ের মন্দিরে।

আমরা অবশ্য শনিবারের বাজারে থাকলাম না। আমরা এগিয়ে গেলাম আড়াই কিমি দূরে সোমবারের ঘাটে। সেখান থেকে ছাড়ছে স্পেশাল লঞ্চ। যার পেটে ও পিঠে বোঝাই হচ্ছে লোক। দিতে হবে ৩০ টাকা দক্ষিণা। এই লঞ্চগুলো নামিয়ে দেবে বৈঠাভাঙ্গা জঙ্গলে। এখান থেকে ওঠার একটা লাভ ওঠার সময় জুতো খুলে জলে কাদা মাখতে হচ্ছে না। ওপারে নামার সময় জুতো হাতে নিয়ে নেওয়া যাবে।

আমাদের লঞ্চ এগিয়ে চলল মাকড়ি নদী বেয়ে। নদীর পশ্চিম ধারের বিভিন্ন নির্ধারিত ও অনির্ধারিত ঘাট থেকে ছাড়ছে নানা আকারের নৌকা। আজ সমস্ত মাছ ধরার নৌকো, ছিপনৌকা সব জুটেছে ভক্তদের ওপারে নিয়ে যেতে। বিভিন্ন খাড়ি থেকে নৌকা বেরিয়ে মিশছে মাকড়ি নদীর নৌকার ভিড়ে। যত বোসেরঘেরি বা বৈঠাভাঙ্গার দিকে এগোচ্ছি তত নৌকার আধিপত্য বাড়ছে। নাগেনাবাদে কাছে এত নৌকার চলাচল হচ্ছে, দেখে মনে হচ্ছে যেন দ্রুতগতির কোনও ভিডিও চলছে। নদীর বুকে সে এক অপূর্ব দৃশ্য। সোমবারের ঘাট ও বোসের খেড়িমারে শ্মশান ঘাট থেকেও নৌকা ছাড়ছে।

বৈঠাভাঙ্গা জঙ্গলে মন্দিরের কাছে অনেকগুলো লঞ্চ, নৌকা লেগে আছে। নৌকার লোকজন তাড়াতাড়ি নামার চেষ্টা করছে এবং তাতে ওঠার জন্য হুড়োহুড়ি করছে অনেক লোক। সে এক জগাখিচুড়ি অবস্থা। ভয় হচ্ছে দুর্ঘটনা না ঘটে যায়। তার মধ্য আমাদের লঞ্চ ভেড়াল হেঁতালের জঙ্গলে। পদার্পণ করলাম বনবিবির জঙ্গলমহলে। আসার পথে দেখছিলাম মাকড়ি নদীর পূর্ব পার বরাবর নাইলনের জাল খাটানো। যাতে ব্যাঘ্ররায় নদী টপকে ঢুকতে না পারে মৈপীঠে। তাতেও কি আটকানো যায় তাকে। মৈপীঠে বাঘ ঢোকাটা নিত্য–নৈমিত্যিক ব্যাপার।

নদীর ধার থেকে সামান্য দূরে বনবিবি মাতার মন্দির। মাঝের জায়গাটা পুরো লোকে লোকারণ্য। তার মাঝেও বসে গেছে নানা পসরা, তার মধ্য পুজোর প্রসাদ বা ভোগের ডালার দোকান বেশি। নেমেই প্রথমে পেয়েছিলাম ঘুগনি–মুড়ি, আর চপ বিক্রির দোকান। বেঞ্চের উপর বসে খাওয়ার দিব্যি ব্যবস্থা আছে। পৃথিবীর সমস্ত পূজার আগে পেট পূজা, এটাই উপলব্ধি হল।

মন্দিরে পূজা দেওয়ার লম্বা লাইন। লাইনে অপেক্ষমান ভক্তদের জিনিসপত্র গছানোর চেষ্টা চলছে বিক্রেতাদের। বাঁশি, ভেঁপু, জলের বোতল, ভুট্টাপোড়া সবই প্রায় পাওয়া যাচ্ছে। এক ভদ্রলোক বনবিবি মায়ের ছবি এবং একটি বনবিবি পূজা নামে পুস্তক বিক্রি করছে। ভদ্রলোকের নাম দুলাল জানা। তিনিই লেখক। উজ্জ্বলবাবু দুটো করে সংগ্রহ করলেন। ভালোই হল এখানের পূজোর ইতিহাস সম্পর্কে জানা যাবে। কিন্তু বনবিবি মায়ের কথা এক পৃষ্ঠার কম বরাদ্দ রেখে বাকি ১৩ পৃষ্ঠায় নিজের উপলব্ধি ও দার্শনিকতার কথা লিখেছেন; সেগুলো অবশ্য ফেলনা নয়।

প্রশাসনিক সহায়তায় মায়ের দর্শন মিলল। বললাম পূজা দেব না, শুধু দর্শন করব। বনবিবি মা শুধু একা নেই। মায়ের সর্ব দক্ষিণে অর্থাৎ আমাদের সর্ববামে মা গঙ্গা, তারপর মা মনসা, কালী, বিশালাক্ষী, বনবিবি, শাহ জঙ্গলি, গাজীসাহেব, ছাওয়াল পীর। বিশালাক্ষী ব্যাঘ্র বাহনা, ভেবেছিলাম ইনিই বনবিবি। তারপর বনবিবির পায়ের কাছে মোরগ দেখে ভুল ভাঙ্গে। অনেক মূর্তিতে দেখেছি মা বনবিবি মুরগির পিঠে আসীন থাকেন। দড়মার বেড়া ও অ্যাসবেসটসের ছাদের চারচালা মন্দির। চালে অসংখ্য মোরগ–মুরগি ঘুরে বেড়াচ্ছে। এসব ভক্তরা মায়ের নামে ছেড়ে দিয়েছেন। ভক্তদের মানত পূর্ণ হলেই এসব ছেড়ে থাকেন। অনেক পোল্ট্রির মুরগিও নিয়ে এসেছেন।

কী অদ্ভুত পরম বিশ্বাস নিয়ে ভক্তরা কত কষ্ট করে এখানে এসেছেন। বনবিবি দেবীর মাহাত্ম্য নয়, জনসাধারণের বিশ্বাস দেখে মন পুণ্যে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। মানুষের ওপর বিশ্বাস হারানো পাপ, আর মানুষের বিশ্বাস দেখে পুণ্য। ভক্তদের মধ্য হিন্দু–মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের লোক আছে। বনবিবির উঠানে ছুটে আসা লোকদের মধ্যে সিংহভাগ সুন্দরবন অঞ্চলের জলের কুমির আর জঙ্গলের বাঘের সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকা মানুষ। বছরভর দক্ষিণ রায়ের পোশ্যের সঙ্গে লড়াই করে যাদের বাঁচতে হয়, তারা তাদের রক্ষাকর্ত্রী বনবিবি মায়ের কাছে একদিন কৃচ্ছসাধন করে আসবেন না?

আমরা এবার ফিরে চলি। কসরত করে আবার লঞ্চে উঠলাম। ম্যাপে দেখছিলাম মাকড়ি নদীর ধারে দু তিনটে জায়গায় বনবিবির মন্দির। শুনলাম আজ সবগুলোতেই পূজা। আমরা উত্তর দিকে ভুবনেশ্বরী উল্টোদিকের জঙ্গলে বনবিবির মন্দিরে গেলাম এখানের পরিবেশ গা ছমছমে। কারণ এখানের নীরবতা। সেখানে প্রচুর লোক হই চই, ফলে বাঘের সেদিকে ঘেঁসার সম্ভাবনা কম। এখানে গুটি কয়েক লোক। মন্দিরের তিনদিকে জাল দিয়ে ঘেরা। একদিকে নদী। নদীবেয়ে, কাদা মাড়িয়ে উঠে এলাম মন্দিরে।

এখানে একবার এসে উজ্জ্বলবাবু বাঘের সদ্য পদচিহ্ন দেখেছিলেন। ব্যঘ্ররায়ও নদীপথেই এসেছিলেন। পিছনে জেনারেটর চলছে দেখে সাহস এলো বুকে। জেনারেটরের যান্ত্রব শব্দে বাঘমামা বুঝি এমুখো হবেন না। জেনারেটর চালিয়ে মাইক বাজানো হচ্ছে। বোধহয় এটা বাঘ তাড়ানোর কৌশল। মাইকে মন্ত্রচারণের শব্দ। এখানেও অন্যান্য দেবদেবী আছেন। **(ক্রমশ)**

শব্দবার্তা ৩৪৪

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি
১। জ্বলন্ত চিতায় প্রবেশপূর্বক জীবন বিসর্জন ৪। বিষ্ণু, রমেশ ৫। নিকুঞ্জ ৭। শ্রেষ্ঠ মনিব ১০ তোপ ১১। রাষ্ট্রের গঠন ও পরিচালনার নিয়মতন্ত্র।

উপর–নীচ
১ । সম্মতি ২। অপেক্ষা, সবুর ৩। বাণসমূহ ৬। লাল পতাকা ৮। রান্নাঘর ৯। পাবান।

সমাধান : ৩৪৩
পাশাপাশি : ১। সক্ষম ২। দাপট ৪। ভাবনা ৫। দাসখত ৭। রফা ৯। তপ ১২। হরতাল ১৪। জড়িত ১৫। কফিন ১৬। সানাই।
উপর–নীচ : ১। সফেদা ২। দানাদার ৩। টনক ৪। ভাত ৬। সমেত ৮। ফাকতা ১০। পরিজন ১১। খাতক ১২। হত ১৩। লড়াই।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে
৯৮৭৪০১৭৭১৬

শিক্ষক সঙ্কটে বন্ধ ভর্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিক্ষক সঙ্কটের জেরে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি নেওয়া বন্ধ করলো বীরভূম জেলার মুরারই ২ নং ব্লকের জাজিগ্রাম এসএ উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই ব্লকের জাজিগ্রাম পঞ্চায়েতের একমাত্র জাজিগ্রাম উচ্চমাধ্যমিক এসএ বিদ্যালয়ে ২০২৫ শিক্ষা বর্ষে একাদশ শ্রেণীতে শিক্ষক সঙ্কটের কারণে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা বন্ধ আছে। ফলে চরম সমস্যায় পড়েছে ওই পঞ্চায়েত এলাকার ১২টি গ্রামের মানুষজন। ওই পঞ্চায়েতে জাজিগ্রাম এসএ উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় ছাড়া কোন বিদ্যালয় নেই। সেই বিদ্যালয় থেকে যেসব পড়ুয়া মাধ্যমিক পাশ করেছে তারা ওই বিদ্যালয়ের একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হতে না পারায় চরম সমস্যার সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। আশেপাশে উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে মিত্রপুর ও পাইকরে। সেখানকার গরিব ঘরের ছেলে মেয়েদের ৮/১০ কিমি সাইকেল করে সেইসব স্কুলে যেতে হবে। যাদের টাকার জোর আছে তারা বেসরকারি স্কুলে গিয়ে ভর্তি হচ্ছে। জাজিগ্রাম বিদ্যালয়ের টিআইসি বলেন, 'এই বিদ্যালয়ের শূন্যপদ ২৭ কিন্তু শিক্ষক ছিল ১২ জন, প্যারাটিচার ৩ জন। সুপ্রিম কোর্টের রায়ে বাতিল হয়েছে ৩ জন ফলে বিদ্যালয়ে শিক্ষক আছে ৯ ও প্যারাটিচার ৩ জন। একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে কোন শিক্ষক নেই। ফলে শিক্ষকের অভাবে ছাত্রছাত্রী একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি করতে সমস্যা দেখা দিয়েছে। এই ঘটনা গতবার থেকে চলছে। বর্তমানে বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা প্রায় ২৫০০। এখন তো ৩ জন শিক্ষকের উপর মামলা চলছে পরে কি হবে জানি না। তবে এখন স্কুলে ছুটি চলছে।' অন্যদিকে, নলহাটি ২ নং ব্লকের শীতলগ্রাম পঞ্চায়েতের প্রসাদপুর উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অবস্থা অনুরূপ। অভিভাবকদের চাপে সেখানে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি চলছে। সেই বিদ্যালয়ের টিআইসি পলাশ রায় বলেন, 'শিক্ষক ছিল ৭জন। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১৩৮৭। চাকরি বাতিল হচ্ছে ৩ জন শিক্ষকের। এখন ৪ জন ফর্ম্যাল শিক্ষক এবং প্যারাটিচার ৩ জন নিয়ে চলছে বিদ্যালয়ের পঠনপাঠন। তবে শিক্ষক নিয়োগ না হলে চরম সমস্যা হবে।

ক্রাইম ডেস্ক

ভুয়ো প্রতিবন্ধী সার্টিফিকেট

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : মোটা অঙ্কের টাকার বিনিময়ে হাসপাতালে থেকে প্রতিবন্ধী সার্টিফিকেট করে দেওয়ার অভিযোগে অসাধু এক মহিলাকে আটক করল পুলিশ। এমন ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ২০ মে দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে। অসাধু মহিলাকে আটক করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। জানা গেছে, দেড় হাজার টাকার বিনিময়ে এক মহিলাকে হাসপাতাল থেকে প্রতিবন্ধী সার্টিফিকেট করিয়ে দেওয়ার জন্য বলেছিলেন রেশমা। সেই মতো মঙ্গলবার হাসপাতাল চত্বরে ঘুরছিলেন। এমনকী জনৈক মহিলাকে ডেকে এনেছিলেন রেশমা। ঘটনাটি নজরে পড়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের। তাকে ধরে অসংলগ্ন কথাবার্তা শুনে হাসপাতালের তরফে খবর দেওয়া হয় পুলিশে। পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয় অসাধু মহিলাকে। মহিলার বাড়ি জীবনতলার কালিকাতলা এলাকায়। মহিলার সঙ্গে আর কেউ জড়িত রয়েছে কিনা খুঁজে মহিলাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। অন্যদিকে, ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের সুপার ডাঃ পার্থ সারথী ক্যাল বলেন, 'অসাধু এক মহিলাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। তাছাড়াও হাসপাতালের মধ্যে অবাঞ্ছিত কোনও ঘটনা যাতে না ঘটে সেজন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।'

ভরদুপুরে সোনার দোকান লুট

নিজস্ব প্রতিনিধি, বারুইপুর : ভরদুপুরে কর্মচারীর হাত–পা বেঁধে চম্পাহাটিতে সোনার দোকানে লুট দুষ্কৃতীদের। জানা যায়, ২১ মে দুপুরবেলায় সোনারপুর থানার চম্পাহাটি এলাকার স্বর্ণ ব্যবসায়ী অজয় মণ্ডল কর্মচারী শম্ভুনাথ চৌধুরির হাতে কিছুক্ষণের জন্য দোকানের দায়িত্ব ছেড়ে গিয়ে ঘণ্টাখানেক বাদে দোকানে ফিরে এসে দেখেন সব উধাও। অভিযোগ, তার দোকান থেকে দুষ্কৃতীরা প্রায় ৪০ লক্ষ টাকার সোনার গয়না লুঠ করেছে। অভিযুক্তদের খোঁজে তদন্ত শুরু করেছে সোনারপুর থানার পুলিশ। অভিযোগ, সেই সময়ে দোকানের সামনে দুটি মোটরবাইকে ৩ দুষ্কৃতী এসে দোকানে ঢুকে লুটপাট চালাতে শুরু করে। শম্ভুনাথ তাদের বাধা দিলে দুষ্কৃতীরা তাঁকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে। তার হাত–মুখ বেঁধে দেয়। অভিযোগ, লুঠপাটের পর দোকানের সিসিটিভি ফুটেজের হার্ডডিস্ক খুলে নিয়ে যায় তারা। আহত অবস্থায় শম্ভুনাথকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনাস্থলে তদন্তে যান সোনারপুর থানার পুলিশ ও বারুইপুর জেলা পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, 'দুষ্কৃতীদের প্রত্যেকের মাথায় হেলমেট ছিল। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। আশেপাশের দোকানের সিসিটিভি ফুটেজও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।' এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

ডেঙ্গু দিবস উপলক্ষে সাফাই অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, গঙ্গাসাগর : ১৬ মে জাতীয় ডেঙ্গু দিবস উপলক্ষে কপিল মুনির আশ্রমের সামনে সাফাই অভিযানে নামলেন ব্লক প্রশাসন। দক্ষিণ ২৪ পরগণার গঙ্গাসাগরের কপিলমুনির আশ্রমে কাছে হাজার হাজার পুণ্যার্থী আসে মনস্কামনা পূরণের আশায়। কেউবা ছুটি কাটাতে কেউ আবার আসে পরিবারকে নিয়ে বেড়াতে। তাদের ফেলে দেওয়া প্লাস্টিক ও ময়লা জমতে থাকে এই কপিলমুনির আশ্রম চত্বরে। আজ জাতীয় ডেঙ্গু দিবস উপলক্ষে ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে স্কুলের ছাত্র–ছাত্রীদের নিয়ে কপিল মুনির আশ্রম চত্বরে অভিযান করেন। উপস্থিত সমাজসেবী–শিক্ষক পলাশ দাস জানান, আজ আমরা একত্রিত হয়ে ছাত্রছাত্রীদের সাফাই অভিযানে নেমে সমাজের বুকে বার্তা দিলাম। এই পবিত্র বেলাভূমিতে হাজার হাজার পুণ্যার্থী আসে তাদের মধ্যেও আমরা এই বার্তা ছড়িয়ে দিলাম।

গরম পড়তেই জলের সংকট বারুইপুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বারুইপুর : গরম পড়তেই পানীয় জলের সংকট শুরু হয়ে গিয়েছে বারুইপুরে। কয়েক মাস ধরে বারুইপুর পুর এলাকায় ক্রমশ তীব্র হচ্ছে জলসঙ্কট। কল থেকে জল পড়ছে সরু হয়ে। রিজার্ভার ভরছে না। প্রশাসনের সব স্তরে অভিযোগ জানিয়েও কোনো সুরাহা হচ্ছে না। এর পাশাপাশি, অমৃত প্রকল্পের কাজের কারণে পাইপ বসানোর জন্য রাস্তা খোঁড়া হয়েছে। ফলে রাস্তার অবস্থা শোচনীয়। যেখানে সেখানে গর্ত। তাতে জল জমে আছে। সামনেই বর্ষা। তখন ভোগান্তি আরও চরমে উঠবে বলে আশঙ্কা। অভিযোগ, এই দুই বড় সমস্যা সমাধানে কোনও হেলদোল নেই পুরসভার। তবে এ বিষয়ে বারুইপুর পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান গৌতম কুমার দাস বলেন, বৃষ্টির পাম্প নিয়ে কাজ দ্রুত সমাধানের চেষ্টা করা হচ্ছে। ডোঙারিয়া থেকে এখানে জল আসতে মাঝে মধ্যে সমস্যা হচ্ছে। রাস্তার বিষয়টিও দেখা হচ্ছে। তবে এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগ। সূত্রে জানা গেল, ডোঙারিয়া থেকে জল সরবরাহ ঠিকই আছে। কোনও অসুবিধা হচ্ছে না। বারুইপুরে কেন সমস্যা হচ্ছে তা বারুইপুর পুরসভার দেখা উচিত। বারুইপুর পুরসভার ১৭টি ওয়ার্ডের অধিকাংশ জায়গাতেই এই তীব্র গরমে পানীয় জলের সমস্যা চরম আকার নিয়েছে। পুর নাগরিকরা মনে করছেন এর জন্য দায়ী অমৃত প্রকল্পের কাজ। পাইপলাইন বসানোর জন্য খোঁড়াখুঁড়ি হচ্ছে ফলে দেখা দিয়েছে সমস্যা। বারংবার খোঁড়াখুড়ির জন্য তিনমাস ধরে সমস্যা বড় আকার নিয়েছে। ১, ২, ৩, ৪, ৬, ১০, ১১, ১৩, ১৪, ১৫, ১৭ নম্বর ওয়ার্ডে জলের সমস্যা সর্বাধিক। বাসিন্দাদের অভিযোগ, কাউন্সিলার থেকে 'দিদিকে বলো'তে অভিযোগ জানানো হয়েছে। তবে কোনও কাজ হয়নি। কল থেকে ঠিকমতো জল পড়ছে না বলে প্রতিদিন টিউবওল থেকে বালতি করে রিজার্ভারে জল ভরতে হচ্ছে।

জেলায় গর্ভবতী কিশোরীর সংখ্যা ১২ হাজার! উদ্বেগজনক

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং : নাবালিকা বিয়ে বন্ধ করার জন্য স্কুল ছাত্রীদের একাধিক প্রকল্প রয়েছে রাজ্য সরকারের। এছাড়াও প্রশাসনের তরফে সচেতনতার প্রচার করা হয়। পাশাপাশি বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাও প্রচার চালাচ্ছেন। তাসত্বেও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় বাল্য বিবাহের সংখ্যা কিছুতেই রোধ করা যাচ্ছে না। যা নিয়ে উদ্বিগ্ন জেলা প্রশাসনও। সম্প্রতি প্রশাসনিক রিপোর্টেই উঠে এসেছে এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। প্রশাসন সূত্রের খবর, ২০২৩–২০২৪ সালে যেখানে দক্ষিণ ২৪ পরগনা স্বাস্থ্য জেলায় কিশোরী গর্ভবতীর সংখ্যা ছিল প্রায় ১৪ হাজার, এবারে সেই সংখ্যাটা প্রায় সাড়ে ১২ হাজার। পরিসংখ্যানের দিক থেকে দেড় হাজার কম, যা সাফল্য বলে মনে হলেও বিষয়টি স্বস্তিজনক নয় বলেই মত প্রশাসনের। প্রশাসন সূত্রের খবর, জেলার মধ্যে ক্যানিং মহকুমা এলাকার বাসন্তী, গোসাবা, ক্যানিং, জীবনতলায় বাল্য বিবাহের প্রবণতা সবচেয়ে বেশি। এছাড়াও জয়নগর ও কুলতলি, মথুরাপুর, মগরাহাট এলাকাতেও এই প্রবণতা রয়েছে। এক্ষেত্রে বর্ধমান, বীরভূম মডেল ফলো করা হবে কিনা, তা নিয়েও প্রশাসনিকস্তরে চর্চা শুরু হয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা স্বাস্থ্য জেলার মুখ্য আধিকারিক ডাঃ মুক্তিসাধন মাইতি বলেন, 'গতবারের তুলনায় এবারে জেলায় গর্ভবতী কিশোরীর সংখ্যা কিছুটা কমলেও পরিসংখ্যান উদ্বেগজনক। এ ব্যাপারে আরও বেশি করে সচেতনতামূলক শিবিরের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।' প্রশাসন সূত্রের খবর, নাবালিকা বিয়ে ঠেকাতে প্রত্যন্ত গ্রামে গ্রামে সচেতনতার প্রচার করা হয়েছিল। তখনই প্রশাসনের তরফে এলাকার কিছু শিক্ষক, সাধারণ মানুষের নম্বর নেওয়া হয়। খবর জানানোর জন্য তাঁদের দেওয়া হয়েছিল প্রশাসনিক নম্বরও। কি ভাবে কি কি করতে হবে, তা আগ্রহী মানুষকে পরে হাতে কলমে বোঝানোও হয়েছিল। তার ফল স্বরূপ, কোথাও সানাইয়ের সুর কানে এলেই সঙ্গে সঙ্গে খবর যাচ্ছিল প্রশাসনের কাছে। ফলে জেলায় বাল্যবিবাহ অনেকখানি রোধ করা গিয়েছে। গোপন খবরের জন্য স্থানীয়দের কাজে লাগিয়ে সুফলও পেয়েছে সংশ্লিষ্ট দুটি জেলার প্রশাসন। সূত্রের খবর, একই পথে হাঁটতে পারে দক্ষিণ ২৪ পরগণা স্বাস্থ্য জেলাও। তবে প্রশাসনের এক কর্তার কথায়, আমরা চেষ্টা করছি। কিন্তু মানুষকেও সচেতন হতে হবে। তা না হলে এই প্রবণতা বন্ধ করা কোন মতেই সম্ভবপর নয়।

বাল্যবিবাহ রুখতে ধর্ম গুরুদের নিয়ে আলোচনা

অরিজিৎ মণ্ডল, ডায়মন্ড হারবার : বাল্যবিবাহ এবারে ধর্ম গুরুদের নিয়ে বৈঠক করলেন ডায়মন্ড হারবার থানার আইসি সহ ডায়মন্ডহারবার একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা শক্তি বাহিনী। বাল্যবিবাহ রুখতে কন্যাশ্রী, যুবশ্রী, সবুজ সাথীর মতন প্রকল্প চলছে, কিন্তু বাল্যবিবাহ থামছে না। বিয়ের সময় আধার কার্ডের বয়স বা তার জন্ম তারিখ না দেখেই পুরোহিত কিংবা মৌলবী কম বয়সে মেয়েদের বিয়েও দিয়ে দিচ্ছে সমাজের এতে অনেকটাই বড় ক্ষতি হচ্ছে। তাই ডায়মন্ড হারবার বিধানসভা এলাকায় পুরোহিত এবং মৌলবীদের নিয়ে একটি সেমিনারের মধ্যে বলা হয় যারা বিয়ে দেয় তাদের সচেতন হতে হবে, সব্বর জানাতে হবে পুলিশকে।

প্রোমোটারি নয়, শিল্পের জমিতে শিল্পই হবে : সৌমিত্র খাঁ

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাঁকুড়া জেলার ওন্দা ব্লকের দেশবাঁধে শিল্পের নামে অধিগৃহীত জমিতে প্রোমোটারি শুরু হওয়ার গুঞ্জনে সরগরম রাজনৈতিক মহল ও কৃষক সমাজ। বিষ্ণুপুর লোকসভার বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ সামাজিক মাধ্যমে ছবি সহ পোস্ট করে অভিযোগ করেছেন, শিল্পের নামে নেওয়া জমি তৃণমূলের মদতে প্রোমোটারদের হাতে তুলে দিয়ে প্লট করে বিক্রি করা হচ্ছে। তিনি স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন, প্রোমোটারি নয়, শিল্পের জমিতে শিল্পই হবে। প্রয়োজনে আন্দোলনে নামবে বিজেপি। এদিকে, পাল্টা অবস্থান নিয়েছে তৃণমূলও। ওন্দা তৃণমূল সভাপতি জানান, 'আমরা পূর্বঘোষিত কর্মসূচী অনুযায়ী শিল্পের জমিতে শিল্পই চাই, প্রোমোটারি নয়।' তাদেরও আন্দোলনে নামার প্রস্তুতি চলছে বলে জানান তিনি। জমি দেওয়া কৃষকরাও বিক্ষুব্ধ। তাদের অভিযোগ, শিল্পের স্বার্থে কম দামে জমি ছেড়ে দিয়েছিলাম আমরা। এখন সেই জমিতে শিল্প না হয়ে চড়া দামে প্লট বিক্রি হলে তা মেনে নেওয়া হবে না। তাদের দাবি, জমিতে শিল্প স্থাপন না হলে জমি ফিরিয়ে দিতে হবে, নতুবা বৃহত্তর আন্দোলন হবে। প্রায় দুই দশক আগে গড়ে ওঠা সার কারখানা এই বছর ধরে পরিত্যক্ত। বর্তমানে সেই জমিতে প্রোমোটারদের তৎপরতা চোখে পড়ায় ক্ষোভ দানা বাঁধছে। সাংবাদিকরা প্রশ্ন করলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ক্যামেরা দেখে হুমকির সুরে কথা বলেন। যদিও স্থানীয় দেখভালের দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিদের দাবি, 'প্লট নয়, জমি পরিষ্কার করা হচ্ছে মাত্র।'

রাস্তা সংস্কারের দাবি

সঞ্জয় চক্রবর্তী, হাওড়া : হাওড়া ডোমজুড় দক্ষিণ ঝাঁপড়দহ লালবাড়ি থেকে জগদ্ধাত্রী মাঠের কাছ দিয়ে শিবতলা পর্যন্ত এই রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরে সংস্কারের অভাবে যাতায়াতের অনুপযুক্ত হয়ে পড়েছে। পিচের প্রলেপ উঠে গর্তে পরিণত হয়েছে। এই রাস্তা দিয়ে মূলত ছোট গাড়ি যাতায়াত করে। স্থানীয়দের দাবি প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই রাস্তাটি অতি দ্রুত সংস্কার করা না হলে এই বর্ষায় রাস্তাটি আরও খারাপ হয়ে যাবে। তখন যাতায়াত করতে আরও অসুবিধা হবে সকলের। তাই সকলে প্রশাসনের কাছে রাস্তাটি সংস্কার করার জন্য আবেদন জানান।

'ফিরে পাওয়া'র মাধ্যমে দমদম জিআরপির মোবাইল ফেরত

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিয়ালদহ এসআরপি'র অন্তর্গত দমদম জিআরপি থানা। সম্প্রতি এই থানায় আইসি হয়ে এসেছেন সঞ্জীব দাস। তার নেতৃত্বে দমদম জিআরপির থানার পক্ষ থেকে 'ফিরে পাওয়া' শীর্ষক একটি অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। এদিনের এই অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন মানুষের খোওয়া যাওয়া বা চুরি যাওয়ার পর অভিযোগের ভিত্তিতে, উদ্ধারকৃত ৩৫টি মোবাইল তাদের প্রকৃত মালিকদের হাতে দমদম জিআরপি থানার পক্ষ থেকে তুলে দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিয়ালদহ ডিভিশনের ডেপুটি পুলিশ সুপার অরুপ রায়চৌধুরী, দমদম জিআরপির আইসি সঞ্জীব দাস, দমদম আরপিএফ থানার এসআই রবি সিং সহ দমদম জিআরপির অন্যান্য পুলিশ ও সিভিক কর্মীবৃন্দ।

কারখানার ছাই দিয়ে তৈরি হচ্ছে রাস্তা, বিক্ষোভ স্থানীয়দের

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাঁকুড়া ২ নম্বর ব্লকের সোনাদহ থেকে অমরকানন এই ২২ কিলোমিটার রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পড়েছিল। লাগাতার স্থানীয়দের দাবি মেনে অবশেষে সেই রাস্তা সম্প্রসারণ ও নতুন করে নির্মানের জন্য প্রায় ২২ কোটি টাকা অর্থ বরাদ্দ করে এসআরডিএ। কাজও শুরু হয়। আর তাতেই গণ্ডগোলের সূত্রপাত। স্থানীয়দের দাবি রাস্তা সম্প্রসারণের কাজে মাটি, পাথর ও বালির মিশ্রণ ব্যবহারের কথা থাকলেও অবাধে স্থানীয় একটি কারখানার বর্জ্য ছাই ব্যবহার করা হচ্ছে। কিছুক্ষেত্রে তাতে মেশানো হচ্ছে পুকুরের পাঁকও এমনটাই অভিযোগ। নিয়ম মানের এই সামগ্রী ব্যবহারের ফলে রাস্তা নতুন করে নির্মাণ করা হলেও তা দ্রুত বেহাল হয়ে পড়বে বলে আশঙ্কা। বিষয়টি নিয়ে স্থানীয়রা বারে বারে অভিযোগ জানালেও কর্তৃপক্ষ কোনো ব্যবস্থা নেয়নি বলে অভিযোগ। স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ ঠিকাদার ব্যপক অঙ্কের কাটমানি দেওয়াতেই সব জেনে শুনেও নির্বিকার কর্তৃপক্ষ। স্থানীয় শাসক থেকে বিরোধী দলের নেতৃত্ব সকলেই চাইছেন রাস্তা নির্মাণে সঠিক মানের সামগ্রী ব্যবহার নিশ্চিত করা হোক। ঠিকাদার সংস্থার আধিকারিকরা কাটমানির অভিযোগ উড়িয়ে দিলেও প্রাথমিকভাবে রাস্তা নির্মাণের সামগ্রী হিসাবে কারখানার ছাই ব্যবহারের অভিযোগ মেনে নিয়েছে। তবে সংস্থার দাবি পরিবর্তিতে এসআরডিএ–এর তরফে নিষেধ করায় ওই সামগ্রী এখন আর ব্যবহার করা হচ্ছে না।

সিঁদুরের সাফল্যে তেরঙ্গা যাত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর ২৪ পরগণার বসিরহাট সচেতন নাগরিক মঞ্চের উদ্যোগে ১৯ মে বসিরহাট শহরে অনুষ্ঠিত হয় তেরঙ্গা যাত্রা। এদিনের এই তেরঙ্গা যাত্রায় উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য কমিটির সদস্য তাপস মিত্র, জেলা সভাপতি সুকল্যাণ বৈদ্য, প্রাক্তন জেলা সভাপতি তাপস ঘোষ সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। যার প্রেক্ষাপট ছিল কাশ্মীরের পহেলগাঁওতে সাধারণ পর্যটকদের উপর নৃশংস জঙ্গি হামলা ও পাকিস্তানি সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের 'অপারেশন সিঁদুর'।

নজরদারির অভাবে ফের ফিরেছে পলিব্যাগ

পাপিয়া সরকার, পূর্ব বর্ধমান : চক্রানিনাদই সার! প্রশাসনিক নজরদারির অভাবে পরিবেশে ক্ষতিকারক নিষিদ্ধ পলিব্যাগ আবারও ফিরে এসেছে। রাস্তাঘাট, হাটবাজার, দোকানপাট সর্বত্রই নিষিদ্ধ পলিব্যাগের রমরমা চোখে পড়ছে। পলিব্যাগের জঞ্জাল পরিবেশের মারাত্মকভাবে ক্ষতি করে। সেই কারণে চল্লিশ মাইক্রনের নিচে যেকোনও পলিব্যাগ তথা ক্যারিব্যাগকে কেন্দ্রীয়ভাবে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়। পরিবেশের স্বার্থে এধরনের পলিব্যাগ পুনরায় ব্যবহারের উপযোগী (রিসাইক্লিং) করে তোলা যায় না। নিষিদ্ধ প্লাস্টিক তথা পলিব্যাগ কেনাবেচা সর্বত্রই এই নির্দেশ তো রয়েছেই এবং এই নির্দেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণেরও বিধান আছে। সেই নির্দেশের কড়াকড়ি সহ নজরদারির ধাক্কায় বেশ কিছুদিন মার্কেট থেকে নিষিদ্ধ পলিব্যাগ উধাও হয়ে গিয়েছিল। তখন ব্যবসাদার থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ সকলেই বাধ্য হয়েই বিকল্পপথ অবলম্বন করত। একসময় পলিব্যাগের প্রবল ধাক্কায় কাগজের ঠোঙা, প্যাকেট কার্যত কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল। প্রশাসনিক নজরদারিতে পলিপ্যাকের বাজার মন্দা হতেই ফের কাগজের ঠোঙা, কাপড় কিংবা চটের ব্যাগ, প্যাকেটের ব্যবহার বেড়ে যায়। কিন্তু, অসদুপায়ী ব্যবসায়ীদের হাত ধরে নিষিদ্ধ পলিব্যাগ ফিরে এসেছে। সামনেই বর্ষা। তখন এই পলিব্যাগের দাপটে পাড়ায় পাড়ায় নিকাশিনালা গুলি মজে গিয়ে ব্যাপক সমস্যা সৃষ্টি করবে। যেখানে সেখানে জল জমে মশা, মাছির উপদ্রব ঘটাবে। তাই এধরনের নিষিদ্ধ পলিব্যাগ যেখানে উৎপাদন সহ মজুতকরণ হচ্ছে সেখানে আগে ধারাবাহিক অভিযান চালাতে হবে। শুধু হাটবাজারে নজরদারি চালিয়ে নিষিদ্ধ পলিব্যাগের রমরমা আটকানো যাবে না।

বিদ্যুৎহীনতায় পানীয় জলের হাহাকার চাঁপদানীতে

মলয় সুর, হুগলি: গরমে অসহনীয় ভোগান্তির পাশাপাশি ভদ্রেশ্বরে বিভিন্ন জায়গায় পানীয় জলের সংকট চরমে ওঠে। সকাল থেকে একটানা বিদ্যুৎ না থাকার কারণে জলের পাম্প চালাতে পারেননি পৌরকর্মীরা। ফলে একসময় পানীয় জলের হাহাকার চরমে ওঠে। পানীয় জল নেওয়ার হুড়োহুড়ি পড়ে যায় কলগুলিতে। ভদ্রেশ্বরে চাঁপদানি পৌরসভার ২১ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত অশোকনগর এলাকায় এখানে দিনভর লোডশেডিং থাকায় জল মেলেনি বাসিন্দাদের। স্থানীয় শিক্ষক বিন্দা যাদব বলেন, 'কলের জল সরু হয়ে পড়ছে। একটা বালতি ভরতে ১ ঘণ্টা সময় লাগছে।' পুরসভার ২১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মনিকা পাল বলেন, 'প্রচণ্ড গরমের কারণে জলের চাহিদা বেড়ে গিয়েছে। পর্যাপ্ত জল যাতে সরবরাহ করা যায় তা ব্যবস্থা করবে পুরসভা। তবে কয়েকটি এলাকায় দেখা যাচ্ছে অসাধু মানুষ পাম্প বসিয়ে অতিরিক্ত জল টেনে নিচ্ছেন। ফলে অন্য বাড়িতে জল পৌঁছচ্ছে না। কোথায় কোথায় এইভাবে জল চুরি হচ্ছে তা খতিয়ে দেখবে পুরসভা।' তীব্র গরম, অনাবৃষ্টি তার উপর লোডশেডিং ও পানীয় জলের সমস্যায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন নাগরিকরা। নাগরিক স্বার্থের জন্য এই সমস্যা মেটানো খুব শীঘ্রই প্রয়োজন।

রিসোর্ট মালিকের থেকে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ

সৌরভ নস্কর, সাগর: ভ্রমণ পিপাসু বাঙালির কাছে কলকাতা লাগোয়া ভ্রমণের অন্যতম ডেস্টিনেশন মৌসুনী দ্বীপ। এখানে ছোট বড় অনেক রিসোর্ট গড়ে উঠেছে। রিসোর্ট মালিকের কাছ থেকে তোলাবাজি না দেওয়ায় মিথ্যা মামলা দেওয়ার অভিযোগ উঠল ফ্রেজারগঞ্জ থানার ওসির বিরুদ্ধে। কলকাতা হাইকোর্টের মামলা দায়ের করে মৌসুনী দ্বীপের রিসোর্ট মালিক। রিসোর্ট মালিকের অভিযোগের ভিত্তিতে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ সুন্দরবন পুলিশ জেলার পুলিশ সুপারকে গোটা ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দেন। অভিযোগ, ওই রিসোর্ট মালিকের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা দাবি করে ফ্রেজারগঞ্জ থানার বেশ কিছু যুবক। টাকা দিতে অস্বীকার করায় মিথ্যা মামলা দায়ের করে তাদের ফাঁসানো হয়েছে, একাধিকবার জেলা প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানানোর পরেও কোনওরূপ সুরাহা হয়নি। উল্টে পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে রিসোর্ট কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে জমি দখলের অভিযোগ কখনো বা বেআইনিভাবে জমি ঘিরে রাখার অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। এবিষয়ে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশ সক্রিয় হয়ে এফআইআর করলেও কোনও প্রমাণ দেখাতে পারেনি। ফ্রেজারগঞ্জ থানার ওসির সঙ্গে তাদের হোয়াটস অ্যাপ চ্যাটের বিবরণ ও অন্যান্য আরও সকল ডকুমেন্টস হাইকোর্টে জমা করেন। সম্প্রতি বেলেঘরিয়া এক্সপ্রেসওয়েতে পুলিশের তোলাবাজি ও অভিযুক্ত সিভিকের কান ধরে ওঠবোস করার ভিডিও সোশাল মিডিয়ায় সোরগোল ফেলে দিয়েছিল শহরবাসীর মধ্যে। যার ফলে বিড়ম্বনায় পড়তে হয়েছিল ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটকে। এবার হাইকোর্টের দ্বারস্থ হওয়া ফ্রেজারগঞ্জের আইসির এই মামলায় নতুন এক বিড়ম্বনায় পড়তে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ। ৮ সপ্তাহের মধ্যে সুন্দরবন পুলিশ জেলার পুলিশের পক্ষ থেকে কলকাতা হাইকোর্টে রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে বিচারক।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২৪ ৫০ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫১ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের। — সম্পাদক

রেশন অফিসে পয়সা না দিলে কাজ হচ্ছে না

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

বিধিবদ্ধ রেশন এলাকার বিভিন্ন রেশন অফিসে দুষ্টচক্র গড়ে উঠেছে। পয়সা ছাড়া সোজাপথে কোন কাজ হয় না। জনসাধারণের অভিযোগ, নতুন রেশন কার্ড পেতে হলে, এক জায়গায় কার্ড জমা দিয়ে অন্যত্র কার্ড পেতে হলে অথবা হয়রানি করা হয়। এই মর্ম্মে বেহালা রেশন অফিসের বিরুদ্ধে এক অভিযোগ এসেছে আমাদের দপ্তরে। অভিযোগে প্রকাশ, টালিগঞ্জের ২৬ নম্বর উপেন্দ্রকৃষ্ণ মণ্ডল লেনের বাসিন্দা শ্রীরামকৃষ্ণ শর্ম্মা বাসা পরিবর্তন করে বড়িষায় আসেন। তাঁর বর্তমান ঠিকানা হচ্ছে ৫৪/৪/১ বীরেন রায় রোড (পূর্ব) কলিকাতা–৮; শ্রীশর্ম্মা গত ২৬/৪/৭৫ তারিখে রিজেন্ট পার্কে অবস্থিত টালিগঞ্জ এলাকার রেশন অফিসে তাঁর রেশন কার্ড জমা দেন। কার্ড নম্বর হচ্ছে–জি–১০৫৩৪০–৪৪, ফলিও নম্বর ৮৮৭–৮৯১ এবং জমা দেবার রসিদ নম্বর ১৭৫৭; জানা গেল, বেহালা রেশন অফিসে কার্ড দিবার তারিখ ছিল গত ৬/৫/৭৫। কিন্তু নির্দিষ্ট তারিখে রেশন কার্ড না পেলে শ্রীশর্ম্মা বেহালা রেশন অফিসের আর ওর সঙ্গে দেখা করে অসুবিধার কথা বলেন। অফিসার জানালেন, বিনা তদন্তে রেশন কার্ড দেওয়া হবে না অভিযোগে প্রকাশ, বেহালা রেশন অফিসের সাব ইনস্পেকটর শ্রীসন্তোষ কুমার হালদার বিনা পয়সায় তদন্ত সম্পর্কিত কাজ করেন না। আরও জানা গেল, হতভাগ্য নাগরিক শ্রীশর্ম্মা ফ্রি স্কুল স্ট্রীটে খাদ্য দপ্তরের সদর অফিসে গত ১২/৫/৭৫ তারিখে ধর্ণা দেন। ভারপ্রাপ্ত অফিসার টেলিফোনে যোগাযোগ করলেন বেহালা অফিসে। কথাবার্তা হলো অনেক। আশ্বাস দিয়ে শর্ম্মাকে বেহালা অফিসে পাঠালেন। কিন্তু ফল কিছুই হয়নি। শর্ম্মা আজও বিনা রেশনে সপরিবারে দিন কাটাচ্ছে। শর্ম্মার কাতর আবেদন–ইউনিট পিছু ১০ টাকা ঘুষ আমি গরীব মানুষ কোথা থেকে দেবো?

৯ম বর্ষ, ২৪ মে ১৯৭৫, শনিবার, ২৬ সংখ্যা

দুর্ঘটনা

অটো ও মারুতির মুখোমুখি সংঘর্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বারুইপুর : ২০ মে সকালে বারুইপুর থানার ধপধপির চাঁদখালি এলাকায় অটো ও মারুতি ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত হন ৬ জন। জানা যায়, গোচরণ থেকে একটি অটো পাঁচজন যাত্রী নিয়ে বারুইপুর যাচ্ছিল অপর দিকে বারুইপুর দিক থেকে একটি মারুতি গাড়ি গোচরণের দিকে যাচ্ছিল। ঠিক ধপধপির চাঁদখালি এলাকায় আচমকা দুর্ঘটনাটি ঘটে। আর তাতে করে অটোর চালক সহ ছয়জন আহত হয়। স্থানীয়রা তাদের বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে একজনের অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়। আহতরা হল–অটোচালক সুভাষ মণ্ডল(৩৮), নাজিম উদ্দিন ঘরামি (৩৮) সুরাইয়া বিবি (৪০) সম্রাটি চক্রবর্তী (৩২) রাজু মোল্লা (৪৯) সুশান্ত কর্মকার।

মহেশতলায় বালি বোঝাই ট্রাকের তলায় বালকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, মহেশতলা: ২২ মে দুপুর সাড়ে ১২ টা নাগাদ মহেশতলা পৌরসভা এলাকার ৩০ নম্বর ওয়ার্ডের ফুলবাগানের উজ্জ্বল মণ্ডল নামে এক ১২ বছরের বালকের মাথার উপর দিয়ে একটি বালি বোঝাই ট্রাক চলে গেলে ঘটনাস্থলেই ওই বালকের মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। ক্ষিপ্ত জনগণ ঘাতক লরিটিকে ধাওয়া করে ধরে ফেলে এবং ব্যাপক ভাঙচুর চালায়। তারপর ঘটনাস্থলে আসে মহেশতলা থানার পুলিশ এবং বিশাল র‍্যাফ। ক্ষুব্ধ জনগণের দাবি ছিল অবিলম্বে লরির মালিককে ঘটনাস্থলে আনতে হবে। ঘটনার কিছুক্ষণের মধ্যেই মহেশতলা থানার পুলিশ ঘাতক লরিটির চালক এবং খালাসীকে গ্রেপ্তার করে। স্থানীয় মানুষজনের অভিযোগ ছিল চালক এবং খালাসী দুজনেই মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালাচ্ছিল। এলাকার বাসিন্দাদের আরও অভিযোগ এই সংকীর্ণ রাস্তা দিয়ে বড় বড় ট্রাক যাতায়াত করে। রাস্তায় স্পিড ব্রেকার বসাবার দাবি থাকলেও প্রশাসন তাতে কর্ণপাত করেনি। বেশ কিছুক্ষণ অবরোধ উত্তেজনার পর পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

স্কুলে যাওয়ার রাস্তায় আবর্জনা স্তূপ

নিজস্ব প্রতিনিধি : মুরারই গৌরাঙ্গিনী বালিকা বিদ্যালয়ে যাওয়ার রাস্তার চরম বেহাল অবস্থা, এলাকাবাসীদের অভিযোগ, রাস্তার উপর নোংরা আবর্জনা, মদের বোতল পড়ে থাকে। গার্লস স্কুলের সামনে মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিকের ছাত্রীরা স্কুলে আসছে নোংরা ডিঙিয়ে। এখানে পাড়ার ছোট ছোট শিশুরা খেলাধুলা করতো সেটাও সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। প্রশাসনে অভিযোগ করেও কোনও সুরাহা হয়নি। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, এই ডাস্টবিন সরিয়ে নেওয়া হোক কারণ পাড়ার লোকের অনুমতি ছাড়া এখানে ডাস্টবিনটা বসানো হয়েছে। মুরারই গ্রামপঞ্চায়েত এই বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৯ বর্ষ, ৩০ সংখ্যা, ২৪ মে – ৩০ মে, ২০২৫

পড়ুয়া শূন্য

সম্প্রতি উঠে এসেছে একটি দুর্ভাগ্যজনক পরিসংখ্যান। রাজ্যের ৩৪৮টি সরকারি বিদ্যালয় পড়ুয়ার শূন্য হয়ে পড়েছে। খাস কলকাতারই ১১৯টি বিদ্যালয়ের এই হাল হয়েছে। আগামী দিনে হয়তো কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও এর প্রভাব কমবেশি পড়বে। বিদ্যালয়গুলির মধ্যে প্রাথমিক উচ্চ প্রাথমিক এবং হাই স্কুলেও রয়েছে। রাজ্যের সরকারি শিক্ষার এই হাল একদিনে হয়নি। ধাপে ধাপে বেসরকারি স্কুলের রমরমা এর অন্যতম একটি কারণ বলে তথ্যভিজ্ঞ মহল মনে করছে। ভালো-মন্দ বাদ বিচার না করে ব্যাঙের ছাতার মত অসংখ্য ইংরেজি মাধ্যম স্কুল কলেজ এবং ইউনিভার্সিটি গড়ে ওঠায় ঐতিহ্যবাহী বিদ্যালয়ে গুলিতে ঝাঁপ পড়তে শুরু করেছে। সামগ্রিকভাবে এর প্রভাব বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর সরাসরি পড়ছে। শিক্ষাকে দ্রুত পণ্য বানিয়ে ফেলার প্রতিযোগিতায় ভারতের মধ্যে এগিয়ে বাংলা। করোনা পর্বের পর সাধারণ নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত বাঙালির মধ্যে শিক্ষা সম্পর্কে কিছুটা অনীহার মূল কারণ চাকরি–বাকরির অনিশ্চয়তা। চূড়ান্ত বেকারত্ব বিশেষ করে মেধাবী ছাত্র–ছাত্রীরা যখন দিনের পর দিন রাজপথে ধরনায় দিন কাটায় এর প্রভাব অভিভাবক থেকে ছাত্র ছাত্রীদের মনস্তত্ত্বে প্রভাব পড়ে। শিক্ষা সংবিধানের যৌথ তালিকায় আছে। দুপুরের মিড ডে মিল, পোশাক বইপত্র ইত্যাদি সরকারি স্কুলে দেওয়া হয় অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত। তবু ছাত্র–ছাত্রী কমে যাওয়ার আরো অনেকগুলি কারণ উঠে এসেছে। সার্বিকভাবে শিক্ষক নিয়োগে ঘাটতি, সঠিক বদলি ও শিক্ষানীতির ভারসাম্যহীনতা, এবং পরিকাঠামগত উন্নয়ন এর অপ্রতুলতা ছাত্র–ছাত্রী এবং অভিভাবকদের ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের প্রতি আকৃষ্ট করছে। বাধ্য হয়ে বহু সরকারি বাংলা মাধ্যম স্কুল পাশাপাশি ইংরেজি মাধ্যম চালু করেছে। হাতেগোনা কিছু হিন্দি ও নেপালি বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যাও ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ের শিক্ষার হাতছানিতে। রাজ্যের কর্পোরেট হাউস গুলিও দুহাতে বেসরকারি শিক্ষার প্রমোটিং এ এগিয়ে। প্রচারে প্রসারে ইংরেজি মাধ্যম বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি পারস্পরিক মোহময় প্রতিযোগিতায় সরকারি বাংলা মাধ্যম বিদ্যালয় গুলিকে অনেক পিছনে ফেলে দিয়েছে। খোঁজ নিয়ে জানা যায় অধিকাংশ ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলগুলিতে বাংলা সংস্কৃতির ছিটে ফোঁটা পর্যন্ত পৌঁছয় না। বাংলা মাধ্যম বিদ্যালয় গুলি ক্রমশঃ পড়ুয়া শূন্য হয়ে গেলে সামাজিক ভারসাম্যহীনতার কারণে মাশুল গুণতে হবে আগামী প্রজন্মকে।

জিরো এনরোলমেন্টের এই চিত্র ২০২০থেকে ২০২২ সালের মধ্যে উঠে এসেছে। শহর কিংবা গ্রাম এইসব স্কুলের দুর্দশার চিত্র একই।নারী শিশু ও সমাজ কল্যাণ দপ্তর পড়ুয়া শূন্য বিদ্যালয় গুলিতে ভাড়াতে চলা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলো তুলে আনার পরিকল্পনা করেছে। ঐতিহ্যবাহী বিদ্যালয়গুলি হয়তো আগামী দিনে প্রোমোটারদের হাতে পড়ে হোটেল কিংবা রিয়েল এস্টেট ব্যবসার জায়গা হয়ে উঠবে। বাঙালির ভবিষ্যৎ নিয়ে সদর্থক ভাবনা চিন্তার সময় এসেছে।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'উৎপত্তি প্রকরণ'

যা কিছু অস্তিত্বসম্পন্ন, তা দৃশ্যমান বা অদৃশ্য হোক না কেন, সবই সত্যস্বরূপ আত্মা ভিন্ন অন্য কিছু নয়। নদী, পর্বত, আকাশ ইত্যাদি পদার্থসমূহ আত্মার দর্শনশক্তিতে সৃষ্ট হয়েছে। দর্শনমাত্রই সৃষ্টিদক্ষা অবিদ্যা সৃষ্টির নতুন নতুন খেলায় সমূহ জগৎ রচিত হয়েছে। আত্মার দর্শনশক্তি আর অবিদ্যার সৃষ্টিসঙ্কল্পে যা কিছু আছে, সব কার্য্য আকারে উদিত হয়েছে। জ্ঞানিদের দৃষ্টিতে অবিদ্যা প্রতিভাত হয় না, তাঁদের কাছে সমস্ত ভেদাত্মক সত্তার অস্তিত্ব আকাশ–কুসুমের মত অসত্য, বরং সবই একরূপ, ব্রহ্ম। সুতরাং রাম! তুমি অজ্ঞ হয়ে থেক না, বরং প্রাজ্ঞ হয়ে সংসারবাসনা হতে বিমুক্ত হও। অনাত্ম বিষয়ে অজ্ঞজনেরা ব্যস্ত থাকুক। তুমি ব্রহ্মাহমস্মি আমিই ব্রহ্ম এই জ্ঞানে দৃঢ়নিশ্চয় হয়ে তত্ত্বজ্ঞগণের অনুসারী হও। তোমার অবিদ্যা নির্মূলিত হোক।

বাল্মীকি বললেন, এই উপদেশাবলী শুনে রাম যেন সূর্য্যকিরণোজ্জ্বল সুহাসিত পদ্মের মত প্রস্ফুটিত হয়ে উঠলেন, রাম বললেন, কি আশ্চর্য্য! বিশাল পর্বত অতি সূক্ষ্ম পদ্মের মৃণাল তন্তুতেও বদ্ধ হয়! যে অবিদ্যা নিজে অস্তিত্বহীন, সে কি না তাবৎ প্রাণীকে আবদ্ধ করেছে। হে ব্রহ্মণ! দেহ ও দেহীর মধ্যে কে সংসারী হয়ে কর্মফল ভোগ করে তা আমায় বলুন, আর লবণ রাজা কেন বিপন্ন হয়েছিলেন, এবং সেই যাদুকর কে, কেনই বা সে অন্তর্হিত হল, তা বলুন। বশিষ্ঠ বললেন, দেহ হল শুষ্ক কাঠের মত অচেতন, অবস্তু। অস্তিত্বহীন হয়েও চিত্তের কল্পনাতে দেহ অস্তিত্বসম্পন্ন প্রতীত হয়। এহেন অবস্তু কি ক'রে কর্মফল ভোগ ক'রবে? দেহ কর্ম করে না, কর্মফল ভোগও তার হয় না। চিৎ শক্তির অধষ্ঠানে চিত্ত জীবভাব গ্রহণ করেন। জীবভাবে দেহ ধারণ ক'রে অহঙ্কার, মন ও জীব নামে পরিচিত হন। অপ্রবুদ্ধ মনই সুখ–দুঃখ ভোগ করে। মন যতক্ষণ পর্যন্ত জ্ঞানালোকে অলোকিত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তার নিদ্রাবস্থা থাকে। নিদ্রাবস্থায় স্বপ্ন দর্শনের মত কর্ম ও কর্মফল ভোগ সে অনুভব করে। প্রবুদ্ধ মনে অজ্ঞাননিদ্রা থাকে না, জগৎ–স্বপ্নও সে দেখে না। অর্থাৎ সুখ–দুঃখের ভোগ প্রবুদ্ধ মন করে না।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

শাসকের কান দুটো আর নেই যে

নরেন্দ্রনাথ কুলে

শিক্ষা আনে চেতনা, আর চেতনা আনে বিপ্লব। এই লাইনটি কার উক্তি তা অজানা হলেও, বাংলার মানুষ বামফ্রন্ট শাসনে এই বাক্যটি শোনেনি এমন কথা বলা যাবে না। তবে বামফ্রন্ট আমলে শিক্ষা চেতনা আনতে পেরেছে কিনা তা কি সহজে অনুমেয় নয়? কারণ, এই বাংলা তথা ভারতে সেই শিক্ষা বিপ্লব আনতে পারে নি তা বলা যায়। অথচ বিপ্লব যাতে না আসে একটা বিপ্লবী দল সেই রাস্তা তৈরি করে দিয়েছিল। প্রতিটি শাসক প্রথম যেখানে হস্তক্ষেপ করে তা হল শিক্ষা। শিক্ষাকে আরো সর্বাঙ্গীন সুন্দর করার নামে এমন সংস্কার করে যাতে শিক্ষার মানের অবনমন হয়। বামফ্রন্ট সরকারও একই পথে হেঁটেছিল। প্রাথমিক, উচ্চ প্রাথমিক থেকে পাশ ফেল প্রথা বিলোপ থেকে ইংরেজি বিষয় পাঠ্যসূচী থেকে বাদ দিয়ে শিক্ষায় বিপ্লব আনার নামে শিক্ষার মানকে নামিয়ে দিতে সচেষ্ট হয়েছিল। মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধ– রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিকে সুন্দরভাবে ব্যবহার করে মানুষকে বোঝাতে চেয়েছিল শিক্ষা নিয়ে তাঁদের ভাবনা কত উন্নত। প্রকৃতপক্ষে সর্বহারাদের সন্তানদের শিক্ষা যে আদৌ যাতে না হয় তার পথ প্রশস্ত করে দিল। যদিও তারা নাকি সর্বহারাদের জন্য ছিল নিবেদিত প্রাণ। আবার চাষাভুষোর সন্তানদের ইংরেজি শিখে কি হবে, তা বলতে তাদের অনেকেই দ্বিধা করেনি তখন । পাশ–ফেল পড়ুয়াদের মনে ভয়ের বাতাবরণ তৈরি করবে ফলে স্কুলছুটের সংখ্যা বাড়বে–এই যুক্তি তুলে পাশ ফেল প্রথা বিলোপ করে। কিন্তু স্কুলছুটের কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দারিদ্রতা। তার পরিসংখ্যান না দিলেও আজ তা পরিষ্কার। কারণ বামেদের ফেলে যাওয়া শিক্ষা ব্যবস্থায় ছাত্রের অভাবে আজ তো স্কুলগুলোই উঠে যেতে বসেছে। তাছাড়া তৃণমূল সরকার শিক্ষা ব্যবস্থাকে শিক্ষা–ছাড়া করে দিতে উদ্যত হয়েছে। উদ্যত হয়েছে কেন, অলরেডি শিক্ষা–ছাড়া করে দিতে পেরেছে । শিক্ষা ব্যবস্থা দুর্নীতির স্রোতে ভেসে যেতে চলেছে। তাই তৃণমূল সরকারের পুলিশ ও ক্যাডারবাহিনী শিক্ষকদের পিটিয়ে শিক্ষার সংস্কৃতিটাকে শেষ করে দিতে তাদের কোন কুণ্ঠাবোধ নেই।

অবশেষে শিক্ষকরা মার খেলেন পুলিশ ও শাসক দলের বাহিনীর হাতে। অবশ্য তাঁরা এখন শিক্ষক নন। তাই তাঁদের মর্যাদা দিতে হবে এমন তো কোন কথা ছিল না। তাঁদের যোগ্যতা থাকলেও তাঁরা এখন যোগ্যতাহীন। আরে বাপু, যোগ্যতাহীন হলে সেই ভাবেই থাকা উচিত। তা নয়, তাঁরা আন্দোলন করবে! এত বুকের পাটা এ রাজ্যে পায় কি করে। তাঁদের জানা উচিত বুকের পাটা থাকবে প্রশাসনের, বুকের পাটা থাকবে শাসক দলের নেতা, মন্ত্রী আর তাঁদের চামচাদের। এত বড় সাহস চাকরি হারিয়েও তাঁরা বুকের পাটা দেখায়! চাকরি হারিয়েছে যখন, তখন হাত জড়ো করে মিউ মিউ করে বলতে হবে, আপনারাই আমাদের মা–বাপ। আরে জনপ্রতিনিধিরা এখন সমাজের মা–বাপ। পৌরপিতা, পৌরমাতা শব্দগুলো ওঁরা কি জানে না। এমন পিতামাতাদের থেকে তাঁরা অনেক বড়ো যাঁর কাছে যাঁদের কাছে পদহারা শিক্ষকরা দাবি জানাচ্ছে। এ কথা শিক্ষক হয়ে না জানলে এমনভাবে মার তো খেতে হবে। এ রাজ্যের প্রশাসনের প্রমাণ লোপাট করা জলভাত। তাই যতই দাবির আন্দোলনে করো তাতে জল ঢালা তাঁদের পক্ষে কোন ব্যাপার নয়। না, এসব কথা চাকরিহারাদের বলতে নেই। তাঁদের জানা উচিত এ রাজ্যে উন্নয়ন নিয়ে কোন সংশয় নেই। তাই কোন আন্দোলন বরদাস্ত করা হবে না। উন্নয়নে কোন আন্দোলন থাকবে না। সবাইকে জো হুঁজুর হয়ে থাকতে হবে। তুমি শিক্ষক হও আর ডাক্তার হও। সেই উন্নয়নের আলোয় তাই যোগ্যতার প্রশ্ন বলে কিছু নেই। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের যখন শাসকদলীয় নেতারা হুমকি দেন, আবার কোথাও শিক্ষক নিজেই গুন্ডাগিরি করে দলের ছায়ায় থাকে বলে, তখন এমন ঘটনা কোন ঘটনাই নয়।

চাকরিহারা শিক্ষকরা মার খেয়েছে বলে পুলিশ প্রশাসন স্বীকার করেছে। তবে তার কারণ, শিক্ষকরা নাকি ইটপাটকেল ছুড়েছে, তাই তাঁদের মার খেতে হয়েছে। পুলিশ প্রশাসনের এমন অভিযোগ নতুন নয়। সব ঘটনার ক্ষেত্রে পুলিশের এমন বিবৃতি থাকেই। সরকার বেতন দেয় বলে পুলিশ সরকারের। তাই পুলিশ বাধ্য হয়ে মানুষকে পেটায়। পেটাতে গেলে কারণ দরকার। তাই পুলিশের কাছে কারণ তৈরি করা কোন ব্যাপারই নয়। আর সেই কারণকে সত্য প্রমাণ করার জন্য শিক্ষকদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নিতে পিছপা হল না পুলিশ। শিক্ষকদের আইন ভাঙা প্রমাণ করার জন্য পুলিশ এখন মরিয়া। এক্ষেত্রে আইনের প্রতি পুলিশের দায়বদ্ধতা খুব জরুরি হয়ে উঠেছে। অথচ আরজিকর কান্ডে ঠিক তার উল্টো পথে হেঁটেছে। আসলে শাসক বিরোধী সত্যের জন্য যে কোন আন্দোলন ভেঙে দেওয়ার চক্রান্তে পুলিশের চক্র খুব শক্তিশালী। আসলে তাদের এই চক্র যে শাসকই ঘোরায় তা আর গোপন নেই। তার জন্য কেউ লজ্জিত নয়। ক্ষমতায় লজ্জা জিনিসটা নেই।

তাই যোগ্যদের চাকরি চলে গেলে শাসকের লজ্জা হয় না। কর্তব্যরত ডাক্তার হাসপাতালে খুন হলে লজ্জা হয় না। শিক্ষক মার খেলে লজ্জা হয় না। এমন উন্নয়নের রাজনীতিতে লজ্জা বলে কিছু থাকে না। তাই যতই দুর্নীতি হোক লজ্জা লাগে না। নির্দ্বিধায় বলা যায় একশো টাকার চোরের থেকে এক টাকার চোর তুলনামূলক সৎ।

হে শিক্ষকগণ, জেনে রাখুন যে প্রশাসনের জন্য সব হারিয়েছেন, সেই প্রশাসনের কাছে পিটুনি খাওয়া ছাড়া ভালো কিছু আশা আশা করবেন না । এই শাসকের কান দুটো আর নেই যে!

চরের ফাঁদে ভারত চরাচর

সুকন্যা পাল

পুরাণ মতে এতো রক্তবীজের অনুকরণীয় প্যাটার্ণ। এক ফোঁটা রক্ত মাটিতে পড়লেই সঙ্গে সঙ্গে যেন হাজার অসুরের উৎপত্তি। এমনই মুষলপর্ব চলছে এখন দেশ জুড়ে। একটা চর ধরলেই মুহূর্তে বহুল চর উৎসারিত হচ্ছে দেশে।

সম্প্রতি জঙ্গিহানার পহেলগাঁও এপিসোড কমবেশি আমাদের সবার জানা। এমনকী প্রত্যাঘাত পর্বে আমাদের দেশের সরকারের ইতিবাচক কড়া পদক্ষেপ এবং ভারতের যৌথ সেনাবাহিনীর পরাক্রমী শৌর্যের কতকথা বিশ্ববাসীর মোটেও অজানা নয়। জঙ্গিদের বিশ্ববিদ্যালয় পাকিস্তানের অবস্থা এখন ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি। জঙ্গি দমন মোকাবিলার এই বাহ্যিক সাফল্য দেশব্যাসী প্রবল উৎসাহে পালনও করছে তেরঙ্গা যাত্রাকে সামনে রেখে। কিন্তু এই যুদ্ধংদেহী সাফল্যের পিছনে ভারত সরকারের আরও একটি সাম্প্রতিক পদক্ষেপ দেশের নিরাপত্তার আকাশে ক্রমেই যেন সিঁদুরে মেঘ স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছে দেশীয় চরের চরাচরের আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কে।

পহেলগাঁওয়ে গণহত্যা সম্পন্ন করার আগে জঙ্গিরা বৈসরণে যেভাবে রেইকি করেছে, যেভাবে স্থানীয় এলাকায় কয়েকদিন জামাই আদরে খাওয়া দাওয়া করেছে এবং থেকেছে, তাতে ভারতীয় গোয়েন্দারা একপ্রকার নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে, পাকিস্তান যতটা জঙ্গিদের নিরাপদ আস্তানা, ভারতের মাটিও ততটাই স্বাচ্ছন্দের জঙ্গি মদতপুষ্ট দেশজ স্লিপার সেলের কাছে। তাই পাকিস্তানকে সবক শেখানোর পাশাপাশি এই স্লিপার সেলগুলোকে দেশ থেকে নির্মূল না করলে ভারতে জঙ্গিদের কার্যকলাপ পুরোপুরি নিঃশেষ করা আক্ষরিক অর্থেই অসম্ভব। এই আপ্তবাক্যটি যথার্থ ভাবে অনুধাবন করেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক অনেকটা খাঁচায় বন্দি থাকা ক্ষুধার্ত হায়নার মতো গোয়েন্দা অফিসারদের আচমকা উন্মুক্ত করে দিয়েছে দেশব্যাপী স্লিপার সেলের হন্যে অভিযানে। একথা অনস্বীকার্য যে, স্লিপার সেলের সন্ধানে ৭৭ বছর অতিক্রান্তের স্বাধীন ভারতে এতো বড় মাপের বিস্তৃত ইতিবাচক অভিযান এর আগে কখনও সাক্ষী থাকেনি আমাদের দেশ।

কেন স্লিপার সেলের বিরুদ্ধে এই ব্যাপকহারে অভিযান আগে সম্পন্ন হয়নি এই নিয়ে বিস্তর বিতর্কের অবকাশ রয়ে গেছে, কিন্তু একথা চূড়ান্তভাবে বাস্তব, এই অভিযানে কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে এসেছে। স্লিপার সেলের অনুসন্ধান করতে গিয়ে মিললো 'লোন উলফ–এর' হদিস। তাও একটা দুটো নয়। এই 'লোন উলফ' ইতিমধ্যেই মাকড়সার জালের মতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে আমাদের দেশের বড় বড় শহর থেকে একেবারে তস্য প্রান্তিক কোনে। তদন্তে উঠে এসেছে, এই লোন উলফেরা মোটেই কিন্তু সরাসরি হিংসাত্মক উগ্রপন্থার কার্যকলাপে অভ্যস্ত নয়। বরং এরা আর পাঁচজন নাগরিকদের মতো সন্দেহাতীত ভাবে সামাজিক জীবন যাপন করে। পক্ষান্তরে অতি গোপনে দেশের সামরিক, প্রসাশনিক, সামাজিক অতি সংবেদনশীল তথ্য, নথি ও ছবি নিয়মিত পাচার করে চলেছে পাকিস্তান, বাংলাদেশ সহ চীনে। এমনকি দেশের মোবাইল ফোনের সিমকার্ড ব্যবহার করে পাকিস্তানে হোয়াটসঅ্যাপ চালানোর বন্দোবস্ত করে এরা। এই দেশে ডেরা বেঁধে নকল পাসপোর্ট তৈরিতেও এই চরেরা যুক্ত। ফলে এই সমস্ত চরদের এ হেন জাল বিস্তারের বহর দেখে ভারতীয় গোয়েন্দাদের রীতিমতো রাতের ঘুম উড়ে গেছে। প্রকারান্তরে গোয়েন্দারা মেনে নিয়েছেন, স্লিপার সেলের বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর থেকে বহুগুণ বেশি কষ্টকর একটা লোন উলফ খুঁজে বের করা। কারণ তারা একাকী পর্যায়ে খুব স্বাভাবিক অবস্থায় একেবারে মিশে থাকে আমজনতার ভিড়ে। এর পিছনে ধর্মগত জাত্যাভিমান স্বল্প পরিমাণ কাজ করলেও সিংহভাগ ক্ষেত্রে স্বল্প প্রয়াসে অপ্রত্যাশিত গোপন নগদ অর্থের প্রলোভন এখনকার চরবৃত্তিতে উৎসাহ প্রদান করে চলেছে।

অতি সম্প্রতি আসাম এসটিএফ এমনতর একাকী নেকড়ে ধরার জন্য জাল পাতে অপারেশন ঘোস্ট সিমএর তকমায়। সাতজনকে গ্রেফতার করে। উদ্ধার করে ৯৪৮টি জাল সিমকার্ড। বিভিন্ন জনের নামে তোলা এই সিম কার্ড থেকে ওটিপি সংগ্রহ করে ধৃতেরা পাঠিয়ে দিত পাকিস্তানী হ্যান্ডেলারদের কাছে হোয়াটসঅ্যাপ খোলার জন্য। তেলেঙ্গানার সাঙ্গারেড্ডি থেকে মফিজুল ইসলাম, হরিয়ানা থেকে সাদ্দিক, আরিফ খান, সাজিদ, নয়া দিল্লির বিমানবন্দর থেকে আরসাদ খান এবং গুয়াহাটি বিমানবন্দর থেকে আকিক, আসামের ধুবরি থেকে জাকারিয়া আহমেদকে পাকড়াও করে জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হচ্ছে। এদের গ্রেফতার করতেই হরিয়ানা, নয়া দিল্লি, তেলেঙ্গানা ও আসামে চিরুনি তল্লাশি শুরু করেছে গোয়েন্দারা অপারেশন ঘোস্ট সিমের চূড়ান্ত ব্রেকথ্রুতে পৌঁছানোর লক্ষ্যে।

এর পাশাপাশি পাকিস্তানের গোপন চর হাতেনাতে ধরতে আদাজল খেয়ে নেমে পড়েছে বিভিন্ন রাজ্যের সাদা পোশাকের তদন্তকারী কর্তারা। ইতিমধ্যেই এই রাজ্য থেকে বড় রকমের সাফল্য আসে যখন কলকাতার বিরাটী থেকে পাকিস্তানের নাগরিক আজাদ মল্লিক গ্রেফতার হয়। সে নকল পাসপোর্ট ও বিদেশী জাল ভিসা তৈরিতে ছিল সিদ্ধহস্ত। আবার মহানগরের রাজাবাজার থেকে জাল জন্ম নথি পেশ করার কারণে কলকাতার পাসপোর্ট দফতরে ধরা পড়ে আফতাব আলম। দুজনেই কোনও স্লিপার সেলের সঙ্গে যুক্ত কিনা তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

এই দেশে থেকে পাকিস্তানের হয়ে চরবৃত্তি করার অভিযোগের তালিকা ক্রমশই বেড়ে চলেছে। গুজরাট পুলিশ জলন্ধর থেকে গ্রেফতার করে মহম্মদ মুর্তজা আলিকে। তার কাছ থেকে চারটে ফোন ও তিনটি সিম পাওয়া গিয়েছে। সে একটি স্কুলের মাসিক বেতনের ওয়েবসাইটের ফাঁক গলে সেনাবাহিনীর যাবতীয় তথ্য হ্যাক করে নিজের তৈরি অ্যাপে আপলোড করতো পাকিস্তানীদের উদ্দেশ্যে। এছাড়া উত্তরপ্রদেশের ব্যবসায়ী শাহজাদ ধরা পড়ে ভারতের গোপন তথ্য পাকিস্তানে পাচার করার অভিযোগে। হরিয়ানা থেকে কলেজ পড়ুয়া দেবেন্দ্র সিং ধিল্লোঁ এবং স্থানীয় নিরাপত্তা রক্ষী নৌমান এলাহিও এখন রয়েছে পুলিশি গারদের পিছনে। গত নভেম্বরে দেবেন্দ্র পাকিস্তান গিয়েছিল। দুজনেই দেশের তথ্য পাচারে অভিযুক্ত। হরিয়ানার আরও এক অভিযুক্ত আর্মান এবং পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর থেকে করণবীর সিং বর্তমানে পুলিশের কব্জায় রয়েছে পাকিস্তানের হয়ে চরবৃত্তি করার দায়ে। এমনকি পাঞ্জাবের মালেরকোটলা থেকে অ্যারেস্ট করা হয় ইয়ামিন মহম্মদ ও শেখ গিজালাকে। তদন্ত করতে গিয়ে পুলিশ জানতে পারে এই ইয়ামিনের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা ঢোকে ভারতের পাকিস্তান দূতাবাসে কর্মরত দানিশের মোবাইল থেকে।

এ হেন চরবৃত্তিতে পুরুষের সঙ্গে মহিলারাও পিছিয়ে নেই। ওড়িশার ইউটিউববার প্রিয়াঙ্কা সেনাপতি ধর্মীয় ভিডিও করলেও কেন সম্প্রতি পাকিস্তানে গিয়ে বহু সন্দেহজনক ব্যক্তিবর্গের সকাশে এসেছিল তার সদুত্তর সে দিতে পারেনি। ফলে সেও পুলিশি তদন্তের আতসের তলায় রয়েছে। রহস্য দানা বেঁধেছে কারগিলের হুন্দেরবনের একটি হোটেলকে ঘিরে। যেদিন অপারেশন সিঁদুর আপাতত স্থগিত স্থগিত ঘোষণা হলো ঠিক তারপরের দিন ওই হোটেল থেকে এক মহিলা আচমকা উধাও হয়ে যায় তার বছর পনেরোর ছেলেকে ফেলে রেখে। কাশ্মীরি গোয়েন্দাদের ধারণা, সেও পাকিস্তানী গুপ্তচর ছিল এবং বিপদ বুঝেই গা ঢাকা দিয়েছে।

তবে ধৃত চরদের মধ্যে সবচেয়ে নজর কেড়েছে জ্যোতি মালহোত্রা। এই ৩৩ বছরের হরিয়ানার যুবতী যথেষ্ট গ্ল্যামারাস ও ঝকঝকে চেহারার। একসময়ে সে একটা সামান্য চাকরি করলেও পরবর্তীতে সে ইউটিউবার হয়ে ওঠে। ইউটিউবে এর চ্যানেলের নাম ছিল ট্রাভেল উইথ জো। এক লক্ষ বত্রিশ হাজার ফলোয়ার। আদতে ইউটিউবারের পরিচয়ের আড়ালে সে ছিল এক এলিট শ্রেণির গুপ্তচর। সে পাকিস্তান, চীন সহ বহু দেশে গিয়েছে বারেবারে। পাকিস্তানে গিয়ে যেমন লক্সর–ই–তৈবার মুরিদকের ঘাঁটিতে প্রশিক্ষণ নিয়েছে তেমন সরাসরি মত বিনিময় করে এসেছে সেই দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফের কন্যা মরিয়ম শরীফের সঙ্গেও। ভারতের পাক দূতাবাসের কর্মী শাহীনের সঙ্গে তার বিশেষ বন্ধুত্বের কথাও তদন্তে উঠে এসেছে। এমনকি শাহীনের পাতা হ্যানিট্রাপের সাম্প্রতিক শিকারও নাকি হয়েছে এই ইউটিউবার। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের একাধিক স্পর্শকাতর তথ্য সে পাকিস্তানের দূতাবাসে পৌঁছে দিত শাহীনের মাধ্যমে। বিনিময়ে সে নিয়মিত পেত মোটা অঙ্কের লোভনীয় অর্থ। গোয়েন্দাদের হাতে আরও তথ্য এসেছে যে পহেলগাঁও কান্ডের সমসাময়িক সময়ে একাধিকবার সে সেখানে গিয়েছিল জঙ্গিদের জন্য ওই এলাকার সহায়ক তথ্য সংগ্রহ করার লক্ষ্যে।

সুতরাং এই চরবৃত্তির পেঁয়াজের খোসা ছাড়ানোর কাজ তো হাতে নিয়েছে ভারতীয় গোয়েন্দারা ঠিকই, কিন্তু কোন তীরে গিয়ে তরী ঠেকে, সেটাই এখন কোটি টাকার প্রশ্ন।

দেশ দেশান্তরে

অস্ট্রেলিয়ায় দৌড়ে উইলিয়াম

সুমন্ত ভৌমিক

যুক্তরাজ্যের দৌড়বিদ উইলিয়াম গুডজ মাত্র ৩৫ দিন দৌড়ে অস্ট্রেলিয়ার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে গেছেন বলে জানিয়েছেন। উইলিয়াম ইংল্যান্ডের বেডফোর্ডশায়ারের বাসিন্দা। ২০১৮ সালে ক্যানসারে মা আমান্ডার মৃত্যুর পর ম্যারাথন দৌড়ানো শুরু করেন তিনি। যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র

ও অস্ট্রেলিয়ায় ম্যারাথন দৌড়ে তিনি তহবিল সংগ্রহ করেন। ক্যানসার নিয়ে কাজ করে এমন দাতব্য প্রতিষ্ঠানে ওই অর্থ দান করেন তিনি। ১৫ এপ্রিল তিনি পার্থের কোটসলো সৈকত থেকে দৌড় শুরু করেন। গত সোমবার বিকেলে অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলস রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী বন্ডি সৈকতে পৌঁছে তিনি তার দৌড় শেষ করেন। এই ৩৫ দিনে তিনি ৩ হাজার ৮০০ কিলোমিটার পথ দৌড়েছেন। গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে বর্তমানে এই রেকর্ডের মালিক ক্রিস টার্নবুল। তিনি ২০২৩ সালে ৩৯ দিনের কিছু বেশি সময়ে আড়াআড়িভাবে অস্ট্রেলিয়ার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে দৌড়েছিলেন। উইলিয়াম দাবি করেন, এবার ৩৫ দিনে আড়াআড়িভাবে অস্ট্রেলিয়ার এক মাথা থেকে আরেক মাথা দৌড়ে তিনি বিশ্ব রেকর্ড গড়েছেন। অবশ্য গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস কর্তৃপক্ষ এখনো তার দাবি যাচাই করে তাঁকে স্বীকৃতি দেয়নি।

উইলিয়ামের দল বলেছে, তিনি প্রতিদিন গড়ে প্রায় ১০০ কিলোমিটার দৌড়াতেন, যা প্রায় দুটি পুরো ম্যারাথন ও একটি হাফ ম্যারাথনের সমান। এই দৌড়ের সময় পথে উইলিয়ামকে ধুলাঝড়ের মধ্যে পড়তে হয়েছে, তার পায়ের আঙুলের বেশ কয়েকটি নখ উপড়ে গেছে, কয়েকবার আহতও হয়েছেন। তার পায়ের পাতায় সংক্রমণ হয়েছিল, হাড়ে প্রচণ্ড যন্ত্রণা হয়েছিল। এসব কারণে দৃষ্টিবিভ্রমেও আক্রান্ত হয়েছিলেন তিনি। উইলিয়াম এক প্রতিবেদনে বলেন, আমি এখন পর্যন্ত যা কিছু করেছি, তার মধ্যে সবচেয়ে কঠিন কাজ ছিল এটা। তিনি আর বলেন, বিশেষ করে প্রথম ৯ দিন ছিল খুবই কঠিন। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সবকিছু ছিল দারুণ চ্যালেঞ্জিং। তিনি আরও দাবি করেন, তিনি যুক্তরাষ্ট্রের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে সবচেয়ে দ্রুত দৌড়ে পার হয়ে যুক্তরাজ্যের পুরুষ হিসেবে রেকর্ড গড়েছেন। লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে নিউইয়র্কে পৌঁছাতে তার সময় লেগেছিল ৫৫ দিন।

এর আগের বছর অস্ট্রেলিয়ার ইলেকট্রিশিয়ান নেড ব্রকম্যান একই পথ ৪৭ দিনে দৌড়ে অতিক্রম করেছিলেন। তিনি দাতব্য কাজের জন্য তহবিল সংগ্রহ করতে দৌড়েছিলেন এবং বড় অঙ্কের অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন। উইলিয়াম বলেন, পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া থেকে পূর্ব–দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল নাল্লাবর মরুভূমি তার জন্য খুবই কঠিন ও কঠোর ছিল তবে এখন বেশ স্বস্তি অনুভব করছি। ফিনিশ লাইন অতিক্রম করার ঠিক পরেই এই দৌড়বিদ তার প্রয়াত মায়ের স্মৃতিতে একটি ফুলের তোড়া রেখে আসেন বিখ্যাত বন্ডি সমুদ্র উপকূলে। সিডনি হেরাল্ডকে উইলিয়াম বলেন, সবচেয়ে কঠিন মুহূর্তগুলোতে আমি পেছনে ফিরে তাকাই। ভাবি তিনি কেমন ছিলেন, কীভাবে পরিস্থিতি সামলেছেন, কীভাবে আমাকে সব সময় সমর্থন করেছেন। যুক্তরাজ্যের এক তরুণ বলেন, আমার প্রায়ই মনে হয়, তিনি এখনো আমার সঙ্গে আছেন। টানা দৌড়ের সময় অস্ট্রেলিয়ার প্রায় সব বিখ্যাত প্রাণীই দেখেছেন উইলিয়াম, যদিও বেশির ভাগই মৃত অবস্থায় রাস্তার পাশে পড়েছিল। দেশটির অনন্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্যও অনুভব করেছেন তিনি।

অতীতে ভারত সরকারের তরফে জাপানের টোকিও সফরে গেলে রেনকোজি বৌদ্ধ মন্দিরে নেতাজির তথাকথিত চিতাভস্মতে শ্রদ্ধা জানানোর প্রথা ছিল জহরলাল নেহরু, ইন্দিরা গান্ধী থেকে অটল বিহারী বাজপেয়ি পর্যন্ত। ব্যতিক্রম বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আরো একটি ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি। টোকিওতে গিয়ে গান্ধী মূর্তিতে শ্রদ্ধা জানালেন। পাশাপাশি পৌঁছে গেলেন মহানায়ক বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর সমাধিক্ষেত্রে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিখ্যাত আন্তর্জাতিক বিচারক রাধাবিনোদ পালের স্মৃতি স্মারকে।

তথ্য : ড. জয়ন্ত চৌধুরী

উত্তরের আঙিনায়

আন্তর্জাতিক চা দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি : ২১ মে আন্তর্জাতিক চা দিবস! চা প্রেমীদের কাছে এক উল্লেখযোগ্য দিন। গোটা বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন জায়গায় পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক চা দিবস। চায়ের জুড়ি মেলা ভার। বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতে, সাত সকালে ঘুমের রেশ কাটাতে, গোটা দিনের ক্লান্তি কাটাতে, শীতের সকালে শরীর গরম করতে চায়ের বিকল্প নেই। আন্তর্জাতিক চা দিবস উপলক্ষে শিলিগুড়ি শহরে এদিন সকাল থেকেই অন্যান্য দিনের তুলনায় একটু বেশি ভিড় ছিল চায়ের দোকানগুলিতে, বিশেষ করে নেতাজি কেবিনে। কাঠের দোতলা, এক ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। সকাল সন্ধ্যা নেতাজি কেবিনে উপচে পড়ে মানুষের ভিড়। এই প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট দোকানের কর্ণধার প্রণববাবু জানান, '৭০ বছরের পুরনো তাদের দোকান, এক অনন্য ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। প্রত্যেকদিনই দোকানে উপচে পরে ভিড়। তবে আজ বিশেষদিন তাই ভিড়টা আরো বেশি।'

বালিগঞ্জ জংশন এখন জমজমাট বাজার

রেল স্টেশনের হাল–হকিকৎ/৯ বালিগঞ্জ জং

কুনাল মালিক

শিয়ালদহ–বজবজ শাখার মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জংশন হচ্ছে বালিগঞ্জ স্টেশন। কারণ এই জংশন থেকেই বিভিন্ন শাখায় দক্ষিণ দিকে ট্রেনের রাস্তা আছে। বজবজ, নামখানা, বারুইপুর, ক্যানিং, লক্ষ্মীকান্তপুর প্রভৃতি লোকাল ট্রেন এই জংশন হয়ে যাতায়াত করে। তাই প্রচুর মানুষ এই বালিগঞ্জ স্টেশন ব্যবহার করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হল যত দিন যাচ্ছে বালিগঞ্জ জংশন রীতিমতো জমজমাট বাজারের আকার নিচ্ছে। এই স্টেশনে ১ নম্বর ২ নম্বর ৩ নম্বর এবং ৪ নম্বর প্লাটফর্ম আছে। কিন্তু মূলত ১ এবং ২ নম্বর প্লাটফর্মে ট্রেন যাতায়াত করে। শিয়ালদহ থেকে যখন ট্রেন ডাউন দিকে আসে তখন ২ নম্বরে থামে আর শিয়ালদা দিকে যখন আপ ট্রেন যায় তখন ১ নম্বর প্লাটফর্মে থামে। কিন্তু ১ নম্বর আর ২ নম্বর প্লাটফর্ম বলে বর্তমানে আর কিছু নেই সবটাই চলে গেছে অবৈধ দখলদারদের হাতে। এই প্লাটফর্ম দুটিতে যে ধরনের দোকান আপনারা খুঁজবেন সব ধরনের দোকানই পাবেন। খাদ্য সামগ্রী বা পোশাক–আশাক, মনিহারী দ্রব্য, ফুচকা, লটারি কী নেই এই প্লাটফর্মে। যখন দুই প্লাটফর্মে ট্রেন ঢোকে তখন এত দোকানদার তাদের চাপে সাধারণ যাত্রীরা প্ল্যাটফর্মে ভালো করে দাঁড়াতেই পারেন না। বালিগঞ্জ স্টেশন ম্যানেজার বারবার এই অবৈধ দখলদারদের হটাবার জন্য অভিযানের উদ্যোগ নিয়েছেন কিন্তু স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন কোনও সহযোগিতা না করায় বারবার পিছিয়ে আসতে হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যাচ্ছে, এই যে সমস্ত হকাররা অবৈধভাবে প্ল্যাটফর্ম দখল করে ব্যবসা করছে, তাদের পেছনে শাসকদলের ইউনিয়নের মদত আছে। রেল দপ্তর সূত্রে জানা যাচ্ছে, সাধারণ মানুষ এগিয়ে না এলে বা সচেতন না হলে এবং স্থানীয় প্রশাসন যদি সহযোগিতা না করে তাহলে জিআরপিএফের পক্ষে এই অবৈধ দখলদারদের তোলা কখনোই সম্ভব নয়। তবে যেভাবে দিন দিন বাজারের আকার নিচ্ছে স্টেশন এবং যেভাবে দাহ্য পদার্থ স্টেশন চত্বরে ব্যবহার করা হচ্ছে, আগামীদিনে এখানেও বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা থেকেই যায়। ২ নম্বর ও ১ নম্বর ও প্লাটফর্ম থেকে ৩ নম্বর ও ৪ নম্বর প্লাটফর্মে যাবার জন্য মাঝামাঝি একটি ফুটওভার ব্রিজ আছে। কিন্তু সেটা অত্যন্ত সংকীর্ণ এবং তার মাথার ওপরে কিছু ছাওয়াও নেই। স্টেশন চত্বর অত্যন্ত অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন। ২ নম্বর ৩ নম্বর প্লাটফর্মে কোন শৌচাগার চোখেও পড়লো না।

ছবি : অরুণ লোধ

আইএসইসির সমাবর্তন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৩ মে আইএসআই–এর কলকাতা ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হলো ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যাটিস্টিক্যাল এডুকেশন সেন্টার (আইএসইসি)–এর ৭৬তম সমাবর্তন অনুষ্ঠান।

কোর্সটি কেন্দ্রীয় স্ট্যাটিস্টিকস ও প্রোগ্রাম ইম্প্লিমেন্টেশন মন্ত্রক এবং বিদেশ মন্ত্রকের আওতাভুক্ত।

এই বছরে বুরুন্ডি, ফিজি, মরিশাস, মঙ্গোলিয়া, মায়ানমার, নাইজেরিয়া, নাইজার, সিয়েরা লিওন, দক্ষিণ সুদান, তানজানিয়া, উগান্ডা, ভেনেজুয়েলা ও জিম্বাবোয়ে—এই দেশগুলির ১৯ জন ছাত্রছাত্রী কোর্সে অংশ নেন। এর মধ্যে ১৮ জন পড়ুয়া সমাবর্তনে উপস্থিত থেকে তাঁদের ডিপ্লোমা গ্রহণ করেন।

ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট (আইএসআই)–এর অধীনে চলা ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যাটিস্টিক্যাল এডুকেশন সেন্টার (আইএসইসি) ১৯৫০–এ সৃষ্টি হয়। উদ্দেশ্য, এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার আন্তর্জাতিক পড়ুয়াদের পরিসংখ্যান শাস্ত্রে প্রশিক্ষণ দেওয়া। বর্তমানে, এটি ভারত ও উন্নয়নশীল বিশ্বের মধ্যে দক্ষতা বিনিময়ের এক বিশেষ মঞ্চ। বিদেশ মন্ত্রকের ইন্ডিয়ান টেকনিক্যাল অ্যান্ড ইকনমিক কো–অপারেশন (আইটিইসি) প্রোগ্রামের মাধ্যমে এই কোর্সটি পরিচালিত হয়। এতদিনে ৮৬টি দেশের ১৭২৮ জন পড়ুয়া এই কোর্স থেকে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন।অনুষ্ঠান শুরু হয় আইএসআই ক্লাবের সদস্যদের বৈদিক মন্ত্র পাঠ দিয়ে, যা সম্মিলিত অগ্রগতির বার্তা দেয়। আইএসইসি–র বোর্ড অফ ডিরেক্টরস–এর চেয়ারম্যান ডঃ এস পি মুখার্জি অনুষ্ঠান শুরু করেন। এরপর আইএসআই–র ডিরেক্টর অধ্যাপিকা সংঘমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায় সকলকে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য রাখেন। তিনি পড়ুয়াদের সারা বিশ্বে আইএসআই–এর ভালো কাজ –এর বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানান ও এই ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে বলেন।

আইএসইসি–র সদস্য সচিব ডঃ মোহম্মদ জাফর আনিস বলেন, 'এই কেন্দ্র বহুদিন ধরেই কঠোর একাডেমিক প্রশিক্ষণ ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। তিনি জানান, 'আইএসইসি বিভিন্ন সময়ে বিশ্বের নানা দেশের পড়ুয়াদের জন্য নানা বিষয় ও সময়সীমা অনুযায়ী বিশেষ কোর্স পরিচালনা করে, যা ভারত ও উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে সহযোগিতা বাড়াতে সাহায্য করছে।'মূল ভাষণে, কেন্দ্রীয় সচিব ডঃ সৌরভ গর্গ বলেন, 'তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ডেটা লিটারেসি বা তথ্যের ভাষা জানা আজকের দিনে খুব দরকার।' আধার–এর উদাহরণ দিয়ে তিনি বোঝান কীভাবে ডিজিটাল প্রযুক্তি জনসেবা পৌঁছে দিতে সাহায্য করেছে। কৃষিক্ষেত্র–সহ বিভিন্ন কাজে জিওস্পেশিয়াল প্রযুক্তির প্রয়োজনীয়তা নিয়েও তিনি আলোকপাত করেন। তিনি বলেন, গত বছর ভারতের উদ্যোগে জাতিসংঘ পরিসংখ্যান কমিশনের সদস্যসংখ্যা ২৪ থেকে ৫৪–তে বাড়ানো হয়েছে, যার ফলে তৃতীয় বিশ্ব অনেক উপকার পাবে।

অনুষ্ঠানে ডিপ্লোমা ও ক্রীড়া পুরস্কার বিতরণ করা হয়। ডঃ গর্গ নিজে হাতে পড়ুয়াদের পুরস্কৃত করেন। এই বছর প্রথমবার প্রথম স্থান অধিকার করার জন্য একটি বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হয়, যা অধ্যাপক মুখার্জির হাত থেকে জিম্বাবোয়ে–র জেমস নামাডে গ্রহণ করেন।

ভূমি দপ্তরে বিক্ষোভ

প্রথম পাতার পর

সংগঠনগুলির যৌথ মঞ্চ আদিবাসী একতা মঞ্চ। ২২ মে আদিবাসী একতা মঞ্চর তরফে দুর্নীতির প্রতিবাদ জানিয়ে বিএলআরও অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভের ডাক দেওয়া হয়। আদিবাসী একতা মঞ্চের কর্মীরা দপ্তরের বাইরে দীর্ঘক্ষণ ধরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। দফতরের বাইরে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ দেখানোর পরেও দপ্তরের আধিকারিকেরা বিক্ষোভকারীদের আলোচনার জন্য না ডাকায় ক্ষুব্ধ আদিবাসীরা বিএলআরও দপ্তরের মূল দরজায় তালা লাগিয়ে দেন। পরে বিকেল পাঁচটা নাগাদ ভূমি দপ্তরের আধিকারিক আলোচনা করার কথা বললে তালা খুলে দেওয়া হয়। আগামী ৫ জুন ফের ওই দপ্তরে আদিবাসীদের বিভিন্ন দাবিতে ডেপুটেশন দেওয়া হবে বলে বিক্ষোভকারীরা জানায়।

অবৈধ দখলদার ও প্রাচীন গাছ

প্রথম পাতার পর

বিশেষ করে যশোর রোড গাছ বাঁচাও কমিটির তরফ থেকে আদালতে গাছ কাটার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হলে গাছ কাটা বন্ধ হয়ে যায়। আর গাছ না কাটলে রাস্তাও সম্প্রসারণ করা যাবে না। তবে সম্প্রতি গাছ কাটার পক্ষে সুপ্রিম কোর্ট রায় দান করায় সরকার পক্ষ জয়ী হয়। এ সত্ত্বেও বাধ সাধছে অশোকনগর ও হাবড়া এই দুটি পুর এলাকা। কারণ এই দুটি এলাকায় যশোর রোডের দুই পাশ পুড়ে রয়েছে বহু অস্থায়ী,অবৈধ দোকান ও অবৈধ দখলদার। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক হাবড়া পুর এলাকার জনৈক বাসিন্দা বলেন, 'হাবড়ার জয়গাছি এলাকায় হাবড়া পুরসভার পক্ষ থেকে একটি বিশাল হকার্স মার্কেট তৈরি করা হয়। সেখানে এইসব অবৈধ দখলদারদের স্থানান্তর করার কথা। কিন্তু সেখানে জালিয়াতি হয়। হাবড়া পুর প্রতিনিধিদের ঘনিষ্ট লোকজনকে দোকান পিছু প্রায় ২০–২৫ লাখ টাকার বিনিময়ে তা বণ্টন করা হয়। আর এই বণ্টন প্রক্রিয়া হয় লটারির মাধ্যমে। ফলে এইসব অবৈধ দখলদারদের আর পুনর্বাসন হয় না। এদিকে নৈহাটির জল প্রকল্পকে হাবড়ায় আনা হচ্ছে। কৌশলগত ভাবে প্রায় দুই–আড়াই মিটার ব্যাসার্ধের মোটা পাইপ যশোর রোডের কানা থেকে প্রায় ৫ মিটার পার্শ্ববর্তী এলাকা নিয়ে তা বসানো হচ্ছে। এর জন্য অবৈধ ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদ করা হচ্ছে। রাস্তা সম্প্রসারণের এটা একটা অঙ্গ বলেই মনে হয়। কারণ বর্তমানে যশোর রোড এখানে প্রায় ৫ মিটার। এবারে রাস্তার দুইপাশে থেকে আরও ৫ মিটার করে ১০ মিটার নিলে ফোর লেনের রাস্তা হবে অনায়াসে। কেন না এখানে পিডব্লুডির জায়গা রয়েছে প্রায় ৭০–৮০ মিটার। হাবড়া পুর এলাকার চোংদার ওপাশ থেকে যশোর রোড সম্প্রসারণ হয়েছে। কোনও কারণে বাংলাদেশের সঙ্গে যুদ্ধ হলে স্থলপথ হিসেবে এই রাস্তা বড় ভূমিকা নেবে। তিনি আরো বলেন, ১৯৭১–এর যুদ্ধে আমাদের বাড়ির উপর দিয়ে ট্যাঙ্ক গিয়েছিল। যশোর রোডের এখন যা পরিস্থিতি তাতে জরুরীকালীন ভিত্তিতে তা ব্যবহারযোগ্য নয়। ফলে এর সম্প্রসারণ একান্ত প্রয়োজন।'

যশোর রোড গাছ বাঁচাও কমিটির সদস্য অর্নিবান দাস বলেন, এই রাস্তার দুই পাশ দিয়ে যে সমস্ত বড় বড় গাছগুলো আছে। সেগুলোর কোনও বিকল্প নেই। সর্বত্র গাছ কাটার ফলে দিন দিন প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। এখন উত্তর ২৪ পরগণা জেলার একমাত্র যশোর রোডেই রয়েছে এইসব প্রাচীন গাছ। যার মধ্যে অধিকাংশই শিরীষ, মেহগিনির মত মূল্যবান গাছ। আর আপতকালীন পরিস্থিতির জন্যে তো ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক, কল্যানী এক্সপ্রেসওয়ে পুরোটাই চাকদহ রোডের সঙ্গে কানেক্ট হচ্ছে। আর এটা বনগাঁ পেট্রাপোল পৌছাচ্ছে। এর সঙ্গে যশোর রোডের কোনও সম্পর্ক নেই। ফলে যশোর রোডে কোনও চাপ পড়ার কথাই নয়। যশোর রোডকে বাদ দিলে সর্বসাকুল্যে ৮ কিলোমিটারের মত রাস্তা বেশি হবে। এতে কোনও গাড়ির কিছু এসে যায় না। আর গাছের বিনিময়ে গাছ লাগানোর যে কথা, তাতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এমন কোনও জায়গা দেখাতে পারেনি, যেখানে ৩৩৬ টা গাছ কাটলে এর ৫ গুণ গাছ লাগানো যাবে। এ সত্ত্বেও আদালত অবশ্য গাছ কাটার নির্দেশ দিয়েছে। ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে প্রায় ১৯৫০০ গাছ কাটা হয়েছে। তার পরিবর্তে কোনও গাছ লাগানো হয়নি। আমার মতে বলে যশোর রোড চওড়া করার কোনও দরকার নেই। এই রাস্তা চওড়া না করে উন্নয়ন কিভাবে করতে হয়, তার মডেল আমাদের কাছে আছে। সরকার চাইলে তা দিতে পারি।

এ প্রসঙ্গে হাবড়া পুরপ্রধানকে ফোন করা হলে তিনি প্রতিবেদকের ফোন ধরেননি। তবে গাছ কাটার পক্ষে সুপ্রিম কোর্টের রায় দানে যশোর রোড সম্প্রসারণ তরান্বিত হবে বলে আশা করছেন স্থানীয় মানুষ।

বাংলার আকাশ কতটা সুরক্ষিত?

প্রথম পাতার পর

হয়ে যায় তার ফলে অনেকগুলি বিমান উপকূলবর্তী এলাকায় ঘুরপাক খেতে থাকে, সেই আলো বিমানেরই আলো বলে মনে করা হচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন হল কলকাতা এবং উপকূলবর্তী এলাকার আকাশে পরপর যে আলোকবিন্দু চোখে পড়ল সেটা আদৌ ড্রোন থেকে বিচ্ছুরিত না অন্য কী সে ব্যাপারে একটা ধোঁয়াশা থেকেই যাচ্ছে। কারণ প্রশাসনের পক্ষ থেকে বা সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে স্পষ্ট করে কোনও কিছু জানানো হচ্ছে না তাই সাধারণ মানুষের মনে প্রশ্ন জাগছে এই যুদ্ধ যুদ্ধ পরিস্থিতিতে বাংলার আকাশ আদৌ সুরক্ষিত তো?

সুন্দরবনে নদীবাঁধ সংস্কারে

প্রথম পাতার পর

জন্য আমরা বিভিন্ন দপ্তরে যোগাযোগ করেছিলাম। জানা যাচ্ছে, ইতিমধ্যেই সাগর, নামখানা, পাথরপ্রতিমা, মৌসুনি, গোসাবা এলাকায় মাস দুয়েক আগে থেকেই নদী বাঁধ সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে। গঙ্গাসাগর থেকে আমাদের প্রতিনিধি জানাচ্ছেন ইতিমধ্যেই মন্দিরতলা, সাপখালি, শিবপুর, ধবলাট, মুড়িগঙ্গা এলাকায় নদীবাঁধের কাজ চলছে দ্রুতগতিতে। অন্যদিকে, মৌসুনি এবং নামখানার বিভিন্ন নদীবাঁধ এবং পাথরপ্রতিমাতেও কাজ শুরু হয়েছে। সাগর পঞ্চায়েত সমিতির সহ–সভাপতি স্বপন প্রধান এই প্রসঙ্গে জানালেন, 'সাগরের বিধায়ক তথা সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিম হাজরা সেচ দপ্তরকে নদী বাঁধ সংস্কারের জন্য একটি প্রস্তাব দিয়েছিলেন অনেক আগেই। সেই প্রস্তাবকে মান্যতা দিয়ে সেচ দপ্তর সমগ্র সুন্দরবন জুড়ে নদীবাঁধ সংস্কারের কাজ শুরু করেছে অতি দ্রুততার সঙ্গে।' স্বপনবাবু আরো বলেন যে, 'আগে কোন দুর্যোগ হয়ে যাবার পর তারপরে সংস্কার হত কিন্তু এখন সারা বছরই দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য আমাদের নদী বাঁধ সংস্কারের কাজ চলছে তাই আশা করা যায় আসন্ন কোটাল বা যদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয় তার প্রতিরোধ আমরা করতে পারব। ইতিমধ্যেই সমস্ত ফ্লাড সেন্টারগুলোরও সংস্কার করা হয়েছে।' সম্প্রতি ঘোড়ামারা দ্বীপে জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা এসেছিলেন ওখানকার পরিকাঠামো আরো সুন্দর করে সাজানো হচ্ছে। সুন্দরবন নদীবাঁধ ও জীবন জীবিকা রক্ষা কমিটির সম্পাদক অজয় বাইন এই প্রসঙ্গে বলেন, 'সমগ্র সুন্দরবন এলাকায় আমরা দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করে আসছি স্থায়ী ও কংক্রিটের বাঁধ নির্মাণের জন্য। এব্যাপারে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার উভয়েরই উদ্যোগ নেওয়া উচিত। নদীবাঁধ রক্ষা পেলেই তবেই আমাদের জীবন জীবিকা রক্ষা পাবে। আমাদের আন্দোলনকে মান্যতা দিয়েই রাজ্য সরকার এ বছরে বাঁধ নির্মাণের জন্য ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। যদিও টাকার পরিমাণ খুবই কম তবুও এই টাকা দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় সংস্কার শুরু হয়েছে দেখে আমাদের ভালো লাগছে।' অজয় বাবু আরো বলেন, 'নদী বাঁধ সংস্কারের পাশাপাশি এখানকার মানুষকেও সচেতন হতে হবে এবং মজে যাওয়া নদীগুলির নাব্যতা বাড়াতে হবে এবং আরো ম্যানগ্রোভ লাগাতে হবে নদীচরে। যত্রতত্র গজিয়ে ওঠা মেছো ভেড়ির ব্যাপারেও সরকারকে তৎপর হতে হবে।'

জঙ্গীমুক্তি কি শুধুই কল্পনা

প্রথম পাতার পর

পাকিস্তানকে আইএমএফএর ঋণ মঞ্জুর তার ইঙ্গিত স্পষ্ট করে দেয়। চিন ও আমেরিকা পাকিস্তানকে যে অস্ত্র দিয়ে পয়সা কামিয়েছে সেগুলি ভারতের কাছে যেভাবে ধরাশায়ী হয়েছে তা এদের পাকিস্তানের পাশে দাঁড়ানো ছাড়া গতি নেই। সংঘর্ষ আরও কিছুদিন চললে চিন–আমেরিকার অস্ত্রশস্ত্রের বাজার যে আরও কমতো তা সন্দেহ নেই। পাকিস্তানে ভারতের প্রত্যাঘাত দেউলিয়া করে দিয়েছে এই দুই সুপার পাওয়াররে আস্ফালন। পাকিস্তানের মত খদ্দের না থাকলে দুই দেশেরই ক্ষতি। তাই রাশিয়া–ইউক্রেন ও ইজরায়েল–প্যালেস্টাইন যুদ্ধ নিয়ে কারোর মাথা ব্যাথা না তাকলেও ভারতকে থামাতে মাঠে নামতে হয়েছে চিন ও আমেরিকাকে।

অনেকের মতে জঙ্গী দু প্রকার। রাজনৈতিক ও ধর্মীয়। পাকিস্তানের জঙ্গীপনা কোন গোত্রের তা ভাবলেই অনেকটাই পরিষ্কার হয়ে যাবে আসল কারণটা। তবু সকলেই স্পিকটি নট। এতে দু তরফেরই ক্ষতি। ভারতের উত্থান যাদের কাছে অশনি সংকেত তাদের চাই ভারতের ঘাড়ের কাছে থাকা পাকিস্তানের মত ঘাঁটি। আর অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে যদি এই প্রশ্নের উত্তর বেরিয়ে পড়ে তাহলে বেআব্রু হয়ে যাবে ভারতের রাজনৈতিক ভোটসর্বস্ব দলগুলি। তাই পাকিস্তানকে ভারতের জুজু হয়ে থাকতে হবে। তাহলে রাজনীতি থাকবে। ক্ষমতায় মধু থাকবে।

বিশ্বের এই আর্থ–সামাজিক রাজনীতিতে পাকিস্তানের ভূমিকা জনপ্রিয়। ফলে জঙ্গী হাব পাকিস্তানকে ধ্বংস করে বিশ্ব শান্তি স্থাপন কষ্টকল্পনা মাত্র।

নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির

শিক্ষা প্রসার কর্মসূচি 'বিবেক জ্যোতি'

নিজস্ব প্রতিনিধি : ছোট ছোট পায়ে চলতে চলতে শিক্ষা প্রসারে বড় পদক্ষেপ করল নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতি। দক্ষিণ ২৪ পরগণার ক্যানিং মহকুমার বাসন্তী ব্লকের ঝড়খালি বিদ্যাসাগর পল্লীতে গত ২০ মে গ্রামের গরিব শিশু কিশোরদের জন্য কাজ শুরু হল বিবেক জ্যোতি পাঠশালা নির্মাণের। গ্রামবাসী অভিভাবদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রণব ভূষণ গুহ, শাখা সম্পাদক কুনাল মালিক ও স্থানীয় সংগঠক প্রশান্ত সরকার। ওই দিন থেকেই পড়ুয়া তালিকাভুক্তির কাজ শুরু করে দেন মেয়েরা। আশা করা হচ্ছে, আগামী জুন মাসের শেষ সপ্তাহ নাগাদ বিবেক জ্যোতিতে শুরু হয়ে যাবে পাঠদানের কাজ। প্রণববাবু বলেন, শিক্ষা প্রসার কর্মসূচিতে সমিতি ছোট ছোট কাজ করে আসছে। এবার বিবেক জ্যোতি অভিযানের মাধ্যমে প্রত্যন্ত গ্রামে পাঠশালার মত ছোট জায়গা তৈরি করে গরিব ঘরের শিশু কিশোরদের পূর্ণাঙ্গ পাঠদানের প্রয়াস শুরু হল। কুনালবাবু বলেন, সকলের সহযোগিতা পেলে আরও অনেক গ্রামে বিবেক জ্যোতি পাঠদান কেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা রয়েছে সমিতির। সমিতির এই উদ্যোগে খুশি বিদ্যাসাগর পল্লীর বাবা মায়েরা।

অবৈধ বিদেশি তাড়াতে বাংলা এখনও নিষ্ক্রিয়

প্রথম পাতার পর

প্রসঙ্গত, বেশ কিছুদিন আগে আমরা দেখেছিলাম আমেরিকায় যারা অবৈধভাবে বসবাস করছিল তাদের মধ্যে আমাদের ভারতীয় এবং বাংলাদেশিরাও ছিল তাদেরকে কোমরে লোহার বেড়ি পরিয়ে যে যার দেশে ফেরত পাঠানো হয়, যা দেখে আমাদের দেশের অনেক শাসক এবং বামপন্থী নেতারা রে রে করে উঠেছিল। আমেরিকা যে তাদের দেশকে ধর্মশালায় পরিণত হতে দেবে না সেটাই বার্তা দিতে চেয়েছিল আমেরিকা। ভারতও যে আমেরিকার পথে হাঁটতে পারে তা অনেকেই ভেবে অবাক হচ্ছেন। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত তার এক পর্যবেক্ষণে বলেছেন, ভারতবর্ষ গোটা বিশ্বের উদ্বাস্তুদের জন্য কোনদিন ধর্মশালা হতে পারেনা। সংবিধানের ১৯ নম্বর অনুচ্ছেদে আছে একজন ভারতীয় নাগরিকই শুধুমাত্র ভারতবর্ষে থাকতে পারেন। কিন্তু ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যে যখন এই অবৈধ বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গা খেদাও অভিযানের তৎপরতা দেখা যাচ্ছে সেখানে আমাদের পশ্চিমবঙ্গেও একই সার্কুলেশন বা আদেশ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক দিলেও এখানে সেই অর্থে কোনও কিছুই এখনও চোখে পড়ছে না প্রকৃতপক্ষে বাংলা এই প্রসঙ্গে কার্যত নিষ্ক্রিয় হয়ে আছে। প্রসঙ্গত, অনেকেই বলেন পশ্চিমবঙ্গের শাসক দল যারা ক্ষমতায় আছে তারা বাংলাদেশ থেকে আগত অনেক অনুপ্রবেশকারী এবং রোহিঙ্গাদের এখানে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছে এবং তাদের ভোটার কার্ড ও আধার কার্ডও করিয়ে দিয়েছে, যার ফলে ভোট বাক্সে তাদের একটা প্রভাব পড়ে, এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই আবহে ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্র যে আইন করেছে সে আইন কি পশ্চিমবঙ্গ মানবে নাকি সুকৌশলে এড়িয়ে যাবে?

পূর্বাঞ্চলীয় বিদ্যুতে ৪ হাজার কোটি বিনিয়োগ ব্রিটেনের

প্রথম পাতার পর

একইসঙ্গে এই দেশ এখন বিশ্ব অর্থনীতির ট্র্যাকে অত্যন্ত বলীয়ান তেজি ষাঁড়। সুতরাং ভারতে আমাদের এই বিনিয়োগ বিফলে যাবে না বলেই আমি বিশ্বাস করি। দুই দেশের সরকারের মধ্যে পারস্পরিক পরিকল্পনার মধ্যে দিয়েই এই বিনিয়োগের রূপরেখা তৈরি করা হয়েছে।'

বৈদেশিক স্তরে ব্রিটেনের পুঁজি বিনিয়োগ যেখানে অনেকটা আশার আলো যুগিয়েছে এই সভাকে কেন্দ্র করে, রাজ্যের তরফেও সেখানে এই মঞ্চ হয়ে ওঠে আরেক রূপকথার স্বপ্ন বিনিময় ক্ষেত্র। এখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যের অপ্রচলিত শক্তি মন্ত্রকের অতিরিক্ত প্রধান সচিব বরুণ রায় জানান, 'সেক্টর ফাইভে রাজ্য ব্রিটিশ প্রযুক্তির সহায়তায় একটি বৃহৎ মাপের গ্রীণ জোন তৈরি করতে চলেছে। যেখানে একাধিক নিম্ন মাত্রার কার্বন ডাইঅক্সাইড নির্গমন প্রকল্পের পাশাপাশি রুফ সোলার প্রজেক্ট প্রণয়ন করা হবে শীঘ্রই পাবলিক প্রাইভেট যৌথ অংশীদারিত্বের মাধ্যমে। এর ফলে আমাদের রাজ্যে অপ্রচলিত বিদ্যুৎ উৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি পাবে।'

পশ্চিমবঙ্গের হয়ে বিকল্প বিদ্যুৎ উৎপাদনের নবতম পরিকল্পনার সওয়াল করতে গিয়ে বরুণবাবুর পাশাপাশি রাজ্যের শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী শশী পাঁজাও এই বণিকসভার ডায়াসে দাঁড়িয়ে তাৎপর্যপূর্ণভাবে বলেন, 'আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গত ফেব্রুয়ারি মাসে বিশ্ব বাণিজ্য সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন। তাতে বিপুল বিনিয়োগের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে রাজ্যজুড়ে। তারই অংশ হিসেবে পশ্চিম মেদিনীপুরের গোয়ালতোড়ে একটা অত্যাধুনিক সোলার এনার্জি পার্ক নির্মিত হবে শীঘ্রই। যেটি জার্মানির অর্থ সাহায্যে বাস্তবায়িত হবে।'

বাঁকুড়া গোপীনাথপুরে পঞ্চরাত্রী অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া: বাঁকুড়া জেলার ঐতিহ্যবাহী গোপীনাথপুর বকুলতলা হরিনাম সংকীর্তন পঞ্চরাত্রী উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছিল বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ১৯ মে আমন্ত্রিত দল হিসেবে আগামী ডান্স একাডেমীর বিশেষ নৃত্যানুষ্ঠানের ১ ঘন্টা পর্ব নজর কাড়ে সকলের। ১০টি বিভিন্ন আঙ্গিকের নৃত্য পরিবেশন করে আগামী ডান্স একাডেমীর ৫ থেকে ৫৯ বছরের ছাত্র ছাত্রীরা। কৃত্তন আঙ্গিক থেকে সৃজনশীল নৃত্য লোকনৃত্য ও বলিউড নাচ থেকে মারাঠী লাভনি নাচ অনুষ্ঠিত হয়। আগামী ড্যান্স একাডেমির ছাত্রছাত্রীরা প্রত্যেকেই তাদের সুন্দর উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে সবার মন জয় করে। অনুষ্ঠানে অন্যমাত্রা যোগ করেছিল জনপ্রিয় অভিনেত্রী শ্রেয়া সেনগুপ্তের সুন্দর সঞ্চালনা। পাশাপাশি ছিল সারগামাপাখ্যাত জনপ্রিয় সংগীতশিল্পীদের অনুষ্ঠান। মন্ডপসজ্জা, আলোক সজ্জা, মঞ্চসজ্জা থেকে অগনিত মানুষের উপস্থিতি এই আয়োজনকে অন্য মাত্রা দিয়েছিল বলে জানিয়েছেন আগামী ড্যান্স একাডেমির কর্ণধার অনির্বাণ দাস।

বারুইপুরে খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের সন্ধানে ওএনজিসি

নিজস্ব প্রতিনিধি , বারুইপুর : এবার বারুইপুরে খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের ভাণ্ডারের সন্ধানে অয়েল অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস কর্পোরেশন। বারুইপুর থানার বেগমপুরের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ইতিমধ্যে খোঁড়াখুঁড়ির প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। খননকাজ চালানোর জন্য যে যন্ত্রের প্রয়োজন তা নিয়ে আসার জন্য রাস্তা তৈরির কাজও চলছে। জানা গিয়েছে, তিন বছর ধরে এই খনন কাজ চালানোর পরিকল্পনা রয়েছে ওএনজিসি'র। তাই আধিকারিকদের থাকার জন্য ঘর, কনফারেন্স রুম ইত্যাদি তৈরির কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে। জানা গিয়েছে, বারুইপুর পূর্ব বিধানসভার বেগমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ২০০ কলোনি গ্রামে এই কাজ হবে। এই এলাকা থেকে প্রায় ১ কিলোমিটার ভিতরে আছে একটি ফাঁকা মাঠ। বছর দেড়েক আগে ওএনজিসি'র কর্তারা সেখানে পরিদর্শনে এসেছিলেন। মাটির ভিতরের অংশ থেকে কিছু নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে ছিলেন। তাদের অনুমান, সেখানে মাটির ভিতর খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস মিলতে পারে, তাই প্রস্তুত ওএনজিসি। ওই গ্রামে কৃষকদের থেকে জমি অধিগ্রহণ করার কাজ শেষ। তার জন্য তাদের ২ লক্ষ টাকা করে দিয়েছে কেন্দ্রীয় এই সংস্থাটি। এখানে খনন করতে ব্যবহার হবে 'রিক মেশিন'। সেই মেশিন এই এলাকায় নিয়ে আসতে পাকাপোক্ত রাস্তার প্রয়োজন। তাই গ্রামের মেঠো পথকে কংক্রিটের রাস্তায় পরিণত করার কাজ হচ্ছে দ্রুত গতিতে। ওএনজিসি সংস্থা সূত্রে খবর, মেশিন আসার পর খোঁড়াখুঁড়ির কাজ শুরু করা হবে। এ ব্যাপারে বেগমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান রিয়া বর্মন বলেন, 'ওএনজিসি কর্তারা ১০০ শতাংশ আশাবাদী যে, এখানে খনন চালিয়ে প্রাকৃতিক গ্যাস ও খনিজ তেল মিলবে। তাই তারা সবকিছু গুছিয়ে এখানে কাজে নেমেছে। এখানে খনন করে প্রাকৃতিক তেল পাওয়া গেলে এই এলাকার চেহারাটাই পাল্টে যাবে।' কারণ এখানে তেল পাওয়া গেলে এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটবে। বেগমপুর পঞ্চায়েত এলাকার বেশিরভাগ মানুষ বাজি শিল্পের উপর নির্ভরশীল। খনন কাজের পর খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের সন্ধান মিললে তাদের কাছে বিকল্প কর্মসংস্থানের দরজা খুলে যাবে। এ ব্যাপারে বারুইপুর পূর্ব বিধানসভার বিধায়ক বিভাস সরদার বলেন, '১ হাজার একরের ও বেশি জমিতে এই সংস্থা কাজ করবে। এর ফলে এলাকার আর্থিক সমৃদ্ধি ঘটবে। কর্মসংস্থানের পথ খুলবে বলে আমরা খুশি। ওদের যতখানি সহায়তার দরকার আমরা করবো।' বেগমপুরের ২০০ কলোনির বাসিন্দা প্রদীপ মণ্ডল ও শংকর মণ্ডল তাদের নিজেদের জমি ইতিমধ্যে তুলে দিয়েছেন। তাঁরা বলেন, 'আমাদের থেকে জমি অধিগ্রহণ করে টাকা দিয়ে দিয়েছে। এই কাজ হলে এলাকার অনেকের কর্মসংস্থান হবে। আমরা খুশি।'

নাম পরিবর্তন

আলিপুর ফাস্টক্লাস জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের এফিডেফিট বলে আমি ঘোষণা করছি আমার স্বামী ঁসমীর নাহার পিতার নাম আধার ও ভোটার কার্ডে ঁমানোরঞ্জন নাহা ও প্যান কার্ডে ঁমনোরঞ্জন নাহা বলে উল্লেখিত আছে। এই ঁমানোরঞ্জন নাহা ও ঁমনোরঞ্জন নাহা একই ব্যক্তি।

ভারতী নাহা
সুকান্ত পল্লী, বিবিটি রোড,
মহেশতলা, কলকাতা–৭০০১৩৯

সম্পত্তি করের বিল না আসায় ধন্দে শহরবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌরসংস্থার সম্পত্তি করের বিল যেগুলি আগে কেন্দ্রীয় ডাক বিভাগ মারফত কলকাতাস্থিত বাড়ি বাড়ি আসতো, সেগুলি বিগত ২ বছর ধরে সময় মতো বাড়িবাড়ি আসছে না, ফলে কলকাতাবাসীর সম্পত্তি কর জমা করতে অসুবিধা হচ্ছে। এছাড়া পৌরসংস্থার বিভিন্ন নোটিশ যেগুলি সম্পত্তি কর দপ্তর না কলকাতা পৌরসংস্থার অন্যান্য দপ্তর থেকে ইস্যু হয়, সে গুলিও পৌরবাসিন্দারা পাচ্ছেন না।

কলকাতা পৌরসংস্থার ৯৮ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি অরূপ চক্রবর্তীর প্রস্তাব, যেহেতু কলকাতাবাসী কেন্দ্রীয় ডাক বিভাগের গাফিলতিতে সঠিক ভাবে ১০০ শতাংশ পরিষেবা পাচ্ছেন না এবং সম্পত্তি কর জমা করতে এর ফলে অসুবিধা হচ্ছে। নির্দিষ্ট যে তারিখের মধ্যে 'রিবেট পাওয়া যায়, তার সময়সীমাও অতিক্রম করে যাচ্ছে। সেক্ষেত্রে পোস্ট অফিসের খরচখরচা বাবদ পৌরসংস্থার টাকাটা কার্যত নষ্ট হচ্ছে। নতুন নিয়মানুযায়ী বারকোড ছাড়া টাকা জমা নেওয়া যাচ্ছে না। আবার কলকাতা শহরের সব বাসিন্দা প্রযুক্তি ব্যবহারে এখনও এতোটা অভ্যস্ত নন যে, সবাই অনলাইনে নিজের পৌরকর জমা দিতে পারবেন। তাই প্রয়োজনে সংবাদমাধ্যমে বরো ধরে ধরে ওয়ার্ডভিত্তিক বিল জমা দেবার বিষয়ে বিস্তারিতভাবে বিজ্ঞাপিত করেন(শেষ রিবেট তারিখ সহ) কিংবা অন্য কোনওভাবে কলকাতা পৌরসংস্থা 'সোশ্যাল মিডিয়া মারফত যাতে মানুষ বিকল্প পদ্ধতিতে সময় মতো পৌরকর জমা দিতে পারে, সেই উদ্যোগ নেওয়া হোক। এই সমস্যা সমাধানের জন্য মহানাগরিক ও পৌরকর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি বলে জানান অরূপ চক্রবর্তী। তিনি এও বলেন, 'যে গতবছর ২০২৪ সালে আমি আমার নিজের বাঘাযতীন কলোনির বাড়ির সম্পত্তি করের বিল পাইনি। আমার ওয়ার্ডের একাধিক বাসিন্দা এসে একাধিকবার রিপোর্ট করছে।'

এবিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'কলকাতা পৌরসংস্থা থেকে কেন্দ্রীয় ডাকবিভাগ মারফত স্পিড পোস্টে গত অর্থবর্ষে ৯.১ লক্ষ অ্যাসেসি নম্বরে বিল পাঠানো হয়েছিল। এরমধ্যে ৩৪ হাজার বিল সঠিকভাবে প্রদান করা যায়নি। হোয়াটস অ্যাপেও ট্যাক্স হোল্ডারদের ট্যাক্স জমার দিনক্ষণ জানানো হয়। এসএমএসেও ট্যাক্স জমার দিনক্ষণ জানানো হয়। কলকাতা পৌরসংস্থার অ্যাসেসমেন্ট–কালেকশন দপ্তরের কর্মীরা সম্পত্তি কর দাতাদের থেকে মোবাইল নম্বরগুলিও আপডেটেটের কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। এগুলি সম্পূর্ণ হয়ে গেলে যে অসুবিধা গুলি এখনও আছে, সেগুলি আর থাকবে না।'

পুরনো কর মূল্যায়নে আর্থিক ক্ষতি পুরসভায়

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌরনিগম আইন, ১৯৮০ – র ১৭১ নম্বর ধারানুযায়ী ২০১৭ সালের ১ এপ্রিল কলকাতা পৌর এলাকায় সম্পত্তি কর নির্ণয় পদ্ধতিতে 'সেলফ অ্যাসেসমেন্ট' প্রথার প্রচলন হয়েছিল। কলকাতা পৌরসংস্থার মধ্য কলকাতার ৪৮ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি সিএবি'র প্রাক্তন সচিব বিশ্বরূপ দে'র বক্তব্য, আজও পর্যন্ত কলকাতা পৌর এলাকার মাত্র ৩০ শতাংশ সম্পত্তি এই 'ইউনিট এরিয়া অ্যাসেসমেন্ট' পদ্ধতিতে এসেছে। এর ফলে কলকাতা পৌরসংস্থা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এছাড়াও ২০১৭ – ১৮ থেকে গত ৮টি অর্থবর্ষে কলকাতা পৌর এলাকাবাসীর যাঁরা স্যাফের অধীনে ইতিমধ্যেই এসেছেন, তাঁরা একরকম কর কাঠামোর আওতায় আছেন। কিন্তু যাঁরা স্যাফের অধীনে আজও আসেননি, তাঁরা পুরনো 'অ্যানুয়াল রেটেবল ভ্যালু কর কাঠামোর মধ্যেই আছেন। যা একরকমই অনৈতিক এবং আইন বিরুদ্ধ।

বিশ্বরূপ দে'র প্রস্তাব, কলকাতা পৌরসংস্থার উচিত চলতি অর্থবর্ষের আগামী ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে কলকাতা পৌর এলাকার সমস্ত সম্পত্তিকে স্যাফের অধীনে আনা। এব্যাপারে জরুরিভিত্তিতে প্রচারমাধ্যমে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ এবং ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে সচেতনতা শিবির করা প্রয়োজন। শহরবাসীকে এই বিষয়ে আগ্রহী করে তুলতে কলকাতা পৌরসংস্থার উচিত আগামী ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে যে সমস্ত শহরবাসী স্যাফের অধীনে আসবেন, তাঁদের জন্য সম্পত্তি করে অতিরিক্ত ৫ শতাংশ 'রিবেট ঘোষণা করা। এরই সঙ্গে যাঁরা এই সময়সীমার মধ্যে স্যাফের অধীনে আসবেন না, তাঁদের বিরুদ্ধে কলকাতা পৌরসংস্থার কঠোরতম সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত বলে বিশ্বরূপ দে'র প্রস্তাব।

এ বিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থা মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, কলকাতার মোট সম্পত্তি করদাতাদের মধ্যে গত ৮ বছরে ৪০ শতাংশ সম্পত্তি করদাতা ইউএএ পদ্ধতিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। কলকাতা পৌরসংস্থার সম্পত্তি কর মূল্যায়ন ও আদায় দপ্তর থেকে প্রায়ই বিভিন্ন ওয়ার্ডে ইউএএ পদ্ধতি নিয়ে সচেতনতা শিবির করা হচ্ছে। আর নতুন যে বাড়ি গুলি হচ্ছে, সেগুলিতে শুরু থেকেই ইউএএ পদ্ধতি সম্পত্তি কর গ্রহণ করা হচ্ছে।

মহানাগরিক আরও জানান, কলকাতা পৌরসংস্থার কাছে আইনের কোনও পজিশন নেই, যে যাঁরা আজও ইউএএ পদ্ধতি না আসার জন্য পিনাল অ্যাকশন করতে পারা যাবে। বা জোর করতে পারবো। কারণ কলকাতা পৌরসংস্থাকে একটি আইনের মধ্যে দিয়ে চলতে হয়। তবে আমি আশা করি যে, আগামী বছর দুয়েকের মধ্যে ইউএএ পদ্ধতি একটি উল্লেখযোগ্য অবস্থায় যেতে সক্ষম হবে। তবে যৌথ সম্পত্তিতে এই পদ্ধতিতে একটা অসুবিধা হচ্ছে। এআরভি পদ্ধতি সম্পত্তি কর দেওয়া বহু পুরনো বাড়ির মালিকরা এটা ঠিক বুঝতে উঠতে পারছে না। তাদের সম্পত্তি কর মূল্যায়ন দপ্তর থেকে বোঝানো হচ্ছে। কর মূল্যায়ন দপ্তরের উদ্যোগে বছর দুয়েকের মধ্যে সম্পূর্ণ করে ফেলতে পারবো।

মিটতে চলেছে পাতিপুকুর আন্ডারপাসের নিকাশি সমস্যা

বরুণ মণ্ডল : উত্তর–পূর্ব কলকাতার পাতিপুকুর রেল ব্রিজের আন্ডারপাসের দীর্ঘদিনের নিকাশি সমস্যার একটা স্থায়ী সমাধানের দিকে চলেছে। দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু আন্ডারপাসের নিকাশি সমস্যার আমূল সংস্কার করতে কলকাতা পৌরসংস্থার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিমকে অনুরোধ করেন। আর তাতেই মেয়র পারিষদ তারক সিংহের নেতৃত্বে নিকাশি দপ্তরের উদ্যোগে এই সংস্কার কাজ চলছে।

প্রকৃত ঘটনা হল, সর্বপ্রথমে পাতিপুকুর রেল ব্রিজের আন্ডারপাসের তলদেশে প্রায় ১.৭ কিলোমিটার ভূগর্ভস্থ নিকাশি নালাটি তৈরি করেছিল কলকাতা নগরোন্নয়ন সংস্থা(কেএমডিএ)। আর পরবর্তী সময়ে সেটির দেখভালের দায়িত্ব দিয়েছিল দক্ষিণ দমদম পৌরসভাকে। চূড়ান্ত গলদ হল এইটিই। কারণ এই জায়গাটি হল দমদম পৌরসভার শেষ সীমানা আর কলকাতা পৌর এলাকার প্রবেশ পথ– আন্ডারপাস দেখেই বোঝা যায়। উত্তর–পূর্ব কলকাতা পৌর এলাকার প্রায় সব বর্জ্য জল পাতিপুকুর আন্ডারপাসের তলদেশে ভূগর্ভস্থ নিকাশি নালা দিয়ে কেষ্টপুর খালে গিয়ে পড়বে। আর দক্ষিণ দমদম পৌরসভা সেই নালা পরিষ্কার রাখার দায়দায়িত্ব নেবে। নালা ব্যবহার করবে কলকাতা পৌরসংস্থা আর সেই নালা পরিষ্কার রাখার দায়দায়িত্ব নেবে দক্ষিণ দমদম পৌরসভা। খাজনা পকেটে পুড়বে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আর সমাজের উন্নয়নের প্রজাদের সমস্যা সমাধান করবে বাংলার পরাধীন নবাব। বাঃ, মজারমজা। ঠিকই করেছে দক্ষিণ দমদম পৌরসভা রেলব্রিজ তৈরি হলেও পাতিপুকুর আন্ডারপাসের ভূগর্ভস্থ নিকাশি নালা সংস্কারে তেমন কোনও গুরুত্বই দেয়নি। সজাগসচেতন মন্ত্রী সুজিত বসু চূড়ান্ত গলদটা ধরতে পেরে কলকাতা পৌর কর্তৃপক্ষকে ফোন করেছে। নিকাশিনালা পরিষ্কারের দায়িত্ব ভার নেওয়ার জন্য।

কলকাতা পৌরসংস্থার ৩ নম্বর ওয়ার্ডস্থিত পাতিপুকুর আন্ডারপাসের তলদেশে ভূগর্ভস্থ নিকাশি নালায় দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা ক্রংক্রিটের চাঙড়ের মতো ময়লা পলি তোলার সিদ্ধান্ত দীর্ঘ কমবেশি ২৫ বছর ঝুলে ছিল। দীর্ঘদিনের পলি তুলতে গিয়ে কী উঠছে। একাধিক প্লাস্টিকের বস্তা। একাধিক মুখবাঁধা চটের বস্তা। তাতে কোনওটার মধ্যে প্লাস্টিকের বোতল, কোনওটায় লেপ–তোশক, রাবিশ গুড়ো। মেয়র পারিষদ তারক সিংহ এমনই রিপোর্ট দিয়েছেন মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিমকে। রিপোর্ট দেখে কেএমডিএ–র চেয়ারম্যান পৌর মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'মনে হচ্ছে অন্তর্ঘাত। এসব মনুষ্যসৃষ্ট। কেএমডিএর কোন ইঞ্জিনিয়ার এই কাজ করেছিল, তা তদন্ত করা হবে।'

ঘণ্টায় ২২ মিমি জল ধারণ ক্ষমতা শহরের

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গে ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাসের পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতা পৌরসংস্থা প্রস্তুত বলে নিকাশি দপ্তরের মেয়র পারিষদ তারক সিংহ জানান। কেন্দ্রীয় পৌরভবনে ২১ মে তিনি জানান, ঘণ্টায় ২২ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টির জল নিষ্কাশনের পরিকাঠামো রয়েছে কলকাতা পৌর এলাকায়। নিকাশিনালা থেকে ৮০ শতাংশ পলি ইতিমধ্যেই তুলে ফেলায় সেগুলির জলধারণ ক্ষমতাও আগের তুলনায় অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে হুগলি নদীতে জোয়ারের সময় বৃষ্টি হলে নদীর লগগেট বন্ধ থাকায় সেই জল বের করতে একটু সময় লাগবে। তবে ভারী বৃষ্টি হলেও কলকাতা শহরের কোনও জায়গাতেও জল একদিনের বেশি জমে থাকবে না বলে তিনি দাবি করেন।

ঐতিহ্য ও আধুনিকতার সংমিশ্রনে সেজে উঠল আয়কর ভবন

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতার হৃদয়স্থলে, ৩ গভর্নমেন্ট প্লেস (পশ্চিম)–এ অবস্থিত ঐতিহাসিক আয়কর ভবন এক মহিমান্বিত আলোকসজ্জার মাধ্যমে ইতিহাস ও সৌন্দর্যের অপূর্ব মেল বন্ধনে সেজে উঠল। যা শুধুমাত্র একটি ভবনের আলোকায়ন নয়, বরং ভারতের অন্যতম প্রাচীন প্রশাসনিক সৌধের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও স্থাপত্যিক মহিমাকে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার এক অমর প্রয়াস।

১৮৯০–৯১ সালে ইম্পেরিয়াল সেক্রেটারিয়েট হিসেবে নির্মিত এই ভবন বহুকাল ধরে কলকাতার সাংস্কৃতিক ও প্রশাসনিক ঐতিহ্যের এক অমোঘ প্রতীক হিসেবে বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। চৌরঙ্গীর আয়কর ভবন প্রতিষ্ঠার পূর্বে এই সৌধই ছিল পশ্চিমবঙ্গের আয়কর বিভাগের প্রাণকেন্দ্র, যেখানে কমিশনার অফ ইনকাম ট্যাক্স, বেঙ্গল–সহ উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা তাঁদের দায়িত্ব পালন করেছেন। এই ভবনের প্রতিটি ইঁট–পাথর ইতিহাসের নীরব সাক্ষী, যা সময়ের স্রোতে অটল থেকে ঔপনিবেশিক স্থাপত্যের গৌরব বহন করে চলেছে।

২৩ মে সন্ধ্যায় আলো ঝলমল এই

ভবনের উদ্বোধন করে পশ্চিমবঙ্গ ও সিকিম অঞ্চলের প্রধান মুখ্য আয়কর আয়ুক্ত, নীরজ কুমার বলেন, 'এই আলোকসজ্জা ও হেরিটেজ আর্কাইভ আমাদের গৌরবোজ্জ্বল অতীতের সঙ্গে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে যুক্ত করবে। এটি কেবল একটি ভবনের সৌন্দর্যায়ন নয়, বরং আমাদের ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা ও দায়িত্ববোধের প্রকাশ।' তিনি আরও আশা ব্যক্ত করেন, এই উদ্যোগ বিভাগের সকল সদস্য ও নাগরিকদের মধ্যে গর্ব, আত্মপরিচয় এবং জাতীয় দায়িত্ববোধকে আরও গভীর করবে।

বহুতলের ছাদ নিয়ে চিঠি

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌরসংস্থা দুর্ঘটনা রোধে আবাসিক বহুতল বা বাণিজ্যিক বহুতলের ছাদ বিক্রি বন্ধ করতে আঁটসাট বেঁধে নেমে পড়েছে। কলকাতা পৌরসংস্থাকে অন্ধকারে রেখে যাতে ছাদ বিক্রি না করা যায়, সেজন্য সল্টলেক সিটি সেক্টর–৫ –এর 'ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ রেজিস্ট্রেশন অ্যান্ড কমিশনার অফ স্ট্যাম্প রেভিনিউ, ডিরেক্টরেট অফ রেজিস্ট্রেশন অ্যান্ড স্ট্যাম্প রেভিনিউকে চিঠি লিখে অনুরোধ জানিয়েছেন কলকাতা পৌরসংস্থার মহাধ্যক্ষ ধবল জৈন। ২০ মে'র এই চিঠির পর কলকাতার কোনও বহুতলের ছাদ বিক্রি বা মালিকানা বদলের রেজিস্ট্রেশন এবং মিউটেশন সার্টিফিকেট মিলবে না বলে কলকাতা পৌরসংস্থার দাবি। কলকাতা পৌরসংস্থা সূত্রে, ২০০৯ সালের কলকাতা পৌরসংস্থার বিল্ডিং রুলের ১১৭(৪) ধারা অনুযায়ী কলকাতা পৌর এলাকার কোনও বহুতলের ছাদ বা ছাদের ওপর কোনও চিলেকোঠা বা অন্য কোনওভাবে বিভাজন করা যাবে না। বহুতলের ছাদের উপর নির্দিষ্ট আবাসনের প্রতিটি আবাসিকের সমান ভোগ দখলের অধিকার রয়েছে। যে কোনও বিপর্যয় মোকাবিলায় খোলা ছাদের গুরুত্ব অপরিসীম।

একাদশে ভর্তির রেজিস্ট্রেশন হবে অনলাইনে

নিজস্ব প্রতিনিধি : চলতি ২০২৫–২৬ শিক্ষাবর্ষে যেসব ছাত্রছাত্রীরা একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছে বা হতে চলেছে, তাদের জন্য পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ উচ্চমাধ্যমিক স্তরের জন্য নাম ও বিষয় রেজিস্ট্রেশনের জরুরি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া জুন মাসের ২ তারিখ সোমবার শুরু হয়ে ৩০ জুন সোমবার পর্যন্ত চলবে। রেজিস্ট্রেশনের প্রসেস সম্পূর্ণ রূপে অনলাইনে হবে। ছাত্রছাত্রীদের রেজিস্ট্রেশন করাবেন বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। রেজিস্ট্রেশন পোর্টাল নম্বর হল <https://wbchseapp.wb.gov.in/>। ছাত্রছাত্রীদের আধার কার্ড, মাধ্যমিক পরীক্ষার অ্যাডমিট ও মাধ্যমিকের মার্কসিটের দুটি করে জেরক্স কপি লাগবে।

এছাড়াও তাঁদের 'নির্বাচিত বিষয়গুলি আগে থেকেই লিস্ট করে রাখতে হবে। সর্বমোট রেজিস্ট্রেশন খরচ পড়বে ১৯০ টাকা(রেজিস্ট্রেশন ফি ৭৫ টাকা। ফর্ম প্রসেসিং ফি ৪৫ টাকা। কনভিনিয়েন্স ফি ৩০ এবং রেজাল্ট প্রসেসিং ফি ৪০ টাকা)। নিজ নিজ বিদ্যালয়ের নির্দেশিকা মেনে সময় মতো সমস্ত তথ্য, রেজিস্ট্রেশনের টাকা স্কুলের কাছে জমা করতে। ৩০ জুনের পরে হলে দেরি ফি লাগবে ১৫০ টাকা। এছাড়াও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ ছাত্রছাত্রী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শিক্ষিকাদের উদ্দেশ্যে স্পষ্টভাবে জানিয়েছে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ হয়ে গেলেও ভর্তি হওয়ার সময় যে যে বিষয়গুলি ছাত্রছাত্রীরা বেছে নিয়েছিল, তা রেজিস্ট্রেশনে না উঠলে ছাত্রছাত্রী উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের নথিভুক্ত বলে গণ্য হবে না। সমস্ত বিদ্যালয়ের প্রধানদের ডব্লুবিসিএইচএসই–এর 'অফিসিয়াল পোর্টালে লগইন আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে নির্ধারিত জুন মাসের মধ্যে সমস্ত রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে বলে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ থেকে বলা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রেজিস্ট্রেশন হল উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার পথের প্রথম ধাপ। তাই ছাত্রছাত্রী ও তার অভিভাবকদের বিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করে নির্ধারিত জুন মাসের মধ্যেই রেজিস্ট্রেশন নিশ্চিত করে নেবেন।

বার্তা

ডবল প্রটেকশন : হেলমেট সঙ্গে প্রখর রোদের থেকে বাঁচতে বাইরে উপরে লাগানো হয়েছে ফাইবার শেড। ছবি : অভিজিৎ কর

দুর্ভোগ : বৃষ্টিতে জল জমে চলাচল বন্ধ মুরারই আন্ডারপাসে দুর্ভোগে সাধারণ মানুষজন। ছবি : অভীক মিত্র

অর্চনা : হরেকৃষ্ণ শেঠ লেন বড় শীতলা মাতার বার্ষিক বিশেষ পুজো, হোম ও চণ্ডীপাঠের আয়োজন করা হয়। প্রচুর ভক্ত মায়ের কাছে দণ্ডি কাটেন ও ধুনো পোড়ান। সন্ধ্যায় ভক্তদের প্রসাদ বিতরণ করা হয়। পুজোর আসনে ছিলেন পরিমল চক্রবর্তী। ছবি : সিদ্ধার্থ দত্ত

সম্মাননা : কলকাতা প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে ১৯৮৯ সালে হিমাচল প্রদেশের পার্বত্য উপত্যকায় ১৯,৫০০ ফিট গিরি শৃঙ্গ জয় করেছিলেন মাণিক ব্যানার্জি, কল্পনা ঘোষ, প্রবাল চক্রবর্তী, উজ্জ্বল গাঙ্গুলি, অর্চনা ভট্টাচার্য, শমীক অধিকারী এবং তরুণ কুমার সরকার। গত ২০ মে তাঁদেরকে সংবর্ধনা দিল কলকাতা প্রেস ক্লাব। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। তথ্য ও ছবি : শ্রীধর মিত্র

যাওয়া আসার পথে পথে

আমরা তো নেপালি, আমাদের মুখ দেখলেই টাকা বেড়ে যায়

প্রিয়ম গুহ

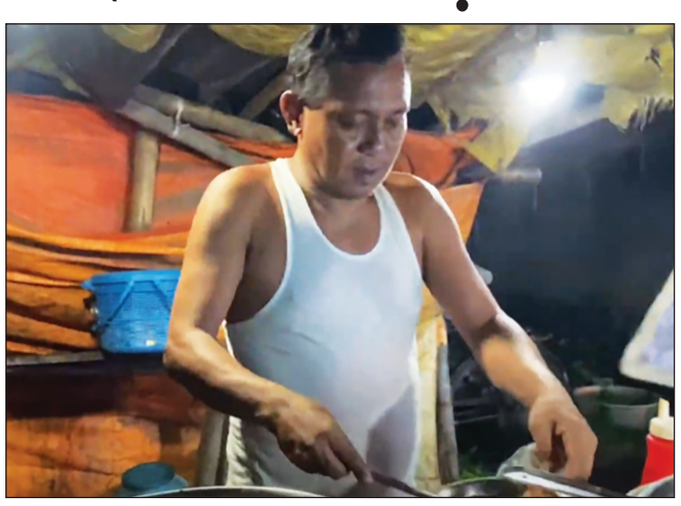

দু–চাকা গড়াতে গড়াতে পৌঁছলো টিটাগড়ের ওল্ড ক্যালকাটা রোডের এক সরকারি আবাসনের সামনে। শহরের ছোঁয়া প্রাপ্ত গ্রামের রাস্তাগুলো আলো–আঁধারিতে বেশ অন্য গল্প এঁকে চলেছিল মনের মধ্যে। প্রীতমের হাতে গুগল ম্যাপটা ছিল বলে রক্ষে। হঠাৎ চেঁচিয়ে বলল, এটাই হল সুপ্রষিদ্ধ নেটপাড়ার বা এখনের ফুড ভ্লগারদের মোমো পাড়া। তবে ইদানিং মোমোপাড়ার জৌলুস অনেকটাই কমে গিয়েছে। রাস্তার দু–ধারে মোমোর দোকান সেভাবে চোখে পড়ল না। রাস্তার এক প্রান্তের দুটি দোকানে মহিলারা মোমো শিল্পকে বাঁচিয়ে রেখেছে মোমোপ্রেমীদের জন্য।

হাঁটতে হাঁটতে এসে বসলাম রাস্তায় ঢোকার মুখের প্রথম দোকানটিতে, চলছিল নেপালি গান তাতে সুর মেলাচ্ছিল আর মোমো তৈরি করছিল একজন। আমরা বসে মোমোর প্লেটটা হাতে নিয়ে নাম জিজ্ঞেস করতে সে বলল রাজু তামাং। খুব পরিচিত এক নাম ইউটিউব বা রিলসের জগতে। মোমো পাড়ার ইউএসপি হল ইনিই। কেন, না জানিনা হঠাৎ আমাদের কাছে তার গল্প বলতে শুরু করলেন। এই মোমো পাড়ায় প্রথম দোকান তার। এরপর আরো একটা দুটো দোকান চালু হয়েছিল আর ভ্লগারদের দৌলতে পাড়ার সব লোকই প্রায় এই ব্যবসায় নেমে পড়ে। পাড়ার নাম ছড়িয়ে যায় দূরদুরান্তে। কিন্তু বর্তমানে সবই অতীত, একমাত্র টিকে আছে রাজু দা। ভাঙা ভাঙা বাংলায় তার দার্জিলিংয়ের বাড়ির কথা বলতে লাগল। চা বাগানের কাজ করতে করতে তার বাবা অনেক অল্প বয়সেই কলকাতায় পাড়ি দেয়। এরপর গাড়ি চালানো ছাড়াও বিভিন্ন কাজ করতেন। শুয়ে থাকতেন বড় গঙ্গার ধারে। রাজুদা খুব উৎসাহের সঙ্গে বললেন, 'আমার বাবা নেতাজিকে পালাতে দেখেছেন। তখন বুঝতে পারেননি কিন্তু পরে যখন দেশ জুড়ে চাউড় হল তখন দুইয়ে দুইয়ে চার করলেন তিনি।' এরপর কলকাতা কর্পোরেশনের এক আধিকারিকের চিঠিতে কর্পোরেশনের ড্রাইভার হিসেবে নিয়োগ হওয়ার পর আর ঘুরে তাকাতে হয়নি। দার্জিলিংয়ের পাটও চুকিয়ে গিয়েছে। প্রথমে সংসার শুরু হয় ট্যাংরার এক বাড়িতে। রাজুদা বললেন, সেখানেই তার জন্ম। অনবরত বলে চলেছেন রাজুদা,আমরাও শুনছি। অদ্ভুত এক কথা বললেন তিনি, ট্যাংরার ওই বাড়িটির কিছু অংশ নাকি প্রত্যেক পূর্ণিমায় ভেঙে পড়ে। পূর্ণিমার পর পূর্ণিমা যায় আর বাড়িটি ছোট হতে হতে দাঁড়ায় এক তলায়। এবার ওই তলাটিও ভেঙে যাওয়ার পালা। তাই পূর্ণিমার অপেক্ষা না করে তার বাবা পুরো সংসারটি নিয়ে চলে আসে টিটাগড়ের এই ওল্ড ক্যালকাটা রোডের আবাসনে। যদিও কলকাতা তাদের পিছু ছাড়েনি। খুব বেশিদিন হয়নি তার পিতার মৃত্যু হয়েছে। বয়স হয়েছিল ১০৮ বছর। আক্ষেপ রয়ে গেল আর কয়েক বছর আগে আসলে হয়তো দেখা হতো চলন্ত ইতিহাসের সঙ্গে।

রাজুদার দোকানও বহু বছরের। তার আগে তিনি বিভিন্ন জায়গায় 'সেফ'–এর কাজ করেছে। এই দিয়েই তারও সংসার বেশ স্বচ্ছন্দেই চলছে। ছেলে বড়ো হয়েছে। চাকরি করছে। রাজুদা আবারও উৎসাহের সঙ্গে বললেন তিনটে বছর সময় পেলে বিদেশে পাড়ি দিয়ে কয়েক লক্ষ টাকা ঘরে আনতেন তিনি। কিন্তু ছেলে এখানের ব্যবসাটা ধরতে রাজি নয়। জিজ্ঞাসা করলাম কি করে এত টাকা আনতেন। হাসতে হাসতে বললেন একজন বলেছিলেন, তিনি বিদেশে নিয়ে যাবেন ওখানে এক হোটেলে রান্না করবার জন্য। তিনি যত টাকা দিয়ে নিয়ে যেতেন তার থেকে দুগুন টাকা অন্য হোটেলের মালিক দিত। এরপর

হতো তিনগুন। ঠিক বুঝতে না পেরে সরল করে বলতে বললাম। রাজুদা বললেন, 'যেই দামে একটা হোটেলে রান্না করব, ওই হোটেলকে টেক্কা দেওয়ার জন্য পাশের কোনও হোটেল আমাকে দ্বিগুণ টাকা দিতে বাধ্য। এরপর অন্য হোটেল আমি যা চাইবো তাই দিতে বাধ্য। আসলে রান্নাটা জানা আর নেপালি থোবরা।' আবার একটু হোঁচোট খেলাম আমাকে দেখে বুঝতে পেরে রাজুদা বললেন, 'আমারা তো নেপালি আমাদের মুখ দেখলেই টাকা বেড়ে যায়।' কী অদ্ভুদ কথা, কানে বাজতে লাগল। বাইক চালু করতে করতে বললাম রাজুদা আবার আসবো অনেক গল্প বাকি রইল।

সত্যিই তো ভেবে দেখিনি এইরকম নেপালিরা যেইখানে রান্না করে সেখানেই মানুষ চিনা খাবার খেতে ছুটে যায়, ভাবে তারাই সুস্বাদু চিনা খাবার রান্না করতে পারে। মুখ দিয়েই চলে পেট...। বুঝলাম প্রতিটি কোণায় কোণায় কতো মানুষই না তাদের নিজ নিজ গল্প লিখে চলেছে।

ছবি : প্রীতম দাস

ভ্রম সংশোধন

১৭ মে ২০২৫ আলিপুর বার্তা পত্রিকায় ছয়ের পাতায় প্রকাশিত শিক্ষকের অভাব সত্ত্বেও সেরার তালিকায় নিরোল হাইস্কুল শীর্ষক প্রতিবেদনে মহম্মদ সেলিমের প্রাপ্ত নম্বর ৬৯২ (৯৮.৮৫৭%) পড়তে হবে। অনবধান বশত ত্রুটির জন্য দুঃখিত।

রানীকুঠি আঙ্গিক আয়োজিত ‘আঙ্গিক উৎসব ২০২৫’

যোগেশ মাইম অ্যাকাদেমি
বাবুল কৃষ্ণ দে

অনুষ্ঠানের শুরু হল রবীন্দ্র নৃত্য পরিবেশনার মধ্যদিয়ে। নৃত্যে অংশগ্রহণ করলেন প্রাঞ্জলী, বিপাশা এবং সুনিধি। শুরুতে বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ‘জন্মভূমি আজ’ কবিতাটি পাঠ করে অনুষ্ঠানের পারদ খুব উচু তারে বেঁধে দিল দলের কর্ণধার বাবুয়া। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত নাট্য সমালোচক ও বিদগ্ধ পণ্ডিত রঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায় এবং দীপক দাস। বিশিষ্টনাট্য ব্যক্তিত্ব উদয়ন চক্রবর্তী অনিবার্য কারণবশত উপস্থিত হতে পারেননি।

অতিথিবর্গকে সম্মাননা জানালেন দলের সভাপতি সুতপা চক্রবর্তী এবং সন্তু সাধুখাঁ।

স্বল্প ভাষণে রঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায় রানীকুঠি আঙ্গিক দলের প্রযোজিত অন্যান্য নাটকের কথা উল্লেখ করেন। বিশেষ করে বাতিঘরে নাটকটির কথা ও তার সামাজিক বার্তাটির কথা উল্লেখ করেন। বাস্তবিক বাবুয়া একেবারে নাটক নিবেদিত প্রাণ। নাটকে ছাড়াও বাঁচতেও পারবে না। ওদের নাটক গাঙপাড় মানুষের মৈত্রীর কথা বলে। নাটক এমন একটি পৃথিবী গড়তে চায় যেখানে কোন ভয় থাকবেনা। মানুষ আনন্দে নিশ্বাস নিতে পারবে।

দীপক দাস তার স্বল্প ভাষণে বললেন, থিয়েটারের মানুষ হতে গেলে আগে থিয়েটারকে বুঝতে হবে, ভালবাসতে হবে। মনোজদার কাছে এটা আমার শিক্ষা। মনোজ দা আমার নাট্যগুরু। শেষদিন পর্যন্ত তার সঙ্গে ছিলাম। এরপর মনোজ মিত্রের স্বর নকল করে বাঞ্ছারামের বাগানের একটি দৃশ্যের পাঠ অভিনয় করে শ্রোতাদের মন জয় করে নিলেন।

প্রায় প্রতি বছরই রানীকুঠি আঙ্গিকে নানা কর্মসূচি পালন করে থাকে। যেমন কর্মশালা নাটকের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সেমিনার ও নাট্য উৎসবের আয়োজন করা। একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি ওর ডাকে কোনও নাটকবন্ধুই সাড়া না দিয়ে পারবে না। প্রায় সকলের কাছে বাবুয়া একজন জনপ্রিয় বন্ধু। বাবুয়া শুধু নাট্যদল চালায় না ও একজন সফল অভিনেতা ও নির্দেশক। আমি ব্যক্তিগত ভাবে ওর ডাকে সাড়া না দিয়ে পারি না। ওকে প্রায় বিশ বছর ধরে দেখছি নাটকই ওর ধ্যানজ্ঞান। নাটকের জন্য ও প্রায় সবকিছুই ছেড়েছে কিন্তু কোনও কিছুর জন্য নাটককে ছাড়তে পারবেনা। নাটকই ওদের পথ দেখাবে। এ পথ একলা চলার নয়। সকল দলকে একসাথে চলতে হবে। চাই সমবেত প্রয়াস। আমাদের আরও বেঁধে বেঁধে থাকতে হবে।

এরপর নাট্যানুষ্ঠান। প্রথম নাটক নবাঙ্কুর মুখার্জী পাড়া লেন প্রযোজিত ‘ডিরেক্টারস গাট’। রচনা নির্দেশনা এবং অভিনয় শান্তনু চক্রবর্তী। এই নাটক একটি ‘পারিবারের রোজনামচা’। নাটকের নানান সমস্যা, গ্রান্ট পাইয়ে দেবার জন্য কাটমানি সরকারি গ্রান্ট দিয়ে নাটকে খরচ না করে বাড়ি গাড়ি বানানো এইসব বাস্তব ঘটনা নাটকে এসেছে।

তারপর ক্লাইম্যাক্সে একটু বদল আসে। তারপর অনেক ভুল বোঝাবুঝির পর নাটক আবার নাটকে ফিরে আসে। দেখতে মন্দ লাগেনি। আর যারা অভিনয় করলো প্রিয়াঙ্কা ভাওয়াল, শম্ভুনাথ মল্লিক, সুব্রত ঘোষ, অন্যন্যা বেরা, অভ্রজ্যোতি ব্যানার্জি, সায়ন্তন দাস এবং শান্তনু চক্রবর্তী। আলো– বাবলু সরকার, আবহ– অঙ্কন, অঙ্গবিন্যাস– মহারাজ ব্যানার্জি। দ্বিতীয় পরিবেশনা– কসবা উত্তরণ প্রযোজিত ‘ভুল রাস্তা’। নাটক বাদল সরকার, নির্দেশনা সুজিত ঘোষ। লোকনাট্যের অঙ্গিকে সাজানো উপস্থাপনা। জমজমাট পালা। তবে আরো একটু টাইট করতে পারলে, আরো দৃষ্টনন্দন হত। এধরনের উপস্থাপনায় দলগত সংহতি বড়ই দরকার। সেটা আরো একটু সিঙ্কোনাইজ করা দরকার। নাটকের সামাজিত বার্তাটি বেশ যুতশই। আমার বেশ ভাল লেগেছে। শিল্পী নীলাঞ্জনা রাহা বেশ দক্ষ শিল্পী। আর যারা অভিনয় করলেন বীণা, রজত, শুভব্রত, সঞ্জয়, সৌম্যব্রত, প্রদীপ, পলাশ, শান্তনু, বিকাশ, সমীর, সোনালী, আলপনা, তনুশ্রী, ঈশানী, দেবমাল্য, স্বপ্না, মিঠুন, শম্পা, জুলিয়া, অমৃতা, গোবিন্দ ও সুজিত। আলো– জয়ন্ত দাস।

শেষ নাটক টালিগঞ্জ রঙ্গব্যঙ্গ অদ্বিতীয়া প্রযোজিত নাটক – ‘হাসিতে ফাঁসিয়ও না’। নাটক গৌতম রায়, নির্দেশনা – সুশান্ত নীল ঘোষ। হাস্যরত্মক উপস্থাপনা– অর্থাৎ কমেডি নাটক। এরা এধরনের নাটকে অনেক দক্ষতা ও বুৎপত্তি দেখাতে পেরেছে। ওদের অন্যান্য প্রযোজনাগুলিও বেশ মজার। অভিনয়ে সুশান্ত নীল ঘোষ। নিতা রায়, মালা গুহ ঠাকুরতা, সানি ভৌমিক, মানস দাস, বিশ্বরূপা গাঙ্গুলি, রিনি গাঙ্গুলী, অভিপ্রিয়া ধর। মঞ্চ– নীরাঞ্জন ও পিনাকি। আলো– কুমার সুমন, আবহ– প্রদীপ্ত গুহ ঠাকুরতা।

উপসংহারে দু–একটি কথা বলা প্রয়োজন। থিয়েটারকে প্রতিবাদি হয়ে উঠতেই হবে। কোনও সরকারের তরফদারি করার জন্য থিয়েটার নয়। থিয়েটার শুধু শিল্পকলা ও বৃহত্তর সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ থাকবে। থিয়েটারে লড়াই জারি রাখতেই হবে। কোনও চাটুকারিতা থিয়েটারের দরকার হয় না। ভাবি প্রজন্মের জন্য এই শিল্পকলাকে আমাদের বাঁচিয়ে রাখতেই হবে। থিয়েটার যেদিন আত্মরক্ষার বর্ম খুঁজে বেড়াবে সেদিন তার মৃত্যু ঘটবে। সমস্যা দুর্নিরোধ্য হতে পারে কিন্তু তা একেবারেই অপ্রতিরোদ্ধ নয়।

১২ মে কলকাতার পার্কস্টিটে এশিয়াটিক সোসাইটির মেন ক্যাম্পাসে আয়োজিত ‘দি এক্সিভিসন উইথ লেকচার অ্যান্ড কালচারাল ইভেন্টস ওন হারমোনি অফ সোলস সেলিব্রেটিং অফ টেগর অ্যান্ড বুদ্ধ’ শীর্ষক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করল ছাতনার দিব্যেন্দু কর্মকার। এই অনুষ্ঠানে দিব্যেন্দুর ছবি আঁকার বিষয় ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘চন্ডালিকা’ নাটকের একটি বিশেষ অংশ। অনুষ্ঠান শেষে দিব্যেন্দু কর্মকারের হাতে বিশেষ সম্বর্ধনা তুলে দেওয়া হয়।

দাঁইহাটে রবীন্দ্র–নজরুল সন্ধ্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব বর্ধমান: পূর্ব বর্ধমান জেলার দাঁইহাটের পাতাইহাটে ১৮ মে সন্ধ্যায় যথাযথ মর্যাদায় উদযাপিত হল রবীন্দ্র–নজরুল জন্মজয়ন্তী। উদ্যোক্তা ছিল ‘কবিতার বাড়ি’ নামক আবৃত্তিচর্চা কেন্দ্র। প্রার্থনা গীতি, আবৃত্তি, নৃত্য, সঙ্গীতের নৈবেদ্য ডালিতে সেজে উঠেছিল এই সান্ধ্য অনুষ্ঠান। বীরপুরুষ থেকে শুরু করে লিচুচোর কবিতা আবৃত্তি, কর্ণ–কুন্তী সংবাদ পাঠ, কবিতার ছন্দে নৃত্য সহ গানে গানে মালা সাজিয়ে এদিন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং বিদ্রোহী কবি কাজি নজরুল ইসলামকে বরণ করে নেওয়া হয়। কচিকাঁচাদের পাশাপাশি কিছু গৃহবধূর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানের প্রতিটি পর্ব বাঙময় হয়ে উঠেছিল। কলকাতা সহ বিভিন্ন জেলার কয়েকজন কবিতা সহ গানের ডালি নিয়ে অনলাইনেও হাজির হওয়ায় অনুষ্ঠানটি আরও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। সমগ্র অনুষ্ঠানটির পরিকল্পনায় ছিলেন শতশ্রী আইচ সরকার।

ভগবান বুদ্ধদেবের জন্মজয়ন্তী

নিজস্ব প্রতিনিধি : টালিগঞ্জ বুদ্ধ মন্দিরের মূর অ্যাভিনিউয়ের উদ্যোগে ভগবান বুদ্ধদেবের জন্মদিন যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়।

সকাল ৯টায় বুদ্ধ ধর্মীয় পতাকা ও জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন সহ মঠ অধ্যক্ষ বোধিজ্যোতি ভিক্ষু। তারপর বুদ্ধদেবের মূর্তিতে দুধ ও নারকেল দিয়ে স্নান করানো হয় ও বিশেষ পুজোর আয়োজন করা হয় এবং প্রার্থনা করা হয়। দুপুরে মঠের পক্ষ থেকে আগত সমস্ত ভক্তদের বসিয়ে প্রসাদ খাওয়ানো হয়। তাছাড়া শিশুদের অঙ্কন প্রতিযোগিতা ও বুদ্ধ কীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। বিকালে ভগবান বুদ্ধদেবের প্রতিকৃতি সহ শোভাযাত্রা অঞ্চলের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। সন্ধ্যার পর থেকে রাত্রি অবধি প্রচুর মানুষ ভগবান বুদ্ধদেবকে শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানাতে আসেন।

পুস্তক সমালোচনা

বয়ে যাওয়া সময়ের দলিল

বিধান সাহা

তিনটি পর্বে রচিত সুশান রায়ের সুবিশাল গ্রন্থ হাওয়া বয় শন শন...। ১৯৬৯ থেকে ১৯৯৯– এই ৩০ বছর বিভক্ত হয়েছে তিনটি পর্বে। ১৯৬৯ থেকে ১৯৭৯– ধরা পড়েছে প্রথম পর্বে। এই পর্ব বিভাজিত হয়েছে ৪৭টি পরিচ্ছেদে। দ্বিতীয় পর্বের সময়কাল ১৯৮০ থেকে ১৯৮৯, এই পর্বে ৫৬টি পরিচ্ছেদের উপস্থিতি। ১৯৯০ থেকে ১৯৯৯ সময়কাল নিয়ে রচিত হয়েছে তৃতীয় পর্ব। এখানে ৪০ পরিচ্ছেদ স্থান পেয়েছে।

লেখকের কথা অংশে লেখক এই গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছেন অল্পকথাতে। শুরুতেই বলেছেন, না, কোন আত্মচরিত লিখিনি। একটা রক্তাক্ত সময়ের দিনলিপি লিখতে চেয়েছি মাত্র। আবার সর্বশেষে বলেছেন, সাহসী দ্রোহকাল থেকে ভস্মাবৃত চরাচরে কেমন করে আমরা এসে পৌঁছালাম, সেই যাত্রাপথের একাংশের ইতিবৃত্ত পাঠকের ভালো লাগলে কৃতজ্ঞ থাকবো।

বয়স তখন নিতান্তই ছোট মানুষের। বোধবুদ্ধি দূরস্থান, ঠিক মতো বোঝার বয়সই হয়নি, তেমনি বয়সে আলাপ হয়েছিল,পাপুর সঙ্গে। গ্রন্থের শুরু এই ভাবে। অর্থাৎ লেখকের ছোটবেলা থেকেই এই গ্রন্থের সময়কাল শুরু হয়েছে। যা পরবর্তী ৩০ বছর ধরে প্রবাহিত হয়েছে।

বাল্যকাল থেকেই লালফৌজের স্বপ্ন ও গরিমা লেখকের জীবনে একাত্ম হয়ে গেছে। পারিবারিক পরিমণ্ডলে ছিল রাজনীতির সুমহান চর্চা। তাকে মূলধন করে রাজনৈতিক জীবন ধারায় নিজেকে যুক্ত করেছেন। নানা ঘাত প্রতিঘাত, ঘটনা প্রবাহ একের এক চলচ্চিত্রের মতো উঠে এসেছে।

পশ্চিম বাংলার রাজনৈতিক পালাবদলের পাশাপাশি দিল্লির পালাবদলের ইতিবৃত্ত ধরা পড়েছে। ৭১–এর সেই ভয়াবহ দিনলিপি, বাবরি মসজিদ ধ্বংসের কারফিউ অধ্যুষিত কলকাতা, বিভিন্ন নির্বাচনের প্রতিচ্ছবি, বিভিন্ন উত্তেজনার ছবি, কানোরিয়া আন্দোলনের পটভূমি –সব জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

লেখকের স্বপ্ন, আদর্শ পারিবারিক পরিমণ্ডল থেকে আসা এক সত্যের উপলব্ধি। পার্টির সঙ্গে যুক্ত হলেও কিছু মানুষের আদর্শহীনতা লেখককে ব্যথিত করেছে। শেষ পর্যন্ত পার্টির সঙ্গে দূরত্ব বেড়েছে। অন্য এক আদর্শের প্রতি আকর্ষণ বেড়েছে।

লেখক চরিত্র গড়ে উঠেছে অস্থিরতার বৈচিত্র্যে। কোন কিছুতেই তার স্থিরতা নেই। অল্পেতেই মাথা গরম। আদর্শগত বিরোধের জেরে সে মারমুখী হয়ে ওঠে।

অনেক চরিত্র, অনেক ঘটনা, অনেক সময়–সব মিলিয়ে পরিবেশনের কাজটি খুব সহজ সাধ্য নয়। লেখক নিজের চোখ দিয়ে সময়টাকে ধরবার প্রয়াস করেছেন। যে সমস্ত পাঠক ঐ সময় পার হয়ে এসেছেন তাদের কাছে অবশ্যই গ্রহণীয় হয়ে উঠবে এই গ্রন্থ । লেখকের সহজ সরল ভাষা সেই সময়ের দলিল নির্মাণে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে একথা বলাই বাহুল্য। সুবিশাল গ্রন্থটি পড়তে শুরু করলে শেষ না করে থামার উপায় নেই। সৌরভ চক্রবর্তীর প্রচ্ছদ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গ্রন্থের ছাপা অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন। বোর্ড বাঁধাই বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে।

● হাওয়া বয় শন শন..– সুশান রায়। প্রকাশক – সুনন্দন রায়চৌধুরী, সম্পর্ক,পি–৩৪, কালিন্দী হাউজিং স্কিম,লেক টাউন, কলকাতা – ৭০০০৮৯, মূল্য –৫৪৯ টাকা।

মঞ্চে আসছে ‘বেহুলা এখন’

অরিজিৎ মণ্ডল, রায়দিঘি : নারী ক্ষমতায়ন, স্বাস্থ্য সচেতনতা, শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ এবং পরিচ্ছন্ন পরিবেশ গঠনের বার্তা নিয়ে সুন্দরবনে শুরু হল নতুন থিয়েটার প্রযোজনা ‘বেহুলা এখন’। এই প্রযোজনার মূল ভাবনা স্থানীয় মানুষের জীবনযাত্রা ও সংগ্রামকে মঞ্চে তুলে ধরে সুন্দরবনবাসীদের মাঝে সচেতনতা গড়ে তোলা। নাটকটি রচনা করেছেন উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় এবং নির্দেশনায় রয়েছেন বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব সৌমিত্র মিত্র ও সমন্বয়কারী দেবব্রত মাইতি। অভিনয় করছেন

সুন্দরবনের রায়দিঘির পূর্ব শ্রীধরপুর এলাকার স্থানীয় মৎস্যজীবী, মৌলী, দিনমজুর ও এলাকারই ছাত্রছাত্রীরা। নিজেরাই তাঁদের জীবনের সমস্যাগুলি নাটকে তুলে ধরছেন। পরিচালক সৌমিত্র মিত্র বলেন, ‘থিয়েটার একটি প্রচার মাধ্যম। সুন্দরবনের স্থানীয় বাসিন্দাদের থেকে তাদের নিজেদের সমস্যার কথা জেনেই মনসা মঙ্গলের বেহুলা কাহিনির সাথে বর্তমান বেহুলাদের লড়াইকে সামনে এনে রচনা করা হয়েছে ‘বেহুলা এখন’ নাটকটি। বর্তমান সময়ের নারী ক্ষমতায়ন, পরিবেশ রক্ষা, স্বাস্থ্য সচেতনতা ও কুসংস্কার দূরীকরণে পৌরাণিক কাহিনীর সাথে বর্তমান সমস্যার সংমিশ্রণের বার্তা ফুটিয়ে তোলে।’ নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ হবে রায়দিঘীর মনি নদীর তীরে। আগামীতে কলকাতা থিয়েটার মঞ্চে এই নাটকটি মঞ্চস্থ করা হবে বলে জানান পরিচালক সৌমিত্র মিত্র।

ম্যানগ্রোভ চিত্র প্রদর্শনী

যতীন্দ্রনাথ সরকার : ‘সময়ের কথা সময়ের ছবি’– এই শিরোনামে ম্যানগ্রোভের শিল্পীরা রং তুলি মাটি দিয়ে শিল্পের মাধ্যমে সময়কে ধরতে চেয়েছেন নিজেদের সৃষ্টিতে। তাদের মধ্যে উল্লেখ্য, মথুরাপুরের দক্ষ কার্টুনিস্ট সঞ্জয় বৈতাল, একজন ক্যান্সার আক্রান্ত

শিল্পী। তার বর্তমান শারীরিক ও আর্থিক অবস্থা খুবই করুন। কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেও শুয়ে শুয়ে তিনি ছবি এঁকেছেন। সেই ছবিও এখানে প্রদর্শিত হচ্ছে। তার জল রঙের অসাধারণ ছবিগুলো সাধারণ দর্শকদেরও আকৃষ্ট করছে। ভাবতে অবাক লাগছে বোনম্যারো ক্যান্সারে আক্রান্ত, তৃতীয় পর্যায়ের কেমো চলছে। বসতে পারে না। এর মধ্যেও ৪ টি ছবি এঁকেছেন বিছানায় শুয়েই। কি প্রবল মনের জোর। এতো কষ্টের মধ্যেও ছবিতে তার যত্নের অভাব নেই। পড়েছে শৈল্পিক মুন্সিয়ানা। রসকলি ছবিটি তার মধ্যে অনন্য যা আমাদের গ্রাম বাংলার খেঁজুর গাছে হাঁড়ি বাঁধো মনকে স্মরণ করিয়ে দেয়। (চিত্র নং ১)

অরূপ কুমার মণ্ডল, বাড়ি সুন্দরবনের ছোটমোল্লাখালি। ম্যানগ্রোভের সম্পাদক। ছবির বিষয় গ্রামীণ সুন্দরবন। তার জলরংয়ের কাজগুলি মন ছুঁয়ে যায়। বিশেষ করে তার কলাগাছের ছবিটি। কি অসাধারণ স্টাডি! শিল্প শিক্ষার্থীদের মুগ্ধ করবে।(চিত্র নং ২)

স্বপন কুমার মণ্ডল, বাড়ি লাহিড়ীপুর। মূলত ইতিহাস গবেষক, প্রাবন্ধিক ও গল্পকার। প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত না হয়েও

দক্ষতা দেখিয়েছেন। সাদাকালো মাধ্যমের ছবির বিষয় নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বর্তমান সমাজের রূঢ়বাস্তবতা উঠে এসেছে। তার ‘দ্য ক্রাই’ ছবিটি অনন্য। করাত দিয়ে যুবসমাজকে কাটা হচ্ছে। আর তারা যন্ত্রণায় ছটফট করছে।(চিত্র নং ৩)

উজ্জল বায়েন, মন্মথনগরের ছেলে। তারও কোনো প্রথাগত শিক্ষা নেই। কিন্তু ক্যানভাসের বুকে এক্রেলিক রং দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছে সমাজের বর্তমান জ্বলন্ত সমস্যাগুলি। গরিব মানুষও স্বপ্ন দেখে, সেই স্বপ্ন সফল করতে সমস্ত বাধা ভেঙে বেরুতে চায়। ভাবনায় উঠে এসেছে অভয়াও(চিত্র নং ৪)।

শিল্পী শংকর হালদার, বাড়ি পিয়ালী। তার দুটো ছবির মূল বিষয় হল প্রকৃতিকে রক্ষা। প্রকৃতি রক্ষিত হয় মূলতঃ আদিবাসী জনজাতিদের দ্বারাই। তা রক্ষিত না হলে সমস্ত জীবজগৎ ভারসাম্যহীন হয়ে পড়বে। (চিত্র নং ৫)।

কলকাতায় স্বল্প দৈর্ঘ্যর চলচ্চিত্র উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা : ২৩ মে থেকে শুরু হল ৩দিন ব্যাপী এক স্বল্প দৈর্ঘ্যর চলচ্চিত্র উৎসব। চলবে বিকেল ৪টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত। শেষ হবে ২৫ মে। নতুন প্রজন্মকে উৎসাহ দিতে এই আয়োজন বলে জানান কর্মকর্তারা। উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে কলকাতার সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউটে। মোট ৫০টি সিনেমা দেখানো হবে। কলকাতা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করেন উৎসবের পরিচালক নূপুর রায়। উৎসবে উপস্থিত হয়ে পরিচালক কৌশিক গাঙ্গুলী বলেন, আগামী দিনে স্বল্প দৈর্ঘ্যর চলচিত্র বিরাট সম্ভাবনার জায়গায় উঠে আসছে, এই ধরণের সিনেমাতে অতি বাস্তব তুলে ধরা হয়। এছাড়াও উপস্থিত থাকছেন অভিনেত্রী দেবলীনা দত্ত, প্রবীণ পরিচালক প্রদীপ ভট্টাচার্য, অভিনেতা সায়ক চক্রবর্তী, প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর রাজীব সীল প্রমুখ। **ছবি : অরুণ লোধ**

ফিঙে–ক্ষেতমজুর বন্ধুত্বের গল্পে মশগুল সিঙ্গি

দেবাশিস রায়, পূর্ব বর্ধমান : বন্ধুত্ব..! এই একটা শব্দ বাস্তবের মাটিতে অনেক কিছু বুঝিয়ে দেয়। প্রেম–প্রীতি–ভালোবাসার প্রাথমিক উপাদানই বন্ধুত্ব। প্রতিটি জীবের মধ্যেই এই বন্ধুত্ব বিদ্যমান। বন্ধুত্বের মধুর বন্ধন নিয়ে যুগে যুগে কতশত গল্পকথা রয়েছে। কিন্তু, মানুষের সঙ্গে পশু–পাখির বন্ধুত্বের গল্পের আকর্ষণটাই আলাদা রকম। তেমনই এক বন্ধুত্বের গল্পে মশগুল হয়ে রয়েছে পূর্ব বর্ধমান জেলার সিঙ্গি গ্রামের বাসিন্দারা। বন্ধনমুক্ত একটি ফিঙেপাখির সঙ্গে গড়ে ওঠা একজন ক্ষেতমজুরের বন্ধুত্বের মিষ্টি সম্পর্ক। বাংলা ভাষায় মহাভারত প্রণেতা মহাকবি কাশীরাম দাসের জন্মস্থানে এযেন ভালোবাসার নতুন আখ্যান। কাটোয়া ২ নং ব্লকের সিঙ্গি গ্রামের পশ্চিমপাড়ার বাসিন্দা দিলীপ(ওরফে দিলু) মাঝি। মাঝবয়সী দিলীপ পেশায় ক্ষেতমজুর এবং প্রান্তিক শ্রেণীর নাগরিক। প্রতিনিয়ত কোণঠাসা পরিস্থিতিতে পরিবার নিয়ে কোনওরকমে জীবনযাপন করে চলেছেন। তবে, শত দুঃখ–কষ্টের মধ্যেও বেশিরভাগ সময়েই তিনি নিজের মতো করে বাঁচার আনন্দ খুঁজে নেন। এভাবেই একসময় বন্ধনহীন এক ফিঙেপাখির সঙ্গে তার বন্ধুত্বের সূত্রপাত। জানা গিয়েছে, দিলীপ মাঝি দীর্ঘদিন ধরে গ্রামের অদূরে কৃষিক্ষেত্রে একটি সাবমার্সিবল দেখাশোনার কাজ করেন। কুঁড়েঘরে স্থাপিত এই সারমার্সিবলের জল থেকে কৃষিক্ষেত্রে সেচ হয়। কাজে এসে দিলীপ সেখানে জলখাবার খান এবং নিরিবিলিতে বসে দীর্ঘ সময় কাটান। এটাই তার রোজনামচা। এভাবেই একদিন জলখাবার সময় একটি ফিঙেপাখি উড়ে এসে তার মাথার ওপর ঝুপ করে

বসে পড়েছিল। সেদিনের ঘটনায় দিলু প্রথমে কিছুটা থতমত খেয়ে গেলেও পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নেন এবং পাখিটির জন্য কিছুটা খাবারও পাশে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। সেই যে বন্ধুত্বের সূচনা, বছর কেটে গেলেও তা অটুট রয়েছে। এখনও দিলু মাঠে গেলে তার আশেপাশে ফিঙে বন্ধুর দেখা মেলে। আপন খেয়ালে তার মাথার ওপর চক্কর কাটে। মাঠে বিশ্রাম নেওয়ার সময় ফিঙে বন্ধুও উড়ে এসে তার মাথার ওপর বসে এবং বেশকিছুক্ষণ দিলুর সঙ্গে খেলা করে আবার নিজের বাসায় ফিরে যায়। তবে, বন্ধুত্বের বন্ধন যতই অটুট থাকুক না কেন এ পর্যন্ত দিলুকে কিন্তু, ফিঙে বন্ধু ধরা দেয়নি। মাথায় বসা পাখিটিকে যতবার তিনি ধরার চেষ্টা করেন ততবারই সে ফুরুৎ করে পালিয়ে যায়। যদিও তাঁকে ধরে আদর করতে না পারলেও দিলুর কিন্তু কোনওরকম অনুশোচনা নেই। ফিঙে বন্ধুর এই বন্ধুত্বের টান দিলীপ বেশ আনন্দের সঙ্গেই উপভোগ করেন। এলাকার বাসিন্দা তথা সমাজসেবী মিঠুন ভট্টাচার্য এপ্রসঙ্গে বলেন, দিলু ক্ষেতমজুর হলেও পশুপাখির প্রতি তার একটা ভালোবাসার টান রয়েছে। তবে, এই অপত্য ভালোবাসার কারণে তাকে এক খ্যাপাটে হনুমানের কামড়ে সাংঘাতিকভাবে জখম হতে হয়েছিল। এবার তো দেখছি একটি ফিঙেপাখির সঙ্গে তার দারুণ বন্ধুত্ব হয়েছে। বছরখানেক ধরে দুজনের এই বন্ধুত্বের কথা এলাকার অনেকেরই জানা। আসলে মনপ্রাণ দিয়ে কাউকে বিশ্বাস করলে ভালোবাসলে এমনই মধুর সম্পর্কের সৃষ্টি হয়। তা সে মানুষ হোক কিংবা পশুপাখি। দিলুর সঙ্গে ফিঙেপাখির বন্ধুত্ব সেটাই তো প্রমাণ করছে।

আতশ কাচে

সিএবিতে বৈঠক

প্রতিভা চিহ্নিত করে তাঁদের অত্যাধুনিক পরিকাঠামোয় প্রশিক্ষণের বন্দোবস্ত করতে চাইছে সিএবি। সম্প্রতি বাংলার ক্রিকেটের সাপ্লাই লাইনে জোর দিতে বিশেষ বৈঠক সারল সিএবি। ছিলেন সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় সহ বিভিন্ন কোচেরা।

সাফ চ্যাম্পিয়ন

সাফ অনূর্ধ্ব ১৯ খেতাব ধরে রাখল ভারত। টাইব্রেকারে বাংলাদেশকে ৪–৩ গোলে হারিয়ে। নির্ধারিত সময়ে খেলার ফল ছিল ১–১। ম্যাচের ২ মিনিটে অধিনায়ক সিঙ্গামায়ুম শামির গোলে এগিয়ে যায় ভারত। ৬১ মিনিটে মহম্মদ জয় আহমেদের গোলে সমতা ফেরায় বাংলাদেশ। টাইব্রেকারে রোহেন সিং গোল করতে না পারায় চাপে পড়েছিল ভারত। যদিও বাংলাদেশের অধিনায়ক নাজমুল হুদা ফয়জলের শট ক্রসবারের উপর দিয়ে চলে যেতেই ভারতীয় শিবিরে স্বস্তি মেলে। ভারতের গোলকিপার সুরজ সিং আহেইবাম রুখে দেন সালাউদ্দিন শাহেদের শট। অধিনায়ক শামির শেষ শট জালে জড়াতেই নিশ্চিত হয় খেতাব।

বিদেশে বিজয়

লাতিন আমেরিকার ফুটবল ক্লাবে যোগ দিয়েছে ভারতের বিজয় ছেত্রী। স্থায়ী চুক্তিতে উরুগুয়ের কোলন এফসি–তেই যোগ দিলেন ভারতীয় ডিফেন্ডার বিজয় ছেত্রী। মনিপুরের ২৩ বছর বয়সী এই গোর্খা সেন্টার ব্যাক এরআগে চেন্নাইয়িন এফসি থেকে লোনে উরুগুয়ের দ্বিতীয় ডিভিশনের এই ক্লাবে খেলেছিলেন। সেই চুক্তি শেষ হওয়ার পরে এবার নতুন চুক্তিতে লাতিন আমেরিকার দেশটিতে খেলতে দেখা যাবে এই উদীয়মান প্রতিভাকে।

১৮ তম আইএসএল

এএফসি–র ফুটবল ক্লাব কম্পিটিশন্স র‍্যাঙ্কিংয়ে ২০২৪–২৫ মরসুমে একধাপ পিছিয়ে ১৮তম স্থানে রয়েছে ভারতের ইন্ডিয়ান সুপার লিগ। তবে একধাপ পিছিয়ে গেলেও এএফসি–র প্রতিযোগিতায় ভারতের প্রতিনিধিত্ব অবশ্য কমছে না। আসন্ন মরসুমে আগের মতোই একটি ভারতীয় ক্লাব সরাসরি এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু–তে খেলার সুযোগ পাবে ও অপর ক্লাবটি এই প্রতিযোগিতার যোগ্যতা অর্জন প্লে অফে খেলবে।

চার বঙ্গ সন্তান

জাতীয় রেফারীদের তালিকায় নাম উঠল শুভজিৎ ধারার। শুভজিৎ ছাড়াও বাংলার তিন কন্যা সায়নী রায়, মৌমিতা দেবনাথ ও রাজশ্রী হাঁসদা পাশ করে জাতীয় রেফারির ব্যাজ পেল।

স্কোয়াশে আলিয়া

ভারতীয় অনুর্ধ্ব ১৩ স্কোয়াশ টিমে জায়গা করে নিয়েছে কলকাতার আলিয়া কাঁকড়িয়া। ১০ বছর বয়সী আলিয়া মেয়েদের অনুর্ধ্ব ১১ বিভাগে সম্প্রতি জাতীয় চ্যাম্পিয়ন। কোরিয়ায় জুলাই মাসে সে এশিয়ান জুনিয়র স্কোয়াশ টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করবে।

শেষ ভিশন ২০২৮

ভিশন ২০২৮ পঞ্চম পর্ব শেষ হল। ৭ মে থেকে শুরু হয়েছিল ভিশন ২০২৮ এর পঞ্চম পর্ব। সল্টলেকের জেইউ দ্বিতীয় ক্যাম্পাস গ্রাউন্ডে শেষ হয়েছে। ক্যাম্পে বেঙ্গল অনূর্ধ্ব–১৪, অনূর্ধ্ব–১৬, অনূর্ধ্ব–১৯ এবং অনূর্ধ্ব–২৩ ছেলেরা অংশগ্রহণ করেছিল। ক্যাম্পের পরিচালনা করেছিলেন ভারতের প্রাক্তন পেসার ভেঙ্কটেশ প্রসাদ, প্রাক্তন স্পিনার নরেন্দ্র হিরওয়ানি এবং বাংলার পেসার অশোক দিন্দা।

জয়ী মোহনবাগান

সিএবির অনূর্ধ্ব–১৫ জুনিয়র ক্রিকেট টুর্নামেন্টের চ্যাম্পিয়ন হয়েছে মোহনবাগান। ফাইনালে সম্বরন ক্রিকেট একাডেমিকে ৭ উইকেটে হারিয়ে সিএবি জুনিয়র অনূর্ধ্ব–১৫ টুর্নামেন্টের চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।

বেঙ্গল প্রো লিগের ড্রাফটের আসরে সৌরভ–ঝুলনরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ইংল্যান্ড সফরে সুযোগ না পেলে বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগে খেলবেন মহম্মদ শামি। তিনি এমন ইচ্ছাপ্রকাশ করেছেন বলে জানিয়ে দিলেন সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়। সিএবির ট্যুর অ্যান্ড ফিক্সচারস কমিটির চেয়ারম্যান সঞ্জয় দাস জানালেন, ১১ জুন থেকে শুরু হবে এই টুর্নামেন্ট। চলবে ২৮ জুন অবধি। সোমবার কলকাতার বাইপাসের ধারে এক অভিজাত হোটেলে হয়ে গেল প্লেয়ার ড্রাফট। উপস্থিত ছিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, ঝুলন গোস্বামীরা। অভিমন্যু ঈশ্বরণ, মুকেশ কুমার, আকাশ দীপ ভারতীয় এ দলের হয়ে ইংল্যান্ড সফরে যাবেন। ফলে তাঁদের ফ্র্যাঞ্চাইজিরা যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে তা লাঘব করতে পদক্ষেপ করল সিএবি। রিটেনশন উইথ কন্ডিশনাল রিপ্লেসমেন্টের মাধ্যমে। ফলে পরিবর্ত ক্রিকেটার নিতে পারবে দলগুলি। তবে ওই তিন

ক্রিকেটার যদি ইংল্যান্ড সফরের পর দেশে ফেরেন, তাঁরা খেলতে পারবেন সংশ্লিষ্ট দলগুলির হয়ে। যুধাজিৎ গুহ, রাহুল প্রসাদরাও বিসিসিআইয়ের সেন্টার ফর এক্সেলেন্সে থাকায় পুরো টুর্নামেন্টে খেলতে পারবেন না। আপাতত শিলিগুড়ির হয়ে অনুষ্টুপ মজুমদার, মালদহের হয়ে ঈশান পোড়েল, রাঢ় টাইগার্সে রবি কুমার খেলার সুযোগ পাবেন। ৮টি দল ড্রাফটের আগে ৫ জন করে ক্রিকেটার ধরে রাখার সুযোগ পেয়েছিল। ৯০–এর বেশি ক্রিকেটার থাকছেন দলগুলিতে। অন্তত দুজন করে অনূর্ধ্ব ১৯ ক্রিকেটার রাখতে হচ্ছে দলগুলিকে। প্রথম একাদশে রাখতে হবে তাঁদের একজনকে। আইপিএলের ফাঁকে এদিনের ড্রাফটের আসরে হাজির ছিলেন অভিষেক পোড়েল, মুকেশ কুমার। ড্রাফট চলাকালীন রাস ছবির টিজার প্রকাশ করা হয়। রাসের টি শার্ট প্রকাশ করেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। ছিলেন বিক্রম চট্টোপাধ্যায়, দেবলীনা কুমার, রণজয় বিষ্ণু, সুদীপ মুখোপাধ্যায়–সহ ছবির কলাকুশলীরা।

টুকরো

প্রয়াত ধীমান দত্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিশিষ্ট ক্রীড়া সাংবাদিক ধীমান দত্ত প্রয়াত। দীর্ঘ তিনি স্নায়ু জনিত রোগে অসুস্থ ছিলেন। বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর। ধীমান দত্ত ৩০ বছরের বেশি সময় আজকাল পত্রিকায় ক্রীড়া সম্পাদক ছিলেন। কলকাতা প্রেস ক্লাব ও কলকাতা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাব ধীমান দত্তের প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেছে।

রোয়িংয়ে সেরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : রবীন্দ্র সরোবরে লেক ক্লাবের উদ্যোগে ৫০ তম সর্বভারতীয় আমন্ত্রণী রোয়িং প্রতিযোগিতা শেষ হয়েছে। বালিকাদের জুনিয়র বিভাগে ডাবলসে বালিগঞ্জ শিক্ষা সদন দিল্লি পাবলিক স্কুলকে ও বালক বিভাগে সাউথ পয়েন্ট ,জগদম্ভা হাই স্কুলকে হারিয়ে খেতাব জয় করেছে। বালিকাদের সিনিয়র বিভাগে অশোকা হল , সাউথ পয়েন্ট স্কুলকে হারিয়ে ও বালকদের ডাবলসে লেক পয়েন্ট স্কুল , খালসা হাই স্কুলকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।

এভারেস্টের কোলেই মৃত্যু বাঙালি পর্বতারোহীর

নিজস্ব প্রতিনিধি : এভারেস্টের চূড়ায় পৌঁছে স্বপ্ন জয়, এভারেস্ট জয়। আনন্দ, খুশি স্থায়ী হল না। স্থায়ী হয়ে গেল দুঃখ, বেদনা। এভারেস্ট জয় করে এভারেস্টের কোলেই চিরঘুমে বিলীন হলেন বাঙালি পর্বতারোহী সুব্রত ঘোষ। ৪৫ বছরের সুব্রত ঘোষ রানাঘাট তিন নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা, বাগদা ব্লকের অন্তর্গত কাপাসাটি মিলনবিথী হাইস্কুলের শিক্ষক ছিলেন। পাহাড়ের নেশাতেই স্বপ্নজয় করে ফেলেছিলেন এভারেস্টের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ জয় করে, কিন্তু ফেরাটা হল না। আবহাওয়া ফেরার সময়ে ছিল প্রতিকূল। দেরীও করে ফেলেছিলেন সুব্রত। সূত্রের খবর, অতিরিক্ত সময় লাগায় শেষ হয়ে গিয়েছিল অক্সিজেন। তাঁর সঙ্গে থাকা শেরপা জানিয়েছেন, হিলারি স্টেপের কাছে এসেই একেবারে অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। হিলারি স্টেপ ও সাউথ সামিটের মাঝের অংশেই নিস্তেজ হয়ে পড়েন সুব্রত। এরপর আর গাইডের পক্ষে একা সম্ভব হয়নি নামিয়ে আনা। ওখানেই মৃত্যু হয় এভারেস্ট জয়ীর। প্রায় ১৭ ঘণ্টা ধরে নিখোঁজ থাকার পরে হিলারি স্টেপের কাছে তাঁর দেহ উদ্ধার হয়। তার সঙ্গেই যাত্রী ছিলেন আর এক শিক্ষিকা রুম্পা দাস। তিনিও অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন ঠিকই, তবে অনেক দেরি করে হলেও রুম্পা সাউথ কলে পৌঁছতে পেরেছে। রুম্পা দাস ক্যাম্প ৪–এ রয়েছেন। অক্সিজেন সাপোর্টে রাখা হয়েছে তাঁকে। ৪৪ বছরের রুম্পা দাস কুপার্স ক্যাম্পেরই একটি স্কুলের ইংরেজি শিক্ষিকা। শিপ্রা মজুমদার, ছন্দা গায়েন, টুসি

দাস, পিয়ালি বসাকের পর পঞ্চম বাঙালি কন্যা হিসেবে এভারেস্ট জয়ের নজির গড়েন রুম্পা । তাদের সঙ্গে ছিলেন আরও একজন, তিনি অসীম কুমার মণ্ডল। ৫২ বছরের অসীম কুমার মণ্ডল শৃঙ্গের চূড়ায় যেতে পারেননি, আবহাওয়া অবনতির কারণে চার নম্বর বেস ক্যাম্প থেকে আগেই নীচে নেমে এসেছিলেন।

উপর মহলের নির্দেশ, মোহন পালে কি হাওয়া ঘুরছে!

নিজস্ব প্রতিনিধি : টুটু বসুর ছবি সাঁটিয়ে সৃঞ্জয় বসুর সমর্থনে 'তোমাকে চাই' স্লোগান উঠেছে। অন্যদিকে অঞ্জন কন্যা সোহিনী মিত্র চৌবেকে সামনে রেখে দেবাশিস দত্তের সমর্থনে তুমি কার স্লোগান উঠতেই পারে। তার কারণও আছে। শনিবার একদিকে সৃঞ্জয় শিবির বাগুইআটিতে ফ্লপ শো করেছে, তখন বেলেঘাটায় দেবাশিস দত্তের শিবিরের শো হিট। একেবারে উঁচু গলায় দেবাশিসের হয়ে প্রচার সেরেছেন গৌতম সরকার। পেয়েছেন বাহবা। দু'পক্ষের প্রচার দেখে ভোটের আবহ অনুমান করবেন যখন সদস্যরা, তখন আন্দাজই কেউ করতে পারেননি 'এক্স ফ্যাক্টর' সবুজ মেরুন কর্মীসভা হয়ে গেল হাওড়ায়। আর সেই বৈঠক তৃণমূলের জেলা পার্টি অফিসে ডেকেছিলেন মোহনবাগানের সহসভাপতি ও রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ রায়। কেন ডেকেছিলেন এই কর্মীসভা? আডিশনের প্রতিনিধির প্রশ্নের জবাবে অরূপ রায় জানান, উপরমহলের নির্দেশ সকলকে জানিয়ে দিতেই এই সভা। কে না জানে, মোহনবাগানের নির্বাচনে হাওড়ার ভোটই জয়–পরাজয় নির্ধারণ করে দিতে পারে। মোহনবাগানের ৬ হাজার প্লাস ভোটারের মধ্যে দু'হাজারেও বেশি ভোটার শুধুমাত্র হাওড়াতেই। সেখানেও দু'ভাগ রয়েছে। একটা ভাগ টুটু বসুর অন্য ভাগ অঞ্জন মিত্রের। প্রাক্তন সচিব বেঁচে নেই। কিন্তু তাঁর আবেগকে কাজে লাগাতেই তৎপর সোহিনী মিত্র চৌবে। কিন্তু অরূপ রায়ের 'উপরমহলের নির্দেশ' এই নির্বাচনের অঙ্ক যেন সহজ হয়ে গিয়েছে। কারণ খেলা আরও বাকি। বরং বলা যায় শুরু। দেবাশিস দত্ত যেমন ভোটপ্রচারের শুরুতেই টুটু বসুর ছোটছেলে সৌমিক বসু (টুবলাই) কে দিয়ে প্রচার করিয়ে চমক দিয়েছেন। তেমনই তোমাকে চাই ব্যানারে সৃঞ্জয় বসুকে সরাসরি সমর্থন অরূপ রায়ের, সেটা আরও বড় চমক। কারণ এই অরূপ রায়কেই কয়েকদিন আগে দেবাশিসের সঙ্গে এক মঞ্চ এক সুর মেলাতে দেখা গিয়েছিল। সেখানে ছিলেন সাংসদ প্রসূন বন্দোপাধ্যায়ও। এখন অরূপ জানান, এমপিও আছেন। তিনিও সৃঞ্জয়কেই সমর্থন করতে বলেছেন। সৃঞ্জয়ের লেজুর হয়ে থাকা

সদস্য মিন্টু বাগ ভোটের আবহে দেবাশিস শিবিরে চলে আসা যদি বড় খবর হয়, তাহলে আরও বড় খবর, অরূপ রায়ের কর্মীসভায় দেবাশিসের কর্মসমিতির শুভাশিস পাল (হকিসচিব), মহেশ টিকওয়াল (আমন্ত্রিত)কে দেখতে পাওয়া। এই শুভাশিসই দেবাশিসের আমলে চূড়ান্ত সাফল্য এনে দেয় হকিতে। শুধু কী তাই, সহ সভাপতি অসিত চট্টোপাধ্যায়কেও দেখা গেছে অরূপ রায়ের সভায়। অথচ তাঁর ছেলে দু'দিন আগেই দেবাশিসের কর্মীসভায় নির্বাচনের ব্লু প্রিন্টের সাক্ষী ছিলেন। ক্রিকেটের দায়িত্বে থাকা সেই তন্ময় যে বাবার সঙ্গ ধরবেন তা যে সময়ের অপেক্ষা বুঝতে বাকি নেই কারোরই। একের পর এক ধাক্কা। মোহনবাগান এসজিকেও এত কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হয়নি। এত গোল খেয়েও কি ঘুরে দাঁড়াতে পারবেন দেবাশিস? সেই প্রশ্ন দেবাশিসের শিবিরেই। অন্যদিকে, সৃঞ্জয় শিবিরে যে দেবাশিসের লোকেরা ঢুকে পড়লে এতদিনের বিশ্বস্ত ঘোড়ারা, যারা পদ পাবেন ভেবেছিলেন তারা সর্ষে ফুল দেখছেন। অনেকে আবার উপরমহলের নির্দেশও ভাল চোখে দেখছে না। কারণ, আগের নির্বাচনের তিক্ত অভিজ্ঞতা তাদের। শেষমুহূর্তে অদৃশ্য শক্তিই সৃঞ্জয় ও তাঁর ঘনিষ্টদের মুখ পুড়িয়ে দেয়। প্রচার যাই হোক, বৈঠক যাই হোক, যতই ব্যক্তিগত কাদা ছোড়াছুড়ি হোক, যতই ফুটবলাররা পাশে থাকুক, এক্স ফ্যাক্টর যে উপরমহলের নির্দেশ তা বুঝতে কারোর বাকি নেই। অরূপ রায় দু'পক্ষের ধুন্ধুমার প্রচারের মাঝে শান্তির জল ছড়িয়ে দেওয়ার মতো ঘৃতাহুতিই করলেন।

কলকাতা লিগে এবার থেকে পাঁচজন ভূমিপুত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি :আসন্ন কলকাতা ফুটবল লিগের প্রিমিয়ার ডিভিশনে বাড়ছে ভূমিপুত্রের সংখ্যা। গত বছর প্রিমিয়ার ডিভিশনে প্রথম একাদশে চারজন ভূমিপুত্র খেলানো বাধ্যতামূলক ছিল। এবার সেটা বাড়িয়ে পাঁচজন করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। এর পাশাপাশি এবার প্রিমিয়ার ডিভিশনের ২৬টি দলকে দুটি গ্রুপে ভাগ করা হবে। প্রতি গ্রুপ থেকে শীর্ষে থাকা তিনটি দল নিয়ে মোট ছটি দলের সুপার সিক্স রাউন্ড হবে। একই গ্রুপে থাকা দলগুলি সুপার সিক্স রাউন্ডে পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলবে না। লিগ পর্বের পয়েন্ট সুপার সিক্সে ধার্য হবে না। আইএফএর লিগ সাব কমিটির বৈঠক ছিল। সেই মিটিংয়ে ভূমিপুত্র খেলানোর সংখ্যা নিয়ে বিবাদ হয়। আগে কথা হয়েছিল সাতজন ভূমিপুত্র খেলানোর যাবে। কিন্তু নতুন মরশুমে পাঁচজনকে খেলানোর নিয়ম করা হল বৈঠকে। যা নিয়ে প্রতিবাদ জানায় একাধিক ক্লাব। এদিন ক্লাব প্রতিনিধিদের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন আইএফএ সভাপতি অজিত বন্দোপাধ্যায়, সচিব অনির্বাণ দত্ত, কোষাধ্যক্ষ দেবাশিস সরকার, সহ সভাপতি সৌরভ পাল, স্বরূপ বিশ্বাস, সহ সচিব রাকেশ ঝাঁ, মহম্মদ জামাল, সুদেষ্ণা মুখার্জী এবং এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি সুফলরঞ্জন গিরি।

কলকাতা পুলিশের কনস্টেবল পা রাখলেন মাউন্ট এভারেস্টে

নিজস্ব প্রতিনিধি : পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ এভারেস্ট জয় করলেন কলকাতা পুলিশ কনস্টেবল লক্ষ্মীকান্ত মণ্ডল। এক অসাধারণ কৃতিত্ব অর্জন করেছেন তিনি। জানা গিয়েছে, লক্ষ্মীকান্ত মণ্ডল রাজ্য সশস্ত্র পুলিশের তৃতীয় ব্যাটালিয়নের সদস্য। তিনি তেনজিং শেরপা (গেলবা)–এর সঙ্গে এভারেস্ট জয় করেছেন এদিন। শুধুমাত্র লক্ষ্মীকান্তই নন, ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন আরও এক ভারতীয় গীতা সামোতা। এভারেস্ট শীর্ষে পৌঁছেছেন লাকপা শেরপার সঙ্গে। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন নেপালের ছোজিন আংমোও। প্রথম দৃষ্টিহীন মহিলা হিসেবে মাউন্ট এভারেস্ট জয় করে ইতিহাস গড়েছেন তিনি। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের সদস্যের এই অসাধারণ সাফল্য উদযাপন করতে কলকাতা পুলিশ তাদের এক্স হ্যান্ডেলে অভিনন্দন জানিয়েছেন ওই কর্মীকে। লক্ষ্মীকান্ত এভারেস্ট–অভিযানে রওনা দিয়েছিলেন এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহে। জানা গিয়েছে, বর্তমানে লক্ষ্মীকান্ত মণ্ডল কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মার ব্যক্তিগত নিরাপত্তারক্ষী হিসেবে নিযুক্ত রয়েছেন। কলকাতা পুলিশের পোস্টে লেখা হয়েছে, 'তিনজনের

অদম্য সাহস এবং সংকল্পকে আমরা কুর্নিশ জানাই। আর আমাদের লক্ষ্মীকান্তের জন্য বিশেষ অভিনন্দন জানাই। তিনি যেন আরও অনেক শৃঙ্গ জয় করেন এই কামনা রইল'। কলকাতা পুলিশের কনস্টেবলকে শুভেচ্ছাবার্তা জানিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিও। এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করে তিনি লেখেন, 'পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য শ্রদ্ধেয় লক্ষ্মীকান্ত মণ্ডল মাউন্ট এভারেস্ট জয় করেছেন। এই অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য তাঁকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন'।

দেশের পতাকা যত উঁচুতে তুলে ধরা যায়, সেই চেষ্টা করব : নীরজ

নিজস্ব প্রতিনিধি : 'দেশের পতাকা যত উঁচুতে তুলে ধরা যায়, সেই চেষ্টা করব।' বক্তা আর কেউ নন, স্বয়ং নীরজ চোপড়া।দেশের হয়ে অলিম্পিকে সোনা জিতেছেন, রুপো জিতেছেন। এরপরও আক্ষেপ ছিল ভারতের এই জ্যাভলিন থ্রোয়ারের। কিছুতেই নব্বইয়ের গণ্ডী টপকাতে পারছিলেন না। দোহা ডায়মন্ড লিগের আসরে শেষমেষ ৯০ মিটারের গণ্ডি টপকে গেলেন নীরজ।

কিছুদিন আগেই বিতর্কের শিরোনামে উঠে আসেন নীরজ চোপড়া। নিজের নামাঙ্কিত প্রতিযোগিতায় 'বন্ধু' আরশাদকে আমন্ত্রণ জানিয়ে প্রবল বিতর্কের মধ্যে পড়েছিলেন নীরজ। ভারত–পাক সংঘাতের আবহে তাঁর পরিবারকেও কটু কথা শোনাতে ছাড়েনি নেটদুনিয়া। অবাক হয়ে যান তিনি। অনুরাগীদের উদ্দেশ্যে খোলা চিঠিও লেখেন তিনি। বন্ধু আরশাদের সঙ্গে পাহেলগাঁও ঘটনা ও ভারত–পাক সংঘর্ষের পর কেমন সম্পর্ক থাকবে তা গ্যারান্টিও দেননি নীরজ। দোহা ডায়মন্ড লিগে নামার আগেই নীরজ বলেন, 'বর্তমান পরিস্থিতির পর হয়তো আগে যেমন সম্পর্ক ছিল তেমনটা নাও থাকতে পারে। তবে কেউ আমাকে সম্মান দিলে আমিও তাকে অবশ্যই সম্মান

করব।' এরপর সুবাদার থেকে লেফটেন্যান্ট পদে প্রোমোশনও পান নীরজ। তিনি যদিও পুরোপুরি প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ছিলেন দোহার এই টুর্নামেন্ট ঘিরেই।

৮৯ মিটারে পৌঁছেছেন একাধিকবার। প্রায় মিয়মিত ৮৮ মিটার দূরত্বে জ্যাভেলিন ছোড়েন। কিন্তু দোহায় ছুড়লেন ৯০.২৩ মিটার। বলাই বাহুল্য এটাই নীরজের সেরা পারফরম্যান্স। সেইসঙ্গে ভারতেরও। যদিও তাতেও সোনা আসেনি, রুপো জিতেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে তাঁকে। দীর্ঘদিনের অধরা স্বপ্নপূরণের পরে নীরজ বলেন, '৮৯ মিটারে অনেকবার ছুঁড়েছি। অবশেষে ৯০ মিটারও হয়ে গেল। এতদিনে ৯০ মিটারের রাস্তা পেয়ে গেলাম। আত্মবিশ্বাস রয়েছে যে, এটা আমি বারবার করতে পারব।' নীরজ এরপরই বলেন, 'সবকিছুই অর্জন করেছিলাম। শুধু এটাই বাকি ছিল। এটা আমার জন্যও নতুন একটা কীর্তি। সারা দেশের জন্যও। ভারতের কেউ ৯০ মিটারের গণ্ডি টপকাল, এটা দারুণ বিষয়। টার্গেট তো পূরণ হয়েছে। এখন চেষ্টা করব যত উঁচুতে ওঠা যায়। দেশের পকাতা যত সম্ভব উঁচুতে তুলে ধরার চেষ্টা করব। যতদিন খেলব, দেশের নাম উজ্জ্বল করার চেষ্টা করে যাব। তাঁর এমন সাফল্যে উচ্ছ্বসিত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও। নীরজকে শুভেচ্ছা জানিয়ে তিনি মনে করিয়ে দেন পরিশ্রমের কোনও বিকল্প নেই। তিনি লিখেছেন, 'এক অসাধারণ কৃতিত্ব। দোহা ডায়মন্ড লিগে ৯০ মিটার পার করে নিজের কেরিয়ারের সেরা থ্রো করল নীরজ চোপড়া। তার জন্য ওকে অভিনন্দন জানাই। ধারাবাহিক একাগ্রতা, শৃঙ্খলা ও আবেগের ফসল এই সাফল্য। ভারত উচ্ছ্বসিত ও গর্বিত।'

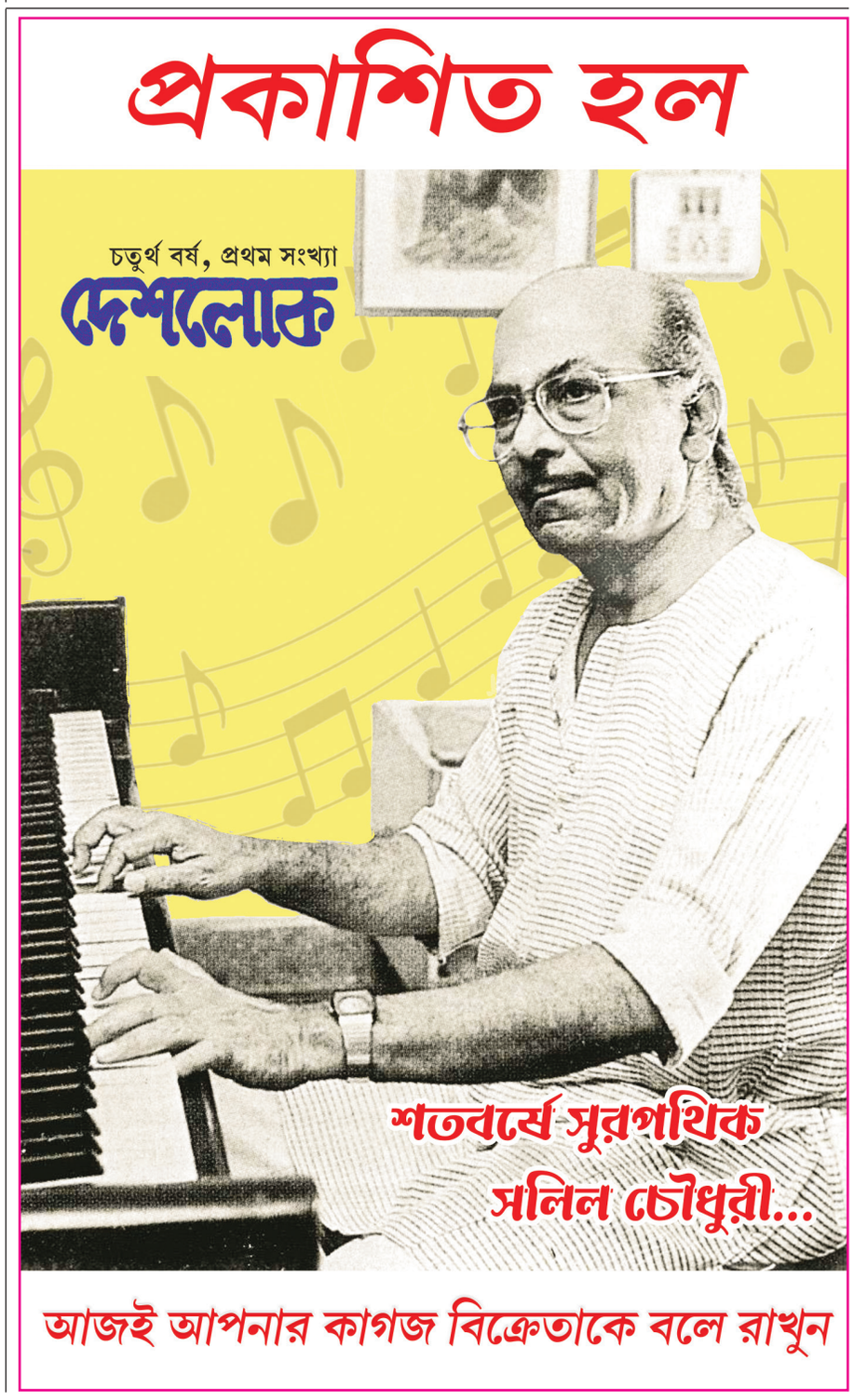

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9088703044 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com